প্রবেশিকা-সমালোচনার ভ্রমদর্শিনী

প্রকৃত কথা

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন [illegible]

বিরচিত।

A

REVIEW OF CRITICISMS

ON THE

SANSKRIT SELECTIONS

FOR THE

ENTRANCE EXAMINATION, 1891.

BY

MAHEŚACHANDRA NYÁYARATNA.

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED

BY ŚAŚIBHÚSHAṆA BHAṬṬÁCHÁRYYA

AT THE GIRISA-VIDYÁRATNA PRESS,

24, GIRIŚA-VIDYÁRATNA'S LANE.

1889.

কয়েকটী প্রকৃত কথা।

মুখবন্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমরা (আমি, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায়) সন ১৮৯১ সালের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী 'প্রবেশিকা'-নামক একখানি সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, 'সুরভি ও পতাকা'-সম্পাদক মহাশয় ২৪শে ও ৩১শে শ্রাবণ এবং ৭ই ও ১৪ই ভাদ্রের 'সুরভি ও পতাকা'য় 'প্রবেশিকা'র সমালোচনা বাহির করিয়াছেন। পাছে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটি হয় (!), বোধ হয় এই আশঙ্কাতে কয়েকখানি ইংরাজী কাগজের সম্পাদক-মহাশয়রাও অমনি তদনুবর্ত্তী হইয়া বসিয়াছেন। কথাই আছে 'গতানুগতিকো লোকঃ'। পথে ঘাটে কোর্টে উহারই আন্দোলন চলিতেছে, কমিটী বসিতেছে, আর্জ্জি শুনিয়াই ফাঁসীর হুকুম হইতেছে। এ অবস্থায় উকিলের দ্বারা উপস্থিত হইলে চলিতেছে না, স্বয়ং হাজির হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া, কয়েকটী প্রকৃত কথা বলিবার নিমিত্ত সাধারণের নিকট

উপস্থিত হইতেছি। বিচারে যাহা উচিত হয় করিবেন, তাহাতে আমার কোন কথাই নাই। প্রার্থনা এই যে, যেন আমার কথাগুলির প্রতি একবার মনোযোগ দেওয়া হয়।

সমালোচনা করিতে হইলে, রাগ দ্বেষ মদ মাৎসর্য্য অসূয়া ও দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়, কোন কথা গোপন না করিয়া সমালোচ্য বিষয়ের গুণ ও দোষ দুইই যথাযথরূপে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতে হয়, এই রীতি আছে। 'প্রবেশিকা' সমালোচনা করিতে গিয়া 'সুরভি'-সম্পাদক মহাশয় ঐ রীতির কতদূর অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার বিচার 'সুরভি'র পাঠক মহাশয়রাই করিতেছেন ও করিবেন। তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নাই, তবে তাঁহাদিগের বিচারের জন্য আমি একটা কথা বলিয়া রাখি।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি 'সুরভি'র সম্পাদক বলিয়া যাঁহারই নাম বাহির হউক না কেন, 'সুরভি'র অন্ততঃ এই সমালোচনা-অংশের লেখক, আমারই কোন বা কোন কোন ছাত্র। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে কিরূপ গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইতেছে পাঠকগণ যেন তাহাও একবার বিচার করিয়া দেখেন। সংগ্রহে আমার অন্য কোন লাভই নাই, প্রস্তাবিত পারিতোষিক পূর্ব্বেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছি এবারও প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, এ কথা অন্ততঃ কর্তৃপক্ষও জানেন, যা কিছু আশা গুরুদক্ষিণার উপর ও দেশীয় সম্পাদক মহাশয়দিগের সুমিষ্ট সত্য সমালোচনার উপর।

'সুরভি'-সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে, বিশেষতঃ আমাকে, একটী গণ্ডমূর্খ বানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রকারা-

স্তরে, প্রকারান্তরেই বা কেন? স্পষ্টই বলিয়াছেন বলিলেও হয়, আমাদিগের বর্ণাশুদ্ধি-জ্ঞান নাই, ব্যাকরণ-জ্ঞান নাই, আমরা ব্যাখ্যা করিতে জানি না, আমরা এই পুস্তক বাহির করিয়া পরীক্ষার্থীদিগের মাথা খাইতে বসিয়াছি। বলুন, আমাকে মূর্খ বলাতে আমার কোন কথাই নাই; আমার নিজেরই বিশ্বাস আমি কিছুই জানি না। তবে অবশ্যই বলিব যে, আমার সহযোগি-মহাশয়দিগকে ওরূপ বলিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করিবেন। আর এক কথা, পরীক্ষার্থীদিগের মাথা খাইতে আমরা বসিয়াছি, কি কে বসিয়াছে তাহা আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না; প্রকৃত কথা অবগত হইলে পাঠক মহাশয়রাই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। অতএব কয়েকটী প্রকৃত কথাই বলিতে আরম্ভ করা যাউক।

প্রথম কাণ্ড।

বর্ণাশুদ্ধি-প্রকরণ*।

২৪শে শ্রাবণের 'সুরভি'তে মহা ধূমধাম করিয়া ৪২টী বর্ণাশুদ্ধি ভুল দেখান হইয়াছে। যদিও সে সকলগুলি সকল

---

* বর্ণাশুদ্ধি প্রকরণটী বড়ই কঠোর ও কর্কশ, উহা পাঠ করিতে, হয় ত, অনেককে ভালই লাগিবে না, এরূপ হইলে প্রথমাংশ অগ্রে পাঠ না করিয়া ২৯ নং ভুলের উপর মন্তব্য হইতে যেন পাঠ করেন।

পুস্তকে নাই, তথাপি স্বীকার করা গেল যে আছে। সেগুলি কিরূপ প্রকৃতির ভুল তাহা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

৪২টীর মধ্যে ২৭টী অক্ষর না উঠা বা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুণ ঘটিয়াছে। তাহার কয়েকটী নমুনা প্রথম হইতেই তুলিয়া দিতেছি। তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন উহার মূল্য কত!

ভুল নং ১, পৃ. ২, পং ২০, অশুদ্ধ ভবৃতীত্যাদয়া, শুদ্ধ ভবতীত্যাদয়ো।

এই 'ভবতীত্যাদয়া' পদের পর, 'বহবো গুণাঃ পদ্মনিধেরুক্তাঃ' লেখা থাকায় 'া'র 'ে' এই অংশটী যে উঠিয়া গিয়াছে তাহা কি আর অজ্ঞাত থাকে?

ভুল নং ২, পৃ. ৩, পং ১৮, অশুদ্ধ নগ্নকমূত্ত্যা, শুদ্ধ নগ্নকমূর্ত্ত্যা।

মূলে "অনেনৈব রূপেণ" এই সন্দর্ভে যে 'রূপেণ' পদটী আছে তাহারই অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'মূত্ত্যা'। এস্থলে 'মূর্ত্ত্যা' এই শব্দের যে 'র্' রেফ উঠিয়া গিয়াছে ইহা কি বুঝা যায় না?

ভুল নং ৩, পৃ. ৫, পং ১৬, অশুদ্ধ পরিচয্যয়া, শুদ্ধ পরিচর্য্যয়া।

মূলে (৪ পং) 'তৎকালপরিচর্য্যয়া' আছে। ২ নং টীকা 'তৎকালপরিচয্যয়া—তস্মিন্ কালে ভ্রমণসময়ে যা পরিচর্য্যা সৎকারঃ তয়া।' মূলে ও টীকার শেষাংশে 'পরিচর্য্যা'ই আছে, কেবল মূলের পাঠ ধরাতে মধ্যের পরিচর্য্যা পদের 'র্' রেফটী উঠে নাই। এটীও কি কাহারও অবোধ থাকে?

ভুল নং ৪, পৃ. ৬, পং ১৮, অশুদ্ধ পরকোট্টপালৈঃ, শুদ্ধ পুরকোট্টপালৈঃ।

মূলে (১২ পং) 'পুরকোট্টপালৈঃ'ই আছে ; ৪ নং টীকাতে 'পরকোট্টপালৈঃ—নগররক্ষিপুরুষৈঃ' আছে। টীকাতে 'পু'র উকারটী উঠে নাই। মূলে যে 'পুরকোট্টপালৈঃ' পদটী আছে তাহাই যখন উদ্ধৃত (quote) করিয়া টীকা করা হইতেছে তখন 'পু'র উকার যে পড়িয়া গিয়াছে তাহাতেও কি আর সন্দেহ হইতে পারে ?

ভুল নং ৫, পৃ. ৬, পং ১৮, অশুদ্ধ পরুষৈঃ, শুদ্ধ পুরুষৈঃ।

মূলে যে 'পুরকোট্টপালৈঃ' শব্দ আছে, তাহারই অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'নগররক্ষিপুরুষৈঃ'। এই পুরুষের 'ুটী' উঠে নাই। সমালোচকমহাশয় তাহা ধরিয়াছেন। আচ্ছা এটী ধরিতে কি লজ্জা হইল না ?

ভুল নং ৬, পৃ. ৭, পং ৬, অশুদ্ধ সবং, শুদ্ধ সর্বং।

এস্থানের সন্দর্ভটী এই, 'ইত্যভিধায় সর্বং মণিভদ্রবৃত্তান্তং যথাদৃষ্টমকথয়ৎ।' এখানে 'সব'কে 'সর্ব' বুঝা বুঝি বড়ই কঠিন ?

ভুল নং ৭, পৃ. ৭, পং ১৭, অশুদ্ধ ধম্মাধিকরণে, শুদ্ধ ধর্ম্মাধিকরণে।

মূলে (৩ পং) 'ধর্ম্মাধিষ্ঠানং নীতো ধর্ম্মাধিকরণিকৈঃ পৃষ্টশ্চ' আছে ; ২ নং টীকায় 'ধর্ম্মাধিষ্ঠানং' আছে। ৩ নং টীকায় 'ধর্ম্মাধিকরণিকাঃ—ধম্মাধিকরণে নিযুক্তা রাজপুরুষাঃ' আছে। এরূপ তিন চারিটী পরস্পরসম্বন্ধ 'ধর্ম্ম' শব্দের সহিত একটী 'ধর্ম্ম' শব্দে 'ʼ' রেফ চিহ্নটী উঠে নাই। এতে অধর্ম্ম হইয়া থাকে কি করিব ?

ভুল নং ৮, পৃ. ৭, পং ১৯, অশুদ্ধ অনষ্ঠিতে, শুদ্ধ অনুষ্ঠিতে।

মূলে (১১ পং) 'অনুষ্ঠিতে'ই আছে ; ৫ নং টীকা 'অনষ্ঠিতে—

কৃতে' আছে। টীকাতে মূলের পাঠ ধরা 'অনু'র উকারটী উঠে নাই। সুতরাং এটীও 'পুরকোট্টপালৈঃ'র খুড়তুত ভাই।

ভুল নং ৯, পৃ. ৮, পং ১৬, অশুদ্ধ nisbehaved, শুদ্ধ mis-behaved.

১ নং টীকায় 'দুর্বিনীতঃ— nisbehaved' আছে। এখানে 'm'এর অগ্রভাগটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায়। প্রথমতঃ, 'n' অক্ষরের সহিত ভাঙ্গা 'm' অক্ষরের আকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা টীকাতে — এইরূপ এক একটী রেখা দিয়া শব্দ ও অর্থের যোগ করিয়া দিয়াছি, যেমন নরঃ—মনুষ্যঃ। (তাহা অন্যান্য টীকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন)। এস্থানে 'দুর্বিনীতঃ' ও 'nisbehaved' এই দুইএর মধ্যে যে রেখাটী আছে তাহার 'দুর্বিনীতঃ' শব্দের সহিত যোগ আছে, কিন্তু 'nisbehaved' শব্দের সহিত যোগ নাই, 'nisbehaved' শব্দের পূর্ব্বে একটু ফাঁক আছে। ঐ ফাঁকটুকু বলিয়া দিতেছে যে ওখানে কিছু ছিল। প্রকৃত কথা ত এই; যদি এত সূক্ষ্মানুসন্ধানে প্রবৃত্তি না হয়, তবে ভুল বলিয়া লিখিয়া লউন।

ভুল নং ১০, পৃ. ১১, পং ১৬, অশুদ্ধ বত্তিনং, শুদ্ধ বর্ত্তিনং।

ঐ পদটী এই সন্দর্ভে আছে, "মহাকালং তদাখ্যশিবমূর্ত্তিবিশেষম্ উজ্জয়িনীবত্তিনং।" এই 'বত্তিনং' শব্দটী মহাকালের অনুগত হইয়া থাকায় উহার মাথা যে উন্নত আছে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন, অন্ততঃ বুঝিয়াও লইতেছেন; যাঁহারা দেখিতে না পান তাঁহাদিগের অদৃষ্টের দোষ, এ ভিন্ন আর কি বলিব?

এই ত প্রথম হইতে ক্রমান্বয়ে ১০টী নমুনা দিলাম। এই ১০টীর মধ্যে আমার পুস্তকে ৫টী বই ভুল নাই ৫টী শুদ্ধই আছে। আবার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বাবুর পুস্তকে ২য় ও ৯মটী ভিন্ন কোন ভুলই নাই, ১০টীর মধ্যে ৮টী শুদ্ধ আছে। হয়ত অন্য কোন পুস্তকে এ দুইটী ভুলও না থাকিতে পারে। এক্ষণে পাঠকগণ সত্য বলুন দেখি,এরূপ অকিঞ্চিৎকর দোষের উল্লেখ করিয়া সমালোচক মহাশয় নিজের দোষৈকদর্শিতা ও ছিদ্রান্বেষিতা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন কি না? সমালোচনার মূল্য কমাইয়া ফেলিয়াছেন কি না? অথবা ও কথায় আমার দরকার কি,"আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর কেন?"

ভুল নং ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬ ও ৪০ এই ১৭টী ভুলও অক্ষর ভাঙ্গা বা না উঠা নিবন্ধন কোন কোন পুস্তকে ঘটিয়াছে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত কারণে অস্বীকার করিবার যো নাই। আমার নিকট যে পুস্তক আছে তাহাতে এই ২৭টীর মধ্যে ১৩টী ভুল নাই। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বাবুর পুস্তকে ১৬টী নাই। মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন তাঁহার পুস্তকেও ঐ সকল ভুলের অধিকাংশই নাই, শুদ্ধই আছে। আমার পুস্তকে ৪।৭।১০।১৩.১৬।৩১।৪০ এই কয়েকটী নম্বর অশুদ্ধ আছে, কিন্তু সারদাবাবুর পুস্তকে এগুলি সব শুদ্ধ আছে। আমার পুস্তকে ২০।২১ ও ২৮ এই তিনটী নম্বর শুদ্ধ আছে, সারদাবাবুর পুস্তকে ভুলই আছে। আবার আমার নিকট যে ফাইলকাপি আছে তাহাতে ৩৩ ও ৩৬ নং ভুল নাই, কিন্তু আমার ও সারদাবাবুর পুস্তকে ঐ দুইটী ভুল আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'সুরভি'-সম্পাদক মহাশয়ের পুস্তকেই এই ২৭টী ভুল অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম যে ইহা সংশোধকের ভুল নহে, তাহা হইলে সকল পুস্তকেই সকল ভুল সমভাবে থাকিত। প্রকৃত কথা এই যে, অধিক পুস্তক ছাপাইতে গেলেই, কতক ছাপা হইবার পর কোন কোন অক্ষর ভাঙ্গিয়া বা উঠিয়া যায়, সুতরাং পরে পরে মুদ্রিত পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধির সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া পড়ে। অতএব এই দোষের জন্য যদি কেহ দায়ী হয় তবে যে ছাপাখানাই হইবে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

'সুরভি'-সম্পাদক মহাশয়ের যখন ছাপা লইয়াই কার কারবার, তখন তিনি ইহা বিলক্ষণ জানেন সন্দেহ নাই। জানিয়া শুনিয়া 'হরার দোষ শঙ্করার ঘাড়ে' চাপাইয়া ব্যক্তিবিশেষকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহা সম্পাদক মহাশয়ই একবার যেন ভাবিয়া দেখেন।

নং ১৪, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৩, ৩১, ৩৮, ৩৯, ৪১ ও ৪২, এই ১৪টী ভুল প্রুফ্ দেখার দোষে ঘটিয়াছে। আমার সহযোগিমহাশয়রা অবশ্য সব ফর্মারই প্রুফ্ দেখিয়াছেন কিন্তু শেষ প্রুফ্ দেখা ও তাহার উপর মুদ্রাঙ্কণের হুকুম দিবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা এজন্য দোষী হইতে পারেন না; ইহা আমারই চক্ষুর দোষেই বল আর বিদ্যার দোষেই বল, ঘটিয়াছে। উহা না থাকাই উচিত ছিল, না থাকিলেই খুব ভাল হইত, ইহা কে অস্বীকার করিবে? তবে আমি দেখাইয়া দিতেছি, যে, ইহার মধ্যে ১৩টী ভুল

বালকেরা আপনারাই অনায়াসে সংশোধন করিয়া লইতে পারিবে। উহাতে কোন অনিষ্টই ঘটিবে না।

ভুল নং ২২, পৃ. ৩৮, পং ১০, অশুদ্ধ compensetion, শুদ্ধ compensation.

১ নং টীকা 'উদ্ধারবিধিঃ—পরিপূরণং, compensetion.' এখানে 's'এর পর 'a' ভিন্ন যে 'e' কোনমতেই হইতে পারে না, ইহা, এণ্ট্রান্স কেন, থার্ড ফোর্থ ক্লাসের বালকাদিগেরও অজ্ঞাত নহে।

ভুল নং ২৩, পৃ. ৪৭, পং ১৭, **অশুদ্ধ নায্য, শুদ্ধ ন্যায্য।**

২ নং টীকায় 'অতিক্রমেণ—নায্যপথাতিবর্ত্তনেন' লেখা আছে। 'পথ' শব্দের সাহায্যে 'নায্য' শব্দটীকে 'ন্যায্য' করিয়া লইবার পথ বিলক্ষণ পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে।

ভুল নং ১৪, পৃ. ১২, পং ১৮, অশুদ্ধ ব্যাঘুদ্যাতাম্, শুদ্ধ ব্যাঘুট্যাতাম্। ভুল নং ২৪ ও ২৫, পৃ. ৪৯, পং ৪, অশুদ্ধ হৃর্ত ও মত্ত্ব, শুদ্ধ হৃত ও সত্ত্ব।*

মূলে 'ব্যাঘুট্যাতাম্'ই আছে, এই পদটীই টীকায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে, অতএব টীকাতে যে 'ট্য'র পরিবর্ত্তে 'দ্য' হইয়া পড়ি-

---

* এস্থলে সমালোচক মহাশয়ের ভুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক পৃষ্ঠায় এক পঙ্ক্তিতে এক স্থানে হৃত ও মত্ত্ব (হৃতমত্ত্বচেতনঃ) আছে, এক নম্বরে এই দুইটী অনায়াসেই দেখাইতে পারিতেন, তাহা না দেখাইয়া ২৪ ও ২৫ দুইটী নম্বরে দেখান হইয়াছে। কেবল এখানে নয়, নং ৪ ও ৫ এবং নং ২৯ ও ৩০শেও এই কৌশল করা হইয়াছে। সমালোচকের আসনে বসিয়া এরূপ দুরভিসন্ধি করা কত দূর সঙ্গত যেন তিনিই ভাবিয়া দেখেন।

য়াছে তাহা কি আর বুঝিতে বাকী থাকে? টীকাতে 'হৃতং সত্ত্বং ধৈর্য্যং, চেতনা চৈতন্যং যস্য সঃ'। এইরূপ ব্যাখ্যা লেখা আছে। যখন এরূপ ব্যাখ্যা আছে তখন মূলের প্রকৃত পাঠ যে 'হৃতসত্ত্ব-চেতনঃ' তাহা কে না বুঝিতে পারে? মূলে হৃত শব্দ ও সত্ত্ব-শব্দ না থাকিলে কি তার টীকা হইতে পারে? মূল ও টীকার পরস্পর পাঠের অনৈক্য হইলে একের সংশোধন আবশ্যক হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় প্রসিদ্ধ শব্দ বা অর্থের সঙ্গতি দেখিয়া শোধন করিতে হয়। তাই মূলের 'ব্যাঘুট্যতাং' পদটী প্রসিদ্ধ বলিয়া উহা দ্বারা টীকার 'ব্যাঘুদ্যতাম্' পদটীর সংশোধন হইল। আবার 'মত্ত্ব' শব্দ অপ্রসিদ্ধ এবং 'হৃতমত্ত্ব' বা 'হৃতসত্ত্ব' বলিলে অর্থ ভাল হয় না, একারণ টীকা দ্বারা মূলস্থ 'হৃতমত্ত্ব' শব্দের সংশোধন হইল।

ভুল নং ২৬, পৃ. ৫৫, পং ১৩, অশুদ্ধ অর্দ্ধরার্ত্রে, শুদ্ধ অর্দ্ধ-রাত্রে। ভুল নং ২৭, পৃ. ৫৮, পং ২, অশুদ্ধ দৃশে, শুদ্ধ দৃশে। ভুল নং ৩৪, পৃ. ৮২, পং ৪, অশুদ্ধ মূর্দ্ধ্নানং, শুদ্ধ মূর্দ্ধানং। ভুল নং ৩৭, পৃ. ৯০, পং ১৯, অশুদ্ধ চৈতান্যা, শুদ্ধ চৈতন্যা।

এই চারিটী ভুলের প্রথমটীতে একটী ´ এইরূপ রেফ বেশী, দ্বিতীয়টীতে একটী 'দ' বেশী, তৃতীয়টীতে একটী '্ন' এবং চতুর্থ-টীতে একটী আকার বেশী। কিন্তু 'রাত্র,' 'ঈদৃশ' 'মূর্দ্ধন্' ও 'চৈতন্য' শব্দ এতই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ এবং অশুদ্ধ শব্দ গুলি এতই অপ্রসিদ্ধ ও অনর্থক যে ঐ কয়েকটী অক্ষর বৃদ্ধিতে ছাত্রদিগের কোন ক্ষতিবৃদ্ধিরই সম্ভাবনা নাই।

ভুল নং ৩৯, পৃ. ৯২, পং ১৬, অশুদ্ধ পরিবেদিনঃ, শুদ্ধ পরি-দেবিনঃ।

এস্থানে মূলে (পং ১) আছে 'পরিদেবিনঃ,' টীকা 'পরিবেদিনঃ—বিলাপিনঃ'। মূলে যখন 'পরিদেবিনঃ'ই আছে এবং টীকাতে যখন তাহারই অর্থ 'বিলাপিনঃ' দিবার কারণ পাঠ ধরা হইয়াছে, তখন পাঠ ধরাতে 'পরিবেদিনঃ' শব্দে যে 'ব'কার ও 'দ'কারের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, ইহা কে না বুঝিতে পারে ?

ভুল নং ৩৮, পৃ. ৯১ (সংশোধক মহাশয়ের ভুলে ৮১), পং ৩, অশুদ্ধ লাষ্যানাং, শুদ্ধ লাষাণাং। ভুল নং ৪১ ও ৪২, পৃ. ৯৫, পং ২ ও ১৪, অশুদ্ধ চংক্রম্যমানঃ, শুদ্ধ চংক্রম্যমাণঃ। এই তিনটীতে ণত্বের ভুল আছে। যাঁহারা উপক্রমণিকার ণত্ববিধায়ক ৭৮ ও ৭৯ সঙ্খ্যক সূত্র দুইটীর মর্ম্ম অবগত আছেন তাঁহারাও শিক্ষকের সাহায্যব্যতিরেকেই এই ভুল সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতেই বলিতেছিলাম, প্রুফ্ দেখার দোষে যে ১৪টী ভুল হইয়াছে তাহার মধ্যে ১০টীর দ্বারা ছাত্রদিগের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তবে উহাতে আমাদিগকে কিছু লজ্জিত হইতে হইতেছে বই কি ?

ভুল নং ২৯, পৃ. ৭২, পং ১৬, অশুদ্ধ দাক্ষিণা, শুদ্ধ দক্ষিণা।

৩ নং টীকাতে অগ্নি পাঁচটীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে, 'পঞ্চ অগ্নয়ঃ গার্হপত্যাহবনীয়দাক্ষিণান্বাহার্য্যাবসথ্যনামানঃ'। এস্থলে একটী আকারবৃদ্ধি হওয়ায় তৃতীয়াগ্নির নাম 'দক্ষিণ' না হইয়া 'দাক্ষিণ' হইয়া পড়িয়াছে। হইলই বা তাহাতে হানি কি ? উহা ভুল কেন হইবে ?

"স্বার্থিকপ্রত্যয়ান্তানি তদর্থান্যেব সর্ব্বদা।
তল্লিঙ্গবচনে লোকেঽতিবর্ত্তন্তে তু কুত্রচিৎ॥"

এই কারিকানুসারে যেরূপ পুত্র, রক্ষঃ, চোর, বাল, মনঃ, প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে পুত্রক, রাক্ষস, চৌর, বালক ও মানস প্রভৃতি স্বার্থ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সমানার্থক হয়, সেরূপ স্বার্থে অণ্‌প্রত্যয়ান্ত 'দাক্ষিণ' শব্দ আর 'দক্ষিণ' শব্দ একার্থক না হইবে কেন? সমালোচক মহাশয়দিগের **কেশবনন্দন** ত এবিষয়ে ঢালা হুকুম দিয়াছেন। "বিকারসংঘভাবেদংহিত-স্বার্থাদৌ"। বিকার, সংঘ, ভাব, ইদং, হিত এবং স্বার্থ প্রভৃতি অর্থ বুঝাইতে পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রত্যয় হয়। দুর্গাদাসও লেখেন, "স্বার্থোঽর্থানতিরিক্তঃ"। স্বার্থ অর্থাৎ প্রকৃতির যে অর্থ সেই অর্থ, তাহা হইতে ভিন্ন নয়। যদি একার্থই হয়, তবে 'দাক্ষিণ' শব্দের প্রয়োগ আর 'দক্ষিণ' শব্দের প্রয়োগে বিশেষ কি, যে, একটী ভুল আর একটী শুদ্ধ হইবে?

তবে অবশ্যই স্বীকার করি যে 'দক্ষিণ' শব্দই প্রসিদ্ধ, তৃতীয় অগ্নি বুঝাইতে 'দক্ষিণ' শব্দই সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অকারণ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু এ দেশীয় লোক যে তদ্ধিতপ্রত্যয় করিতে বড়ই ভাল বাসে, ইচ্ছা না থাকিলেও স্বভাবের দোষে বা গুণে তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত পদ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, একথা সমালোচক মহাশয় না জানিতে পারেন, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কিন্তু তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। আমরা ঐরূপ প্রয়োগ করিলে কেহ কিছু বলিতে না পারে এই ভাবিয়াই যেন 'রাম না হইতে রামায়ণ রচনা'র ন্যায় দূরদর্শী ভগবান্ পতঞ্জলি বহুকাল পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন যে "প্রিয়তদ্ধিতাঃ দাক্ষিণাত্যাঃ। যথা লোকে বেদে চেতি প্রয়োক্তব্যে যথা লৌকিকবৈদিকেষ্বিতি প্রযুঞ্জতে॥" প্রত্ন-

কত্রনন্দনরা কি বলিবেন জানি না। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি যে আমরা পতঞ্জলির নিকট 'দথ্ণ'ই বটি।

আর এক কথা, 'ঔচিত্যানৌচিত্যের' সহিত 'শুদ্ধাশুদ্ধের' অনেক তফাৎ। কেবলমাত্র অনৌচিত্যের উপর নির্ভর করিয়া যদি কেহ ঝুঁটো রত্নমণিমাণিক্যের সহিত তাঁহার শীর্ষস্থিত কমলকেও অবজ্ঞা করেন, তবে তাঁহাকে কি কেহ বিজ্ঞ বলিবে না অজ্ঞ বলিবে?

আমরা ত 'বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন তথাপি বড়পণ্ডিত', আমাদের বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, চক্ষু মন্দ, আমরা লিখিতে গেলেই নানারকমের ভুল করিয়া বসি, অথচ "পীড়ার দোহাই দিয়া নিষ্কলঙ্ক যশঃশশধর রাহুগ্রাস (বা যার গ্রাস হউক) হইতে রক্ষা" করিবার চেষ্টা করি, তাহা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু যাঁহারা পরের দোষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে বড়ই মজবুৎ, পাঠকগণ বলুন দেখি তাঁহাদের যদি কোনরূপ অসামাল হইয়া পড়ে ত সে কত দুঃখের কথা, কত পরিতাপের বিষয়!

সত্যের খাতিরে অতি কুণ্ঠিত হইয়া এস্থলে সমালোচক মহাশয়ের (সব নয়), গুটীকতক বর্ণাশুদ্ধি ভুল দেখাইতে বাধ্য হইলাম। সম্পাদকীয় স্তম্ভে "কিমু তত্র চতুষ্টয়ং" এই শ্লোকাংশটী দুইবার তুলিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দুইবারই 'কিমুতএ' হইয়া পড়িয়াছে। প্রবেশিকা ৮২ পৃ. ৪ পংক্তিতে 'মূর্দ্ধানং' আছে, সমালোচক মহাশয় ৩৪ নং ভুলে 'মূর্দ্ধ্নানং' করিয়া বসিয়াছেন। ১১ নং ভুলে ১৭রকে ৭৭র করিয়া ফেলিয়াছেন। ৩৮ নং ভুলে ৯১ই কে ৮১শি করিয়া বসিয়াছেন; যদিও পত্রাঙ্ক যথাক্রমে দেওয়া হইয়াছে, ৯০, ৯২এর মধ্যে ৮১

কেন আসিল, তাহা একবার মনেও উদয় হইল না, ইহা কি কম দুঃখের কথা! ৩১ নং ভুলে 'রথন্ত' ভুল দেখাইয়া 'রথন্ত'ই শুদ্ধ রাখিয়াছেন। যদি বলেন 'রথন্তু' শুদ্ধ করা হয়. কোন কোন পত্রিকায় উকার উঠে নাই, তাহা হইলে আমাদের কোন কথাই নাই; "আপনার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে পরের বেলা!"

তাহাতেই বলিতেছিলাম যে, "একবার পড়িয়া"ই 'প্রবেশিকা'য় যিনি ৪২টী বর্ণাশুদ্ধি দেখিতে পান (!), এরূপ তীব্রদৃষ্টি, সাবধান, সতর্ক লোকেরও যখন ভুল ধরিতে গিয়া ভুল হইয়া পড়ে, তখন আমাদের মত অসাবধান মুখ্‌খুশুক্কু লোকের ভুল হওয়া অসম্ভব কি? প্রকৃত কথা বলিতেই বা দোষ কি, সংস্কৃত গ্রন্থ অতীব পবিত্র, পবিত্র লেখনী দ্বারাই ইহার একালপর্য্যন্ত সংস্কার হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে যবনগ্রস্ত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, প্রেসে পিষ্ট হইতেছেন, মুদ্রিত হইয়া পড়িতেছেন,—এজন্যই হউক আর যে জন্যই হউক ইঁহার আর সে বিশুদ্ধিটুকু নাই। একালপর্য্যন্ত যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে একখানিও বিশুদ্ধ ও নির্ভুল নহে (!), ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এমত অবস্থায় কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর বর্ণাশুদ্ধি বাহির করিয়া এত আড়ম্বর করার আবশ্যক কি ছিল? থাকিলেই বা সাধারণে কি বলিবে? তাহা কি একবার ভাবা উচিত ছিল না?

পরিশেষে একটা কথা বলিয়া এ কাণ্ডটী শেষ করি। সমালোচক মহাশয় ৩২ নং ভুলে (৭৫ পৃ, ৪ পং) 'ধনেশ্বর' ভুল

বলিয়া 'ঘনেশ্বর' করিয়াছেন। 'ধনেশ্বর' শব্দটী এই শ্লোকের মধ্যে আছে,—

"উপাসত সদৈবৈনং কুরবঃ কিঙ্করা যথা।
সর্ব্বে চ রাজন্, রাজানো ধনেশ্বরমিবামরাঃ ॥"

(কুরুরা কিঙ্করের ন্যায় সর্ব্বদাই ইঁহার (যুধিষ্ঠিরের) উপাসনা করিতেন। হে রাজন্, দেবতারা যেরূপ কুবেরের উপাসনা করিতেন, সকল রাজারাও ইঁহার সেইরূপ উপাসনা করিতেন।) প্রকৃত কথা বলিতে লজ্জা কি, 'ধনেশ্বর'কে 'ঘনেশ্বর' কেন করিলেন, এ প্রশ্নটী উত্থাপন করিতেই প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছে। যখন একজন সম্পাদক তীব্রস্বরে সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্যই ঠিক্, আমারই বুঝিবার ভুল, এই ভাবিয়া অনেক পুঁথিপত্র ঘাঁটিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। 'ঘনেশ্বর' শব্দ কোন অভিধানে নাই, কোন গ্রন্থে নাই (অবশ্য আমরা যাহা দেখিয়াছি), সুতরাং 'ঘনেশ্বর' শব্দের এখানে কি অর্থ হইবে, কিরূপে স্থির করিব? পক্ষান্তরে, আমরা যে কয়েকখানি মহাভারত দেখিলাম সকলগুলিতেই 'ধনেশ্বর' পাঠই আছে। 'ধনেশ্বর' শব্দের যে প্রসিদ্ধ অর্থ 'কুবের', তাহা এস্থানে উত্তমরূপ সঙ্গত হইতেছে। সমালোচক মহাশয় কুবেরকে দেবতাদিগের উপাস্য বলিতে সঙ্কুচিত হন না কি? তাঁহারা কি কুবেরকে আমাদের মত একজন নকড়া ছকড়া লোক মনে করেন? আমাদের যেরূপ সংস্কার আছে, তাহা যদি ভুল না হয় তাহা হইলে বলিতে পারি যে, কুবের, অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র অপেক্ষাও কিছুতেই

কম নন। ইন্দ্র একজন লোকপাল, কুবেরও এক জন লোকপাল; ইন্দ্রের স্থান স্বর্গ, কুবেরের স্থান কৈলাস; (বলা বাহুল্য এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বেও পর্ব্বতপ্রদেশ বিশেষতঃ কৈলাস সহর অপেক্ষা অধিক আদরণীয় ছিল)। স্বর্গে ইন্দ্রের অমরাবতী নামে পুরী আছে, কৈলাসে কুবেরেরও অলকানামক পুরী আছে। অলকাপুরী অমরাবতী অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন নয়, রামায়ণে আছে,—

"ধনেশ্বরস্তথ পিতৃবাক্যগৌরবাৎ
ন্যবেশয়চ্ছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভবনবরৈর্বিভূষিতাং
পুরন্দরঃ স্বরিব যথামরাবতীম্॥" উ. কা. ১১স.

ইন্দ্রের উদ্যান নন্দন, কুবেরের উদ্যান চৈত্ররথ। দেবগণ সময়ে সময়ে ইন্দ্রকেও স্তব করিতেন, কুবেরকেও স্তব করিতেন;—

"স দেবগন্ধর্ব্বগণৈরভিষ্টুত-
স্তথাপ্সরোনৃত্যবিভূষিতালয়ঃ।
গভস্তিভিঃ সূর্য্য ইবাবভাসয়ন্
পিতুঃ সমীপং প্রযযৌ স বিত্তপঃ॥"

রামায়ণ. উ. কা. ৩স.

এই কারণেই বলিতেছিলাম যে কুবের ইন্দ্র অপেক্ষা কিছুতেই কম নহেন ও দেবতাদিগেরও উপাস্য বটেন।

'সুরভি'লেখক মহাশয় যদি এসব না জানেন তাহা হইলে ধনেশ্বরের উচ্ছেদ করাতে আমাদিগের কোন কথাই নাই। কিন্তু যদি তাঁহার জানা থাকে, তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়া 'ধনেশ্বরের' পদে একজন অজ্ঞাতকুলশীল 'ধনেশ্বর'কে বসাইয়া

ব্যাসদেবকেও অপদস্থ করিতে চেষ্টা করা কতদূর সদ্বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, তাহা পাঠকমহাশয়রাই বিবেচনা করুন। এবং ঐ সঙ্গে ইহাও যেন একবার ভাবিয়া দেখেন যে, এই সকল অসম্বদ্ধ কি করিয়া কে ছাত্রদিগের মাথা খাইতেছে। এই উপলক্ষে আমার একটী শ্লোক মনে হইল। গদাধর ভট্টাচার্য্য 'অবয়ব' গ্রন্থে 'ঘটশব্দো গুণঃ' প্রতিজ্ঞা (proposition) বাক্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সহজে সঙ্গত না হওয়ায় কোন একজন পণ্ডিত, গদাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র ঘনশ্যাম বিদ্যালঙ্কারকে উপলক্ষ করিয়া এই শ্লোকটী পাঠ করেন ;—

"ঘটশব্দো গুণঃ, অবয়বে কেন ?
কি লিখেছে বাপে, ঘনোর মাথা কাঁপে।"

দ্বিতীয় কাণ্ড।

ব্যাকরণ ভুল।

২৯শে শ্রাবণের 'সুরভি'তে "সংগ্রহে আবার ব্যাকরণ ভুল কি ?" উহা অসম্ভব হইলেও আমাতে সকলই সম্ভব এই মর্ম্মে প্রস্তাবনা করিয়া ১৮টী ব্যাকরণ ভুল প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩,১৪,১৫ নম্বরের ভুল তিনটী বর্ণাশুদ্ধি কাণ্ডে ৩৮, ৪১ ও ৪২ নম্বরে একবার দেখান হইয়াছে। এক মুর্গী দুই জায়গায় জবাই করা গোচ্ এখানে আবার ঐ তিনটী ভুল তুলিয়া ভুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন কেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির

অগম্য। ঐ ঐ ভুল গুলির সম্বন্ধে প্রকৃত কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার পুনরুক্তি করিব না। বাকী ১৫টী ভুলের বিষয়ে কয়েকটী প্রকৃত কথা কহিতেছি। পাঠকগণ, সম্পাদক মহাশয় প্রথম তিন নম্বর ভুল লইয়া বড়ই আস্ফালন করিয়াছেন, বড়ই ঠাট্টা করিয়াছেন, বড়ই বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা কেবল বাল্যবিজৃম্ভিত চাঞ্চল্য ও ঔদ্ধত্যের বিকাশকমাত্র; অকারণ মান্যজনাবমাননা, ধৃষ্টতা ও অশিষ্টতার উদাহরণ মাত্র; উপক্রমণিকৈকপরায়ণতার পরিচায়কমাত্র। ওজন্য আর কাকে কি বলিব? উহা কালের দোষ, আর কলির দোষ, যাই বলুন। ঐ তিনটী সমালোচনাতে যে কিছুমাত্র সার নাই তাহা এখনই বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছি। প্রার্থনা, একটু সময় দিউন, একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শুনুন।

ভুল নং ১, পৃ. ৭৭, ২ নং ফুট্‌নোট্, "গাঃ সন্তি"। সবটুকু ফুট্‌নোট্ এই;—"সংখ্যানং—সর্ব্বা এব গাঃ সন্তি নবেত্যনুসন্ধানার্থং গণনং, রক্ষণমিতি ফলিতার্থঃ।" এখানে 'সন্তি' ক্রিয়া। তাহার কর্ত্তা 'গাঃ'। 'গো'শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'গাঃ' নহে 'গাবঃ' হইবে, আমরা ব্যাকরণ না জানার দরুণ 'গাঃ' লিখিয়া এই ভুল করিয়াছি, ইহাই সমালোচনার তাৎপর্য্য।

দোহাই পাঠকগণ, দোহাই, যতটুকু ব্যাকরণ জানিলে 'গো' শব্দের প্রথমার বহুবচনে কি পদ হয় জানা যায়, তাহা আমাদের জানা আছে, এপর্য্যন্ত ভুলি নাই, ভুলি নাই; তাহার প্রমাণ দিতেছি, লইয়া বিচার করুন। দেখুন দেখি, যে প্রস্তাবে ২৭ শ্লোকের টীকা করিতে গিয়া আমরা 'গাবঃ'র অঙ্গচ্ছেদ করিয়া গরু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, সেই প্রস্তাবেই

৩৯ শ্লোকে "অনেন বিজিতা গাবঃ" ও ৪৫ শ্লোকে "মোচিতো ভীমসেনেন গাবশ্চাপি জিতাস্তথা" আছে কি না? কেবল তাহাই নহে, ঐ স্থানেই (৩নং টীকাতে) দেখুন দেখি "তেনৈব গাবোঽপি প্রত্যাহৃতাঃ" আমরা লিখিয়াছি কি না?

একপক্ষে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন তিনটী 'গাবঃ' সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত, পক্ষান্তরে অঙ্গবিকল একটী মাত্র 'গাঃ'। পাঠকগণ, এক্ষণে বলুন দেখি, কোন পক্ষের সাক্ষীর উপর নির্ভর করা উচিত? বলুন দেখি, সংগ্রহকারদিগকে বা গুরুকে গরু বানাইবার উদ্দেশে এরূপ ভাল ভাল সাক্ষী সরেজমিনে উপস্থিত থাকিতেও তাহাদিগকে গোপন করিয়া আপনাদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টিপ্রক্ষেপের চেষ্টাকরাটী সম্পাদকমহাশয়ের উচিত কার্য্য হইয়াছে কি?

আচ্ছা, এস্থানে এরূপ সমালোচনা করিলে কি হইত না? 'যখন এই প্রবন্ধেই দুই তিনটী স্থানে 'গাবঃ' পদ আছে দেখা যাইতেছে, তখন এখানেও 'গাবঃ' ছিল, 'ব' অক্ষরটী কোন কারণে পড়িয়া গিয়াছে বলিতে হইবে'। যদি বলেন তাহাতে গালি দেওয়া হয় কৈ? তাহা হইলে না হয় আরও একটু সন্দর্ভ যোগ করিয়া দিউন—'চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, নামসম্ভ্রম আছে, লাভ আছে, তবে এরূপ অক্ষরই বা পড়িয়া যায় কেন? সাবধান না হওয়া হয় কেন? অতএব আমরা অবশ্যই সংগ্রহকারদিগকে এজন্য দোষ দিব, দিবই দিব'।

উপসংহারচ্ছলে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে,—"পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যতগুলি ব্যাকরণ হইয়াছে তাহার সবগুলির মতেই গো শব্দের প্রথমায় গৌঃ গাবৌ গাবঃ হয়। তবে মাহেশ ব্যাকরণে কি আছে জানি না।"

পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত যতগুলি ব্যাকরণ হইয়াছে, তাহার সবগুলিতেই সমালোচক মহাশয়ের যে অগাধ বিদ্যা, তাহা অনেকেই জানেন, এবং আমরাও এখনই প্রকাশ করিয়া দিব, নিজ মুখে তাহার পরিচয় দিয়া কষ্ট না পাইলেও হইত। মাহেশ ব্যাকরণে কি আছে জানা নাই! আহা তজ্জন্য দুঃখিত হইলাম, শীঘ্র শীঘ্র পাঠ সমাপন করিয়া সম্পাদকের কার্য্যে ব্রতী না হইয়া আর কিছুদিন অধ্যয়ন করিলেই, যেরূপ বুদ্ধির দৌড় ছিল, সব জানা হইত। যাহা হউক জানা নাই? আচ্ছা জানান্ দিতেছি।

মাহেশ ব্যাকরণ বলেন কি—এখানে 'গাঃ' কর্ত্তৃপদ কে বলিল? কর্ম্মপদও ত হইতে পারে। সন্দর্ভটী এই,—"সংখ্যানং—সর্ব্বা এব গাঃ সন্তি নবেত্যনুসন্ধানার্থং গণনম্." উহার অন্বয় এরূপও ত হইতে পারে,—সন্তি নবেত্যনুসন্ধানার্থং সর্ব্বা এব গাঃ (সচরাচর চলিত 'সর্ব্বাসাং গবাং') গণনং। এরূপ অন্বয় বিভিন্ন হইলেও ফলিতার্থে অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য নাই;—আছে কি না, অনুসন্ধান করিতে সকল গরুর গণনা করা, আর সকল গরু আছে কি না অনুসন্ধান করিতে গণনা করা, একই কথা। সকল গরু আছে কি না নির্ণয় করিতে গিয়া গণনা করিতেছে বলিলে যেরূপ গরুরই গণনা বুঝায়, সেরূপ আছে কি না নির্ণয় করিতে গিয়া গরুর গণন করিতেছে বলিলে গরুই আছে কি না, বুঝায়—এই শব্দশাস্ত্রের অবিসংবাদী সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিলে, পাঠকগণ হয়ত আপত্তিকারীকেও ঐ গণনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবেন।

তবে মাহেশ ব্যাকরণ জানা না থাকিলে ইহার উপর হঠাৎ দুইটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বটে। ১ম, এখানে 'গণনং' ক্রিয়াটী ভাবকৃদন্ত, ভাবকৃদন্তক্রিয়ার যোগে কর্ম্মের উপাদান থাকে না। ২য়, থাকিলেও কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তিই হইয়া যায়, যেমন 'শব্দানামনুশাসনং' 'গবাং দোহঃ' ইত্যাদি। কিন্তু বলিতে কি, এরূপ সামান্য কথার মীমাংসা করিতে মাহেশ ব্যাকরণ পর্য্যন্ত যাইতে হয় না, সমালোচকমহাশয়ের আলোচিত ব্যাকরণ কয়েকখানা হইতেই অনায়াসে ঐ আপত্তি নিবারিত হইতে পারে।

(১) "কর্ম্মোপাদানেঽপি ভাবে"। ক্রমদীশ্বর সূত্র।

(কর্ম্মের উল্লেখ থাকিলেও ভাববাচ্যে প্রয়োগ হয়।)

(২) "শেষে বিভাষা।—কেচিৎ অবিশেষেণ বিভাষামিচ্ছন্তি" সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

(কেহ কৃৎ প্রত্যয় যোগে অবিশেষে বিকল্পে ষষ্ঠী ইচ্ছা করেন।)

(৩) "কর্ত্তুর্বিভাষয়া কৈশ্চিৎ কর্ম্মণোঽপি তথেষ্যতে।" কারিকা

(কেহ বলেন, কৃৎপ্রত্যয় যোগে ষষ্ঠী কর্ত্তাতেই বিকল্পে হয়, কেহ বলেন, না, কর্ম্মেতেও বিকল্পে হয়।)

(৪) "অথাস্যানিত্যতা চ দৃশ্যতে।" সুপদ্ম।

(এই কৃৎপ্রত্যয় যোগে ষষ্ঠীর অনিত্যতাও দেখা যায়।)

পাঠকগণ দেখুন দেখি, এই সকল বৈয়াকরণিক নিয়মানুসারে ভাবকৃদন্তক্রিয়ার যোগেও কর্ম্মের উপাদান থাকিতে পারে কি না? এবং ঐ কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তির পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়া বিভক্তিও থাকিতে পারে কি না? এই সকল নিয়মের পোষকতায় কএকটী নজীরও তোলা যাইতেছে।

(১) শক্যঞ্চানেন শালিমাংসাদীন্যপি ব্রতয়িতুম্‌” । মহাভাষ্য।

(২) “কাং দিশং ন গন্তব্যম্‌” । কাদম্বরী।

(৩) “ধায়ৈরামোদমুত্তমম্‌।” ভট্টিকাব্য।

দেখুন দেখি উপরি প্রদর্শিত উদাহরণগুলিতে যথাক্রমে ভাবকৃদন্ত ‘শক্যং,’ ‘গন্তব্যং’ ও ‘ধায়ৈঃ’ ক্রিয়া থাকিলেও যথাক্রমে ‘শালিমাংসাদীনি,’ ‘দিশং,’ ও ‘আমোদং’—এই তিনটী কর্ম্মপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে কি না? এই এই উদাহরণের সহিত ‘গাঃ গণনং’ এর প্রভেদ কি আছে?

পতঞ্জলি হইতে বাণভট্ট ও ভট্টির সময় পর্য্যন্ত দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্মপদ থাকিতেও ভাবকৃদন্তের যে প্রয়োগ হইত তাহা দেখান গেল। তাহাতেও যদি এই আপত্তি তোলা হয় যে ও সকল old custom, old আইন, ওসকল এখন রহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে সমালোচক মহাশয়দিগের একমাত্র অবলম্বন পূজ্যপাদ ভিষক্‌রাজের কম্পাউণ্ডার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, সত্যের অনুরোধে সমালোচক মহাশয়দিগের কিছুমাত্র খাতির না রাখিয়া কি বলিয়াছেন দেখুন,

“ল্যভাবক্তান্ত্যণকসঢে যে বা।”

ভগবান্‌ ভিষক্‌রাজ বেশী বলিবার লোক ছিলেন না, তিনি এই সূত্রে নানাপীড়ার প্রযোজ্য মকরধ্বজের ন্যায় সামান্যতঃ একটী ‘বা’শব্দের বিধান দিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অনুপান ফের্‌ফার্‌ করিয়া সেই ‘বা’কে (বাহবা কি বাহবা!) নানাদোষে ব্যবস্থা করিয়া পরিশেষে ত্রিদোষপ্রাপ্ত সংগ্রহকারদিগের চক্ষুরোগের প্রতিকার করিবার জন্যই যেন, ব্যবস্থা করিতেছেন,—

"সকর্ম্মকধাতোঃ কর্ম্মণি বিদ্যমানেঽপি কৃৎপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ ইতি ভাষ্যাদীনাং মতম্। তেন

(১) 'ন লগ্নমিন্দুঞ্চ গুরুং নিরীক্ষ্যতে,

ন বা শশাঙ্কং রবিণা সমাগতম্' ইতি দীপিকা।

(২) 'ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলম্' ইতি।

(৩) 'ময়া কাং দিশং বা ন গন্তব্যম্' ইতি।

(৪) 'সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বক্তব্যং বাঽসমঞ্জসম্' ইত্যাদি সিদ্ধম্।

এষু চ ভাবপ্রত্যয়ানামনুক্তে কর্ম্মণি পূর্ব্বেণ নিত্যপ্রাপ্তৌ কর্ত্তরি চানেন বিকল্পেন প্রাপ্তৌ নিষেধঃ।"

উপরি উক্ত সন্দর্ভে ব্যাকরণকেশরী দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাষ্যকার প্রভৃতির দোহাই দিয়া নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন যে ভাবকৃদন্তক্রিয়ার যোগেও কর্ম্মপদ উপাদান থাকিতে পারে, এবং ঐ কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তিও থাকে। মহারাজ জুমরনন্দী, এবিষয়ে বাভট ও পশুপতিরও সম্মতি আছে, জানাইয়াছেন; তিনি লেখেন—"ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলম্ ইতি বাভটপশুপতিভ্যাং ব্যাখ্যাতম্।" গোয়ীচন্দ্র আবার বলেন, কেবল ভাবকৃদন্ত কেন, ভাবতিঙন্তস্থলেও ভাগবৃত্তিকারের মতে কর্ম্মের উপাদান থাকিতে পারে। "তথাচ, গম্যতে গ্রামং বিপ্রেণেত্যাদাপি ভাবে ভবতীতি ভাগবৃত্তিকৃতোক্তম্।" তাহাতেই বলিতেছিলাম 'গাঃ সন্তি' এই সন্দর্ভে ব্যাকরণ ভুল নাই, এবিষয়ে বৈয়াকরণদিগের মতভেদ নাই, সুতরাং এজন্য

মাহেশ ব্যাকরণ পর্য্যন্ত যাওয়া অনাবশ্যক। যে কোন একখান ব্যাকরণ পড়িলেই (অবশ্য একটু ভাল করে পড়িলেই) জানা যায়।

ভুল নং ২, পৃ. ৫৩, ২ নং ফুট্‌নোট্‌, "লোকাঃ ... ধর্ম্মৈঃ অলঙ্ক্রিয়তে।" 'লোকাঃ' প্রথমার বহুবচনের পদ, "সুতরাং ক্রিয়াটা বিশ্বের বিদ্যালয়েরা যাই করুন, আমাদের মতে বহুবচনান্ত হইলে শুদ্ধ হইত। তাহা হইলে 'অলঙ্ক্রিয়তে' না হইয়া 'অলঙ্ক্রিয়ন্তে' হওয়া উচিত ছিল। এই 'অলঙ্ক্রিয়তে'-টাও কি মাহেশ ব্যাকরণ মতে?"

একবচনান্ত হইলে শুদ্ধ হউক আর না হউক সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বহুবচনান্ত হইলে যে শুদ্ধ হইবে, এবিষয়ে কাহারই আপত্তি নাই। যাঁহারা সংস্কৃত, সংস্কৃতই বা কেন, যে কোন ব্যাকরণ, ব্যাকরণই বা কেন, যে কোন ভাষার কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারা (অবশ্য পশুপক্ষি প্রভৃতি জন্তু ভিন্ন) সকলেই বলিবেন যে, বহুবচনান্ত হইলে শুদ্ধ হইত, তজ্জন্য বহুমূল্য বিশ্বমান্য "আমাদের (সমালোচক মহাশয়দের) মতে বহুবচনান্ত হইলে শুদ্ধ হইত" এই authorityটী quote করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতাই ছিল না।

কিছু দিন হইল, তারিখ মনে নাই, কোন এক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী কাগজের ইংরেজ সম্পাদক এইরূপ ক্রিয়া কারকের বিভিন্ন বচন হঠাৎ করিয়া বসিয়াছিলেন। ঠিক মনে নাই, 'সুরভি'-সম্পাদকই হউন, বা তৎসমানধর্ম্মা অন্য কোন মহানুভবই হউন, ঐ ভুল ধরিয়া সমালোচনা করায় সম্পাদক এই মর্ম্মে উত্তর দেন যে "বাক্য-রচনাশাস্ত্রের প্রথম নিয়ম—ক্রিয়া কারকের সমান বচন হওয়া আবশ্যক—তাহা আমরা জানি না বলিয়া যদি কেহ বিশ্বাস

করেন, এবং তজ্জন্য আমাদিগকে দোষী করিতে বাসনা করেন, করুন, আমরা তাহাতে কোন আপত্তিই করিব না।”

আমিও তদনুবর্ত্তী হইয়া আপাততঃ কবুল জবাব দিতেছি, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি,—এ বিষয়ে আমি দোষী, এজন্য আমাকে মুখ্‌খু, মহামুখ্‌খু, মহামহামুখ্‌খু বলিতে হয় বলুন, ছয়-মাস ফাঁসি দিতে হয় দিউন, আমি সমুদায় অবনতমস্তকে অঙ্গীকার করিব।

পুরাকালে সংস্কৃত-সাহিত্য-সংসার যেমন সূত্র-শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, যেমন নিয়মাধীন ছিল, এক্ষণে তেমনই বিশৃঙ্খল, তেমনই অনিয়ম হইয়া nonregulation province হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে আর প্রাচীন আইন কানুনের (নিয়ম সূত্রের) আদর নাই, সচরাচর practice (প্রয়োগ) দেখিয়াই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। Practice সম্বন্ধে এক আধখানি ছোট খাট পুস্তক (মনে কর যেমন উপক্রমণিকা) মুখস্থ করিতে পারিলেই বিচারকপর্য্যন্ত হওয়া যায়, কিন্তু বিচারকের বিদ্যা চারি পোয়া টন্‌টনে হওয়া চাই। এখানে আজকাল ইল্‌বার্ট বিল প্রচলিত হইয়াছে, কালা আদ্‌মীও শ্বেতাঙ্গদিগের বিচার করিতে পারেন, ধাঙ্গড়েও বিচারকের আসনে উপবেশন করিতে সঙ্কুচিত হয় না। এখানে গুণের পক্ষপাত করা দূরে থাকুক, উল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে নাই। বিন্দুমাত্র ত্রুটীকেও সিন্ধু করিয়া তোলা হয়। যে সংসারে ইতিপূর্ব্বে ম্লেচ্ছের প্রবেশাধিকারও ছিল না—বলিতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়, চক্ষে জল আসে, মস্তক অবনত হয়,—সেই খানে এখন ম্লেচ্ছই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা

হইয়া পড়িয়াছেন; Max Muller বেদব্যাসের আসন অধিকার করিয়াছেন; মনুর পরিবর্ত্তে Mayneই main ব্যক-স্থাপক হইয়াছেন; পতঞ্জলির যোগাসনে Colonel Olcott প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; বাবাজীর কার্য্য মা-জী বা Madam করিতেছেন; শঙ্করের কিঙ্করত্ব স্বীকার করিতে আর কেহই রাজী নন, ইচ্ছানুসারে নব নব বিধান করিয়া লইতেছেন। এখানে আর অলঙ্কারের দরকার নাই, simple বেশই বেশ্ হইয়াছে। ম্লেচ্ছ-ভাষা না জানিলে আজ কাল আর প্রকৃত পণ্ডিত হওয়া যায় না, অধ্যাপক হওয়া যায় না, প্রকৃত শিক্ষাই হয় না, অন্তঃকরণ মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হয় না, মন্তব্য প্রকাশ করিবার ক্ষমতা জন্মে না—অধিক কি, ম্লেচ্ছ ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে সংস্কৃতের অর্থই ভাল বুঝা যায় না—স্থির হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ব্যাস বাল্মীকি আসিলেও কলিকা পাইতেন না, তাঁহাদিগকেও ম্লেচ্ছভাষাভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞদিগের নিকট outvoted হইতে হইত। এখানে কাহারই খাতির নাই, কাহারই উপরোধ অনুরোধ নাই, nonregulation province হইলেও "দোষা বাচ্যা গুরোরপি" এই রুলটীর প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। এখানে আপিল্ নাই, প্রথম আদালতের বিচারই চূড়ান্ত, কোন উচ্চদরের বিচারকের নিকট প্রার্থনা করিয়া রুল বাহির করিতে না পারিলে হাইকোর্টেও তাহাই অক্ষুণ্ণ থাকে। এ অবস্থায় সাধারণের যাহা বিশ্বাস ও সংস্কার আছে, তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম করিলেই (তাহা জ্ঞানকৃতই হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক, লঘুই হউক বা গুরুই হউক), আর নিস্তার নাই, সংবাদ পাইলেই খোদ্ মহারাণী ফরিয়াদী হইয়া আসা-

মীকে হাজতে পাঠান হয়, সরাসরি বিচার দ্বারাই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা বিধান হয়। নিয়ম-বহির্ভূত হইলেও judgment সাধারণের গোচর করা হয়। এ অবস্থায় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলিবার যো নাই। তাই কবুল জবাব দিয়া মৌনাবলম্বন করাই শোভন বোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম সমালোচক মহাশয় যেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, "এই 'অলঙ্ক্রিয়তে' টাও কি মাহেশ ব্যাকরণ মতে?"

তাঁহার অন্তরে যে ভাবই থাকুক না কেন, আমি তাঁহার সদভিপ্রায় মনে করিয়াই, প্রকৃত কথাটী বলি।

এখানকার 'অলঙ্ক্রিয়তে' পদটীতে ব্যাকরণ ভুল নাই, নাই, নাই; তবে এরূপ প্রয়োগ সচরাচর দেখা যায় না বলিয়া হয় ত কেহ কেহ আলঙ্কারিকাভিমানী এখানে 'অপ্রযুক্ততা' দোষ আছে বলিতে পারেন। কিন্তু ইহা এখানকার বিচার্য্য বিষয় নহে, একারণ এসম্বন্ধে কোন কথা বলা অনাবশ্যক; তাহা না হইলে হয়ত মহাভাষ্যকারকে মুরব্বি ধরিয়া বলিতাম যে, এরূপ স্থলে অপ্রযুক্ততা দোষ হয় না। যখন এরূপ প্রয়োগ দুই চারিটী আছে (এখনই প্রদর্শিত হইবে), তখন আর অপ্রযুক্ত কই হইল? মহাভাষ্যকার তর্ক করেন "যদুচ্যতে সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি। যদি সন্তি নাপ্রযুক্তাঃ, অথাপ্রযুক্তাঃ ন সন্তি। সন্তি চাপ্রযুক্তাশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্।" তিনি আবার বলেন, জানা না থাকে, জানিবার নিমিত্ত চেষ্টা কর। শব্দ-প্রয়োগের সীমা নাই, দেশ অসংখ্য, শাস্ত্রও অসংখ্য; কোন্ দেশে বা কোন্ শাস্ত্রে কোন্ শব্দের প্রয়োগ আছে বা না আছে না

জানিয়া শুনিয়া অপ্রযুক্ততা দোষ বলা কেবল সাহসের কর্ম্ম। তাঁহার লেখা এই,—

"সর্ব্বে দেশান্তরে। সর্ব্বে খল্বপ্যেতে শব্দা দেশান্তরেষু প্রযুজ্যন্তে। নচৈবোপলভ্যন্তে। উপলব্ধৌ যত্নঃ ক্রিয়তাম্। মহান্ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। সপ্তদ্বীপা বসুমতী, ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারো বেদা ··· ··· ··· এতাবন্তং শব্দস্য প্রয়োগবিষয়মননুনিশম্য সন্ত্যপ্রযুক্তা ইতি বচনং কেবলং সাহসমাত্রমেব"। সে যাহা হউক, এস্থলের বিচার্য্য বিষয় হইতেছে 'অলঙ্ক্রিয়তে' পদে ব্যাকরণ ভুল আছে কি না? ইহাই ইষু হইয়াছে। ঐ বিষয়েই কিছু প্রমাণ প্রয়োগ দেওয়া যাইতেছে।

"শক্যমোষধিপতের্নবোদয়াঃ
কর্ণপূররচনাকৃতে তব।
অপ্রগল্‌ভযবসূচিকোমলা-
শ্ছেত্তুমগ্রনখসংপুটৈঃ কয়াঃ॥"

পাঠকগণ একবার দেখুন দেখি, "করাঃ শক্যং" এই বাক্যের সহিত "লোকাঃ অলঙ্ক্রিয়তে" বাক্যের কি তফাৎ আছে? ওখানে 'শক্যং' ক্রিয়াটী কর্ম্মবাচ্যে একবচনান্ত, উহার কর্ম্ম 'নবোদয়াঃ' প্রথমাবহুবচনান্ত। এখানেও 'অলঙ্ক্রিয়তে' ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যে একবচনান্ত, কর্ম্ম 'লোকাঃ' প্রথমাবহুবচনান্ত। বরং 'গোদের উপর বিষফোঁড়া' গোছ্ পূর্ব্ববাক্যে 'শক্যং করাঃ' এরূপ লিঙ্গভেদও আছে।

পাঠকগণ 'শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল' মনে করিয়া আমার এই সাক্ষীটিকে অগ্রাহ্য করিবেন না। ইহার সাধুতারিষয়ে বামনাচার্য্য কি বলিতেছেন দেখুন;—

"শক্যমিতি রূপং বিলিঙ্গবচনস্যাপি কর্ম্মাভিধায়াং সামান্যোপক্রমাৎ। শকেঃ 'শক্তিসহোশ্চ' ইতি কর্ম্মণি যতি কৃতে শক্যমিতি রূপং ভবতি। বিলিঙ্গবচনস্যাপি বিরুদ্ধলিঙ্গবচনস্যাপি কর্ম্মাভিধায়াং কর্ম্মবচনে সামান্যোপক্রমাৎ বিশেষানপেক্ষায়ামিতি। অত্র ভাষ্যকৃদ্বচনং লিঙ্গং। যথা,—'শক্যঞ্চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্'। নচৈকান্তিকঃ সামান্যোপক্রমঃ। তেন 'শক্যা ভঙ্‌ক্তুং ঝটিতি বিসিনীকন্দবচ্চন্দ্রপাদাঃ' ইত্যপি ভবতি॥"

বামনাচার্য্য এস্থলে ভাষ্যকারের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া একটী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, যদি প্রথমতঃ কর্ম্মবিশেষের বিবক্ষা না করিয়াই সামান্যতঃ কর্ম্মবাচ্যে ক্রিয়ার উল্লেখ করা যায়, তাহার পরে ঐ ক্রিয়ার কর্ম্ম কে বলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ কর্ম্মের উপাদান করা যায়, তাহা হইলে কর্ম্মপদের, ক্রিয়ার সহিত লিঙ্গ বা বচন বিভিন্ন হইলেও, কোন ক্ষতি হয় না। এই জন্যই 'শক্যং' ক্রিয়া একবচনান্ত ও ক্লীবলিঙ্গ হইলেও 'করাঃ' কর্ম্মপদটী বহুবচনান্ত ও পুংলিঙ্গ হওয়াতে কোন দোষই হয় না। কিন্তু যখন প্রথমতঃই কর্ম্মবিশেষের বিবক্ষা করা হইবে, তখন লিঙ্গবচনাদি এক হওয়া আবশ্যক, যেমন "শক্যা ভঙ্‌ক্তুং ঝটিতি বিসিনীকন্দবচ্চন্দ্রপাদাঃ" এই উদাহরণে "চন্দ্রপাদাঃ শক্যাঃ" হইয়াছে। কেবল একজন বামনের কথাতে নির্ভর করিতে সাহস না হয়, বৈয়াকরণকেশরী কৈয়টের মত কি, দেখুন;—তিনি "শক্যঞ্চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুং" এই মহাভাষ্যসন্দর্ভের উপর লেখেন,—"শক্যঞ্চানেনেতি শকেঃ

কর্ম্মসামান্যে লিঙ্গসর্ব্বনামনপুংসকযুক্তে কৃত্যপ্রত্যয়ঃ। অতঃ পদান্তরসম্বন্ধাদুপজায়মানমপি স্ত্রীত্বং বহিরঙ্গত্বাৎ অন্তরঙ্গসংস্কারং ন বাধতে ইতি শক্যং ক্ষুদিত্যুক্তম্। যদা তু পূর্ব্বমেব বিশেষ-বিবক্ষা তদা শক্যা ক্ষুদিতি ভবত্যেব"। অর্থাৎ "শক্যঞ্চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্"—এই মহাভাষ্যসন্দর্ভে 'ক্ষুৎ শক্যম্' বাক্যে 'ক্ষুৎ' স্ত্রীলিঙ্গ আর 'শক্যং' ক্লীব-লিঙ্গ —এইরূপ বিভিন্ন লিঙ্গ কিরূপে রহিল—এই আপত্তি কৈয়ট 'সামান্যোপক্রম'-নিয়মটীকে মূলীভূত করিয়া এইরূপে খণ্ডন করিয়াছেন,—এখানে প্রথমতঃ কর্ম্মবিশেষ বিবক্ষা না করিয়া শকধাতুর উত্তর কর্ম্মসামান্যে কৃত্য প্রত্যয় করা হই-য়াছে। অতএব পরে কর্ম্মবিশেষ বলিতে গিয়া 'ক্ষুৎ'পদের যোগ করাতে 'শক্যং' পদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও উহার লিঙ্গসংস্কার (ক্লীবলিঙ্গের রূপ) ফিরিবে না, যেহেতু লিঙ্গসংস্কার অন্তরঙ্গ, স্ত্রীত্ব বহিরঙ্গ। তবে প্রথম হইতেই যদি কর্ম্মবিশেষবিবক্ষা করা হয়, তাহা হইলে লিঙ্গবচনাদি একরূপই হওয়া আবশ্যক ; তখন 'শক্যা ক্ষুৎ' এইরূপ হইবে।

ইহার উপর আবার নব্য ব্যাকরণ তুলিয়া অধিক ফল কি হইবে? মোটামাটে একটা কথা বলিয়া দিই, নব্য বৈয়াকরণদিগেরও (অবশ্য আমরা যাহা দেখিয়াছি) ইহাতে সহানুভূতি আছে। মহাকবি কালিদাসও এই নিয়মানুবর্ত্তী, ও মনুর প্রামাণিক টীকাকার মেধাতিথিও এ মতের পক্ষপাতী; এ সম্বন্ধে এক একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

(১) "শ্বমাংসাদিভিরপি শক্যমনেন ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্ ইত্যত্র ভাষ্যকারবচনে শক্যমিতি সামান্যনির্দ্দেশে নপুংসকত্বে পশ্চাৎ

'ক্লুং' ইত্যনেন সম্বন্ধেঽপি ন স্ত্রীত্বম্'' ইতি। গোয়ীচন্দ্রটীকা।

(২) ''শক্যমরবিন্দুসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ''॥ শকুন্তলা।

(৩) "কেচিদাহুঃ সামান্যোপক্রমস্য বিশেষস্যাভিধানাৎ" ইতি। মেধাতিথিমনুব্যাখ্যা ২।১১৮ শ্লোকটীকা।

তাই বলিতেছিলাম এই 'অলঙ্ক্রিয়তে টীও কেবল মাহেশ-ব্যাকরণ মতে কেন, সমালোচকের মত ভিন্ন সকল বৈয়াকরণ-দিগের মতেই সিদ্ধ ও শুদ্ধ।

ভুল নং ৩, ৯৬ পৃ. (২) ফুটনোট, ''তপস্তপন্তং''। 'তপ' ধাতু হইতে 'তপন্তং' পদ হয় না, তা নয়, তবে অর্থভেদে পদের বিভিন্নতা হয়। 'তাপ দেওয়া' অর্থে তপ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় হয়। কিন্তু 'তপস্' এই কথাটী যদি কর্ম্ম থাকে তাহা হইলে অর্জ্জনার্থে তপধাতুর উত্তর যক্ হয়, আর আত্মনেপদ হয়। এই স্থানে **'তপ অর্জ্জন করিতেছে'** এই অর্থ, সুতরাং ব্যাক-রণানুসারে হওয়া উচিত 'তপস্তপ্যমানং'।" সমালোচক মহাশয় অসঙ্কুচিতচিত্তে, কি হওয়া উচিত উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, "সংস্কৃতে যত ব্যাকরণ আছে সকল ব্যাকরণেই এক একটী বিশেষ সূত্র আছে" নির্দ্দেশ করিয়া নিজের ব্যাকরণশাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্যা থাকারও পরিচয় দিয়াছেন, এবং আমরা তিনটা দিগ্গজ মূর্খ ইহাও প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। কেবল তাই নয়, সমালোচক মহাশয়দিগের দেশে পাণিনি-ব্যাকরণের চলন নাই, পাছে আমরা পাণিনির নামে 'হাম্বগিং' করি সে পথটা পর্য্যন্ত মারিয়া দিবার নিমিত্ত, পাণিনির সূত্র তুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন।

যদি কোন ভুল থাকিলে গালি খাইতে হয়, বিদ্যার ন্যূনতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে ভুলটী এই ; ইহা চক্ষুর দোষে ঘটিয়াছে বা অক্ষর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া ঘটিয়াছে, বলা যাইতে পারে না। ইহা কেবল লেখকের ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি না থাকাতেই ঘটিয়াছে বলিতে হয়। সুতরাং ইহাতে হঠাৎ কবুল জবাব দেওয়া যায় না, কবুল জবাব দিবার কথাও নহে। সুতরাং বলিতে হইল, 'তপস্তপস্তং' সন্দর্ভটী কিছুতেই ভুল নহে। পাঠকগণ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে আর অন্য স্থানে যাইতে হইবে না, সমালোচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই সব ঠিক্ হইয়া যাইবে। দেখুন দেখি, সমালোচনার মধ্যে আছে কি না যে, "তপ ধাতু হইতে 'তপস্তং' পদ হয় না, তা নয়, তবে অর্থভেদে পদের বিভিন্নতা হয়, ... কিন্তু 'তপস্' এই কথাটী যদি কর্ম্ম থাকে তাহা হইলে অর্জ্জনার্থে তপধাতুর উত্তর যক্ হয়, আর আত্মনেপদ হয়। এই স্থানে 'তপ অর্জ্জন করিতেছে' এই অর্থ।" ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমালোচক মহাশয়ের 'তপস্তং' পদটী প্রয়োগ করাতে কোন আপত্তিই নাই, কেবল ঐটী অর্জ্জনার্থে প্রয়োগ করাতেই যত আপত্তি। তা 'তপস্তং' পদটী প্রয়োগ করিয়াছে কে? তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেই ত সকল বালাই চুকিয়া যাইত, আমাদিগকেও দিগ্‌গজ মূর্খ হইতে হইত না। 'তপস্তং' প্রয়োগটী ব্যাস বা বাল্মীকি কেহই করেন না, টীকা করিতে গিয়া আমরা, আমরাই কেন, ধরিয়া লউন আমিই, করিয়াছি। আর আমিই 'পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া সাক্ষ্য দিতেছি' যে, 'তপস্তং' পদটী অর্জ্জনার্থে প্রয়োগ করি নাই, করি নাই।

অর্জ্জনার্থে 'তপস্' কর্ম্ম থাকিলে তপধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হয়, ও চতুর্লকারে যক্ হয়, নতুবা নহে, ইহা পরিণামদর্শী ক্রমদীশ্বর ভিন্ন, আমরা যত দূর জানি, আর কোন ব্যাকরণসূত্রকারই লেখেন নাই। আমি একজন ক্রমদীশ্বরমন্ত্রে উপাসক, ক্রমদীশ্বরের "তপস্তপোঽর্জ্জনে যক্ চ" এই সূত্রটী আমার কণ্ঠস্থ আছে, এজন্য আমাকে কোন মুরুব্বি ধরিতে বা পুস্তক উদ্ঘাটন করিতে হয় নাই। 'তপস্তপন্তং' লিখিবার সময়ও আমার ঐ সূত্রটী বিলক্ষণ স্মরণ হইয়াছিল, তথাপি যে তদনুবর্ত্তী হইতে পারিলাম না, তাহার কয়েকটী কারণ আছে, তন্মধ্যে গুটি দুই উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, আমরা এস্থলে রামায়ণের যে সন্দর্ভটী সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি ঐ সন্দর্ভে শম্বূক যে 'তপস্ অর্জ্জন' করিতেছিল তাহা পাওয়া যায় না; তথায় এই মাত্র লেখা আছে,—

"তস্মিন্সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ।
দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমান্ লম্বমানমধোমুখং॥ ১৪॥
রাঘবস্তমুপাগম্য তপ্যন্তং তপ উত্তমম্।
* * * * * *
কোঽর্থো মনীষিতস্তভ্যং স্বর্গলাভোঽপরোঽথ বা।
বরাশ্রয়ো যদর্থং ত্বং তপস্তপ্যসি দুশ্চরম্॥" ১৭॥ রা, উ, ৭৫ অং।

এ সন্দর্ভে তিনটী 'তপ' ধাতুর প্রয়োগ আছে, কিন্তু কোনটীতেই আত্মনেপদ নাই, সুতরাং অর্জ্জনার্থে ঐ ঐ 'তপ' ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। বরং শেষ শ্লোকের 'তপসি' পদটী স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে "আমার সহচর উপরের দুটি 'তপ' ধাতুও আমার ন্যায় তপস্যা

করা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে"। যদি রামায়ণ সন্দর্ভে তপস্যা করা ভিন্ন তপস্যার অর্জ্জনার্থে 'তপ' ধাতু প্রযুক্ত না হইয়া থাকে, তবে ঐ সন্দর্ভের সংক্ষেপ করিতে গিয়া কিরূপে আমরা অর্জ্জনার্থের যোগ করিতে পারি বলুন। তাহা করিলে কি "খায় ভাত্ উগ্‌রে পিঠে"র ন্যায় অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইত না ?

দ্বিতীয়তঃ. 'তপ্যমানং' পদে বড়ই গোলযোগ আছে। উহার বাচ্যের স্থির নাই, অর্থের স্থির নাই, অধিক কি, কে কর্ত্তা আর কে কর্ম্ম, তাহারও ঠিক নাই। 'তপ্যমানং' সম্বন্ধে নানা ব্যাকরণে নানাবিধ বিধান। পাণিনি, পতঞ্জলি, জয়াদিত্য প্রভৃতি আদিম আচার্য্যগণ এখানকার 'তপ্যমানং' পদটী কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে সিদ্ধ বলেন।

"কর্ম্মবৎ কর্ম্মণা তুল্যক্রিয়ঃ। ৩।১।৮৭।

তপস্তপঃকর্ম্মকস্যৈব"। ৩।১।৮৮। পাণিনি সূত্র।

জয়াদিত্য প্রথম সূত্রের বৃত্তি করিয়াছেন,—

"কর্ম্মস্থয়া ক্রিয়য়া তুল্যক্রিয়ঃ কর্ত্তা কর্ম্মবদ্ভবতি। যস্মিন্ কর্ম্মণি কর্ত্তৃভূতেঽপি তদ্বৎ ক্রিয়া লক্ষ্যতে যথা কর্ম্মণি, স কর্ত্তা কর্ম্মবদ্ভবতি। কর্ম্মাশ্রয়াণি কার্য্যাণি প্রপদ্যন্তে।"

ইহার স্থূল মর্ম্ম এই,—যে কর্ম্মটী, কর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে ক্রিয়া যে রূপ থাকে, কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও ক্রিয়া সেই রূপই থাকে, ক্রিয়ার কোন ভেদ হয় না, এরূপ হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও 'কর্ম্মবৎ'ই থাকে; অর্থাৎ কর্ম্ম-বাচ্যে প্রযুক্ত হইলে যেরূপ কর্ম্মাশ্রয় কার্য্য হইত (যেমন ঐ কর্ম্মে প্রথমা এবং ক্রিয়াপদে যক্, ইণ্ ও আত্মনেপদ) সেই-রূপই হয়। কর্ম্ম, কর্ত্তা হইল বলিয়া কর্ত্তৃবাচ্যের বিধানানুরূপ

কার্য্য হয় না। যেমন, 'পচ্' ধাতুর কর্ম্ম 'তণ্ডুল,' কর্ম্মরূপে বিবক্ষিত হইলে (ওদনং পচতি) যেরূপ 'পচ্' ধাতুর অর্থ বিক্লিত্তি (গলে যাওয়া) বুঝায়, কর্ত্তৃরূপে বিবক্ষিত হইলেও (পচ্যতে ওদনং) সেইরূপ বিক্লিত্তিই বুঝায়। একারণ ওদন কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও 'ওদনং পচ্যতে' এরূপ 'কর্ম্মবৎ'ই প্রযুক্ত হয়, 'ওদনং পচতি' এরূপ হয় না। ইহাকেই কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"ক্রিয়মাণন্তু যৎ কর্ম্ম স্বয়মেব হি সিধ্যতি।
সুকরৈস্তদ্‌গুণৈর্ব্বদ্ধাঃ কর্ম্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ॥"

"যস্যামেব ক্রিয়ায়াং যঃ কর্ম্ম আসীৎ তস্যামেব ক্রিয়ায়াং যদি তস্য কর্ত্তৃত্বং বিবক্ষ্যতে তস্য কর্ম্মবত্ত্বং বিধীয়তে।" গোয়ীচন্দ্র।

দ্বিতীয় সূত্রের জয়াদিত্যের বৃত্তি এই,——

"তপ্ সন্তাপে অস্য কর্ত্তা কর্ম্মবৎ ভবতি। স চ তপঃকর্ম্মকস্যৈব নানাকর্ম্মকস্য। ক্রিয়াভেদাৎ বিধ্যর্থমেতৎ। উপবাসাদীনি তপাংসি তাপসং তপন্তি। দুঃখয়ন্তীত্যর্থঃ। স তাপসস্তপস্বিভূতঃ স্বর্গায় তপস্তপ্যতে। অর্জ্জয়তীত্যর্থঃ। পূর্ব্বেণাপ্রাপ্তঃ কর্ম্মবদ্ভাবো বিধীয়তে।"

ইহার মর্ম্মার্থ এই,—'তপ' ধাতুর অর্থ সন্তাপ, সেই 'তপ' ধাতুর কর্ত্তা কর্ম্মবৎ হয়, কিন্তু 'তপস্' কর্ম্ম হওয়া চাই, অন্য কর্ম্ম থাকিলে হয় না। এস্থলে ক্রিয়ার ভেদ আছে; অর্থাৎ 'তপস্' কর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে ক্রিয়া যেরূপ হইবে, কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে সেরূপ হইবে না। একারণ পূর্ব্ব সূত্রদ্বারা 'কর্ম্মবৎ' হইতে পারিত না বলিয়া এই সূত্র বিধান করা হইল। যখন তপস্ ("তপাংসি তাপসং তপন্তি") কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে তখন

'তপ' ধাতুর অর্থ 'দুঃখ দেওয়া', আবার যখন ঐ 'তপস্' ('তাপসস্তপস্তপ্যতে') কর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে তখন 'তপ' ধাতুর অর্থ 'অর্জ্জন' বুঝাইবে। সুতরাং ক্রিয়াভেদ হইল, পূর্ব্বসূত্রদ্বারা 'কর্ম্মবৎ' হইতে পারে না, অতএবই বিধান করিলেন।

"তপের্বা সকর্ম্মকস্য বচনং নিয়মার্থং। তপের্বা পুনঃ সকর্ম্মকস্য বচনং নিয়মার্থং ভবিষ্যতি। 'তপেরেব সকর্ম্মকস্য নান্যস্য সকর্ম্মকস্যেতি। তস্য তর্হি অন্যকর্ম্মকস্যাপি প্রাপ্নোতি। উত্তপতি সুবর্ণং সুবর্ণকারঃ, উত্তপ্যমানং সুবর্ণং সুবর্ণকারমুত্তপতি। তস্য চ তপঃ-কর্ম্মকস্যৈব। তস্য চ তপঃ-কর্ম্মকস্যৈব কর্ত্তা কর্ম্মবৎ ভবতি, নান্য-কর্ম্মকস্য।" ৩।১।৮৮ সূত্রে পতঞ্জলি-ভাষ্য*।

বঙ্গদেশের নিম্নপ্রদেশ ভিন্ন সমুদায় ভারতবর্ষে প্রচলিত ভট্টোজীদীক্ষিত প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ এবং সুপদ্মব্যাকরণকার পদ্মনাভও এই মত অনুসরণ করিয়াছেন।

"তপস্তপঃ-কর্ম্মকস্যৈব। কর্ত্তা কর্ম্মবৎ স্যাৎ"। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে ভট্টোজীদীক্ষিত।

"তপস্তপঃ-কর্ম্মকস্যৈব। তপঃ-কর্ম্মকস্যৈব তপঃ-কর্ত্তা কর্ম্মবদ্ভবতি"†। সুপদ্মব্যাকরণে পদ্মনাভ।

---

* ইহার মধ্যে আবার মতভেদ, জয়াদিত্য বলেন তপ ধাতুর ক্রিয়া একরূপ নহে, অতএব পূর্ব্ব সূত্রে অপ্রাপ্তি ছিল "বিধ্যর্থমেতৎ" বিধান করিলেন। পতঞ্জলি বলেন, না, ক্রিয়াভেদ নাই, 'বচনং নিয়মার্থং' এটী নিয়মবিধি।

† 'তপস্তপ্যমানং' যদি কর্ম্মকর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হয় তাহা হইলে 'তাপস'ই প্রকৃত কর্ম্ম, 'তপস্'ই প্রকৃত কর্ত্তা; 'তাপস'কে কর্তৃরূপে আর 'তপস্'কে কর্ম্মরূপে বিবক্ষা করা হইয়াছে এই মাত্র।

মেধাতিথি প্রভৃতি মনুর টীকাকারগণও ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহাদিগের গ্রন্থ দেখিলে বোঝা যায়। রামচন্দ্র ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "পরমং তপস্তপ্যতে কর্ম্মকর্ত্তরি"। মনু। ২ অং, ১৬৮।

"কলাপসূত্রকার সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। তবে দুর্গসিংহ-বৃত্তিতে "তপঃকর্ম্মকঃ" এই একটী বক্তব্য সূত্র দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদের মাত্র বিধান করিয়াছেন। যকের নিমিত্ত আবার কিছু বক্তব্য প্রকাশ করা দুর্গসিংহের অভিপ্রায় ছিল কি না বুঝা যায় না, দুর্গসিংহ হয় ত এরূপ স্থলে ('তপ্যতে' নয়) 'তপতে' প্রয়োগটীকেই সাধু মনে করিতেন, 'তপতে' প্রয়োগও পাওয়া যায়। এরূপস্থলে পঞ্জিকা দেখিয়া বা কবিরাজের ব্যবস্থা লইয়াই বা কি অধিক ফল হইবে?

মাননীয় বোপদেব একজন ঋষিকল্প লোক ছিলেন। তিনি অর্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতেন না, তপঃকর্ম্ম বড়ই ভাল বাসিতেন; অর্থবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই, তিনি কর্ত্তা বুঝাইবার প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, 'তপস্' কর্ম্ম হইলেই আত্মনেপদ কর, 'রে' তপে যগ্‌যোগ দে। তাঁহার আজ্ঞা এই,—"তপোঽচাৎ যক্ চ রে"।

সংক্ষিপ্তসার একজন তন্তবায়রাজের ব্যাকরণ*। একে তাঁতি তায় রাজা, তাঁহার অর্থের প্রতি ও কর্ত্তৃত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাই সম্ভব, তিনি কেবল তপঃকর্ম্ম হইলেই আত্মনেপদের

* সংক্ষিপ্তসারের সূত্রকার ক্রমদীশ্বর। বৃত্তিকার কে, তাহার উল্লেখ নাই। মহারাজাধিরাজ জুমরনন্দী বৃত্তি সংশোধন করেন, প্রবাদ আছে। তিনি জাতিতে তন্তবায় ছিলেন।

বিধান দেন নাই, তিনি কর্ত্তা বুঝাইতে বলিয়াছেন—"তপঃ কর্ম্ম হইলেও অর্থ উপার্জ্জন হয় আত্মনেপদ কর, নচেৎ নহে। তাঁহার মূলসূত্র এই,—"তপস্তপোঽর্জ্জনে যক্ চ।"

এই ত গেল বাচ্যের গোল, আবার অর্থের গোলযোগও দেখুন। বৃত্তিকার জয়াদিত্য অপ্রাপ্তে 'বিধান' কহিয়াছেন; তাঁহার ক্রিয়াভেদ হইলে ভয় নাই একারণ সোজাসুজি অর্থ করিয়াছেন,—"উপবাসাদীনি তপাংসি তাপসং তপস্তি, দুঃখয়ন্তীত্যর্থঃ। স তাপসস্বর্গস্থিভূতঃ স্বর্গায় তপস্তপ্যতে, অর্জ্জয়তীত্যর্থঃ।"

ভগবান্ পতঞ্জলি 'নিয়ম' বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার 'পচ' প্রভৃতি ধাতুর ন্যায় 'তপ' ধাতুস্থলেও কর্ত্তাকে 'কর্ম্মণা তুল্যক্রিয়' করা চাই, সোজাসুজি অর্থ করিলে চলিবে কেন, এ কারণ তিনি প্রশ্ন করিয়া অর্থ করিয়াছেন "কঃ প্রকৃত্যর্থঃ কঃ প্রত্যয়ার্থঃ? স এব সন্তাপঃ। কথং পুনঃ স এব নাম প্রকৃত্যর্থঃ স্যাৎ, স এব চ প্রত্যয়ার্থঃ? সামান্যতপেরবয়বতপিঃ কর্ম্ম ভবতি॥" ৩।১।৮৮ সূং ভাষ্য।

কৈয়ট আবার ভাষ্যস্থ 'অবয়বতপি'র অর্থ লেখেন, "অবয়বতপিরিতি বিশেষতপিঃ জ্ঞানলক্ষণং তপ ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ ভাষ্যে যে 'অবয়বতপি' শব্দ আছে, তাহার অর্থ বিশেষ তপস্যা, ফলিতার্থ জ্ঞান।

ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই, 'তপস্' কর্ম্মপদের অর্থও যা, আর 'তপ' ধাতুর অর্থও তাই, এবং কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ করিলে ত আবার প্রত্যয়ার্থ তাই হইবে, তবে পুনরুক্তি দোষ না ঘটে কেন? এই আশঙ্কা মনে মনে করিয়া বলিলেন 'তপ' ধাতুর

অর্থ সামান্য সন্তাপ, 'তপস্' কর্ম্মপদের অর্থ বিশেষ সন্তাপ, এই-মাত্র ভেদ।

ভট্টোজীদীক্ষিত কাশিকাবৃত্তির 'ছাড়া মুড়ো বাদ' দিয়া "অর্জ্জয়তীত্যর্থঃ"—এইটুকুমাত্র লইয়াছেন। কিন্তু 'তপ্যতে' ক্রিয়াটী যখন কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে বলা হইল তখন তদনুরূপ অর্থ দেখানই তাঁহার উচিত ছিল। তাঁহার এই ন্যূনতা পরিহার করিবার উপলক্ষে নাগোজীভট্ট উপরি উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের অভিপ্রায় বিশদরূপে, অতি বিশদরূপে (!) বুঝাইয়া দিতেছেন,—"অয়ং ভাবঃ, যদ্যপ্যুপবাসাদিরূপস্তপস্তাপসন্তপতীত্যত্র তপির্দুঃখার্থঃ, তপস্তং দুঃখয়তীত্যর্থাৎ। তাপসস্তপস্তপ্যতে ইতি তাপসস্য কর্তৃত্বেঽর্জনার্থস্তাপসস্তদর্জয়তীত্যর্থাৎ। এবঞ্চ কর্ম্মস্থ-ক্রিয়য়া তুল্যক্রিয়ত্বস্য কর্ত্তরি অভাব ইতি ন কর্ম্মবদ্ভাবপ্রাপ্তি-স্তথাপি শরীরসন্তাপলক্ষণায়াঃ ক্রিয়ায়া অবস্থাদ্বয়েঽপি তুল্যত্বা-ত্তৎপ্রাপ্তিঃ। তথা হি তপস্তাপসন্তপতীত্যত্র জ্ঞানজনকোপ-বাসাদিরূপসন্তাপবিশেষঃ তাপসন্তাপয়তীত্যর্থঃ, অন্তর্ভাবিত-ণ্যর্থোঽত্র তপিঃ, তাপসবৃত্তিশরীরসন্তাপসামান্যানুকূলব্যাপারঃ সন্তাপবিশেষবৃত্তিরিতি বোধঃ। তদনুকূলব্যাপারশ্চ সন্তাপ-বিশেষে স্বরূপাবস্থানরূপ এব সন্তাপে শরীরসন্তাপসামান্যানুকূল-ব্যাপারবিশেষঃ স্বীকার এব। ণ্যর্থত্যাগে তাপসস্য কর্তৃত্বে তাপস-স্তপঃ তপ্যতে ইত্যত্র সন্তাপবিশেষাভিন্নশরীরসন্তাপানুকূল-ব্যাপারস্তাপসকর্তৃক ইতি বোধঃ। স ব্যাপার এব চার্জনং তত্র ক্রিয়াবিশেষণত্বাৎ যোজনমেধতে ইত্যাদিবদিব তাপসঃ কর্ম্মতঃ"।*

* এই সন্দর্ভটী পাঠ করিয়া একটী প্রকৃত ঘটনা মনে হইল, তাহা এই,—বিখ্যাতনামা কোন একজন অধ্যাপক একটী হিন্দুস্থানী ছাত্রকে

লঘুশব্দেন্দুশেখর। ইহার বাঙ্গালায় ভাবার্থ দেওয়া আমার কর্ম্ম নহে।

পাঠকগণ, এক্ষণে দেখুন 'তপ্যমানং' সম্বন্ধে কত মতভেদ। প্রথমতঃ পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলেই 'তপ্যমানং' পদটী কর্ম্মকর্ত্তৃ-বাচ্যে প্রয়োগ বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে আধুনিক দুই একজন বৈয়াকরণ কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈয়াকরণ দিগের মধ্যে আবার কতকটা মতভেদ আছে। 'তপস্' শব্দের অর্থ জয়াদিত্য 'উপবাসাদি' বলেন, কৈয়ট 'জ্ঞান' বলেন, নাগোজীভট্ট আবার দুইই বলেন,—'জ্ঞানলক্ষণোপবাসাদি'। 'তপ' ধাতুর অর্থ জয়াদিত্য দুই স্থানে দুইরূপ বলিয়াছেন; যখন 'তপস্' কর্ত্তা হইবে তখন 'দুঃখ দেওয়া,' আর যখন কর্ম্ম হইবে তখন 'অর্জ্জন'। পতঞ্জলি 'তপ' ধাতুর অর্থ কেবল মাত্র 'সন্তাপ'ই বলেন, নাগোজীভট্ট ঐ উভয় মতের ঐক্য বিধানের জন্য **'শরীরসন্তাপানুকূলব্যাপার'ই 'অর্জ্জন'** শব্দের অর্থ বলিয়াছেন। অতএব 'অর্জ্জন' আর 'করা', প্রায় একই অর্থ ইহা যেন ভাবিয়া না লওয়া হয়, এ 'অর্জ্জন' এক অপূর্ব্ব জিনিষ। নাগোজী আর একটী নূতন কথা বলেন,—'তপস্' এটী উদ্দেশ্য কর্ম্ম নহে, ক্রিয়াবিশেষণরূপ কর্ম্ম। ক্রমদীশ্বর যে সোজা-সুজি 'অর্জ্জন' অর্থ করেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দায়ভাগের উপর শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকা পড়িলে [illegible] বুদ্ধিমান্ হইলেও তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন না। এক দিন গেল, দু দিন গেল, তিন দিন গেল, ক্রমশঃই শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডিত্য বেশী প্রকাশ পাইতে লাগিল। ছাত্রটী আর সহ্য করিতে না পারিয়া অধ্যাপককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতজী, পণ্ডিতজী, শ্রীকৃষ্ণ শালাকে কোই পকড়াতা হ্যায় না জোড় ছোড়াতা হ্যায়?"

এমত অবস্থায় 'তপস্তপ্যমানং' লিখিলে বালকদিগকে, কেবল বালকদিগকেই বা কেন, শিক্ষকদিগকেও, তাই বা কেন, সংগ্রহকারক, সমালোচক, ও বিচারক পর্য্যন্ত সকলকেই মহাগোলে ফেলা হইত, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? মনে করুন, যদি কেহ 'তপস্তপ্যমানং' এইটার অর্থ ও parse করিতে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে উত্তর কিরূপ দেওয়া উচিত হইত? 'তপস্'কে কি কারক বলা হইত, কর্তৃ না কর্ম্ম? কর্ম্ম বলিলেও আবার কোন্ কর্ম্ম বলা হইত, উদ্দেশ্য না ক্রিয়াবিশেষণ? তাহার অর্থই বা কিরূপ বলা হইত, উপবাস না জ্ঞান? 'তপ্যমানং' এই ক্রিয়াটীই বা কোন্ বাচ্যে আর তাহার অর্থই বা কি বলা হইত? যদি পাণিনি, পতঞ্জলি ও জয়াদিত্য প্রভৃতির খাতির করিয়া 'তপ্যমানং'টী কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ বলা হইত, তাহা হইলে হয়ত ঔপক্রমণিকের দল শিক্ষকের আসনে বসিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া কতই ঠাট্টা করিতেন। বৈদ্যরাজ ও তাঁতিরাজের গোঁড়ারাও হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া হুলস্থুল বাধাইয়া বসিতেন, পরীক্ষক হইলে যে ছাত্রদিগের শীর্ষচ্ছেদ করিতেন তাহার ত কথাই নাই। পক্ষান্তরে, যদি পাণিনি পতঞ্জলি প্রভৃতির মতে জলাঞ্জলি দিয়া অর্থ উপার্জ্জনের খাতিরে মহারাজাধিরাজ তন্তুবায়রাজের মতানুবর্ত্তী হইয়া কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ বলা হইত, তাহা হইলে স্বর্গীয় পাণিনি পতঞ্জলি প্রভৃতি ব্যাকরণের সৃষ্টি-স্থিতির কর্ত্তা (প্রলয়ের নহে, প্রলয়ের কর্ত্তার অপ্রতুল নাই) আদিম আচার্য্যগণ নিজ নিজ কীর্ত্তিলোপের উপক্রম দেখিয়া কতই আক্ষেপ করিতেন,—'হায়! কালে এই ঘটিল? কিসের

হাতে কি পড়াতে কি হইয়া উঠিল!' এইরূপ যে কতই বিলাপ করিতেন তাহার বর্ণনা কে করিতে পারে? 'তপ্য-মানং' পদটী কর্তৃবাচ্যে বলিলে নিম্ন বঙ্গদেশ (Lower Provinces) ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষীয়, তাই বা কেন, সমস্ত পৃথিবীর লোকেই বলিত প্রশ্নের উত্তর ঠিক্ হইল না, ভুল হইল।

আর এক কথা, প্রবেশিকা যাঁহাদিগের জন্য করা হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগের ব্যাকরণের পাঠ্য পুস্তক উপক্রমণিকা বা তৎসদৃশ যে কোন এক খানি আধুনিক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ স্থির করিয়া দিয়াছেন, ঐ সকলেই, অন্ততঃ অধিকাংশেই, কর্তৃ-বাচ্যে বা কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে 'তপ্যমানং' সাধন করিবার সূত্র নাই। ব্যাকরণে পড়িল একরূপ আর পাঠ্যপুস্তকে উদাহরণ পাইল অন্যরূপ। এ কি কম তামাসার কথা!

এই সকল ভাবিয়াই 'কলস না লিখিয়া ঘট লেখা গোচ্' 'তপস্তপন্তং' লেখা হইয়াছে। ইহাতে কোন মতভেদ নাই, অর্থের গোলযোগ নাই, উপক্রমণিকা হইতে মাহেশ ব্যাকরণ পর্য্যন্ত সকল ব্যাকরণ অনুসারেই এই পদ সিদ্ধ হইতে পারে। কর্ম্ম ও ক্রিয়াপদের অর্থ এক হইলে (যেমন 'পাকং পচতি', 'ব্রতং ব্রতয়তি', 'বচনং বক্তি', 'tell a tale', 'run a race,' ইত্যাদি) ক্রিয়াপদের অর্থ কেবল 'করা' মাত্র হয়। ভাষ্য-কারাদিসম্মত তপধাতুর 'অর্জনে'র সহিত 'করা'র যে অনেক তফাৎ তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত হইলেও এ সম্বন্ধে একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে লেখেন,—"বিলেখং বিলিখতি করোতি যথা ওদনপাকং পচতীতি"।

অতঃপর কতকগুলি প্রামাণিক প্রয়োগ তুলিয়া 'তপ' ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে 'তপস্তং' প্রয়োগ সমর্থন করা যাইতেছে।

১। "দদর্শ দেবং দেবেশং তপস্তং তপ উত্তমম্" ॥ ১ ॥

হরি. ২৭৮ অং।

২। "স তত্তাপ তপস্তীব্রং দত্তাত্রেয়ো যদা মুনিঃ" ॥

স্কন্দপুরাণ সহ্যাদ্রিপর্ব্ব ৫৮ অং।

৩। "দিশমন্যামিতো যামঃ তপ্স্যামো যত্র বৈ তপঃ।
তপস্তত্র চরিষ্যামঃ পরন্তদ্ধি তপোবনং" ॥ ৩ ॥

রা. ৬৩ অং।

৪। "দীক্ষাং কৃত্বা গতৌ বিন্ধ্যং তাবুগ্রং তেপতুস্তপঃ ॥ ৭ ॥

মহা. আদি. ২০৯ অং।

৫। "কীদৃশস্তু তদা ব্রহ্মংস্তপস্তেপুর্মহাবলাঃ ॥ ১ ॥

রা. উ. ১০ অং।

৬। "বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৬৬ ॥

মনু. ২ অং।

মেধাতিথি আদিম বৈয়াকরণদিগের মতানুসারে "তপস্তপ্স্যন্" এই সন্দর্ভটীর উপর টীকা করিতেছেন,—

৭। "তপঃশব্দঃ শরীরক্লেশজননেষু আহারনিরোধাদিষু বর্ত্ততে। ইহ তু তজ্জন্যাত্মসংস্কারো বরাভিশাপাদিসামর্থ্যং লক্ষণয়া উচ্যতে। ততস্তপস্তপ্স্যন্ তপসা অর্জ্জয়িতুম্ ইচ্ছন্, অর্জ্জনার্থে সংতাপে ধাতুর্বর্ত্ততে। কর্ম্মকর্ত্তৃত্বস্য অবিবক্ষিতত্বাৎ পরস্মৈপদম্।"*

* মেধাতিথি আবার 'বর্বর্ত্তি সর্বোপরি,' ইতি অর্জ্জনার্থেও কর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ ও যকের বিধান দেন নাই।

৮। "তপস্তপ্স্যান্ চরিষ্যান্"। কুল্লূকভট্ট।

যখন করা, অনুষ্ঠান বা আচরণ অর্থ বুঝাইতে 'তপ' ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ করিবার বিপক্ষে কোন সূত্র, বৃত্তি, বা টীকা, অধিক কি, সমালোচক মহাশয়ের লেখাটুকু পর্য্যন্ত নাই, বরং অনুকূলে ভূরি ভূরি প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে, ও যখন মেধাতিথি, কুল্লূকভট্ট প্রভৃতি ঐরূপ প্রয়োগের সাধুতা সমর্থন করিতেছেন, তখন কেবলমাত্র সমালোচক মহাশয়ের খাতিরে কিরূপে 'তপস্তপস্তং' সন্দর্ভটী ভুল বলিয়া কবুল জবাব দিই বলুন। বিদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতাবশতঃ যিনি যাহাই বলুন, গুণজ্ঞ পাঠকমহাশয়গণ, আপনারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, কেবল এই 'তপস্তপস্তং' প্রয়োগেরই মূল্য হাজার টাকার অধিক হয় কি না? এক্ষণে আপনারাই বলুন দেখি,—"কেবলমাত্র 'তপস্' শব্দটী কর্ম্ম থাকিলে ধাতুটীর কিরূপ রূপ হইবে, ইহা দেখাইবার জন্য, সংস্কৃতে যত ব্যাকরণ আছে সকল ব্যাকরণে" কি বলিয়াছে? বলুন দেখি, "পাণিনির নামে ঢের 'হাম্বগিং' চলে" বটে, কিন্তু সে 'হাম্বগিং' কে করিয়াছে?

"পাণিনির নামের অন্ধকারে বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে দগ্ধাননখানি ঢাকিতে না পারেন, তজ্জন্য" সমালোচক মহাশয় পাণিনির সূত্র তুলিয়া তাঁহারও মত দেখাইয়াছেন।

আচ্ছা আমরা ত চিরকাল জানি, পাণিনির নামের আলোকই আছে, অন্ধকার আবার কবে হইল? অথবা উপক্রমণিকার রাজ্যে পাণিনির নামে অন্ধকারেরই সম্ভব বটে। এখন ঈশ্বরই বা করেন,—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'এর কাল পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয় দগ্ধাননটা ঢাকা দিতেছে দিউক,

তাহাতে বাধা দেওয়া কেন? ইহাতে যে কেবলমাত্র অসূয়া-ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহা কি আর দেশহিতৈষিতা-ভানে ঢাকে?

সে যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের আনন দগ্ধ করিতে গিয়া (কোন সময়ে কাহার ন্যায়) সম্পাদক মহাশয় নিজের বদন না দগ্ধ করিয়া বসেন আমার এই ভয়! কেন না, সম্পাদক মহাশয় "পাণিনির সূত্র তুলিয়া তাঁহারও মত দেখাইতেছি বলিয়া "তপস্তপঃকর্ম্মকস্যৈব" ॥ ২৩।১।৮৮"* হইতে আরম্ভ করিয়া "উত্তপতি সুবর্ণং সুবর্ণকারঃ" পর্য্যন্ত যে একটী সুদীর্ঘ পাণিনির সূত্র বা সন্দর্ভ (ঠিক্ কি তিনিই জানেন) উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা তাহা ত পাণিনির কোন গ্রন্থেই দেখি নাই। আমরা, আমরাই বা কেন, সকলেই এই সন্দর্ভটী ভট্টোজীদীক্ষিতের বলিয়া জানি ও জানেন। কিন্তু গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত সমালোচকমহাশয়ের জানা নাই ইহা বলিতে সাহস হয় না; অতএব ধরিয়া লওয়া গেল যে উহা পাণিনির লেখাই বটে। কিন্তু তিনি উহাতে কি বলিয়াছেন? উহাতে ত কৈ "যক্ আর আত্মনেপদ হইবে" "দেখান" হয় নাই। "কর্ত্তা কর্ম্মবৎ স্যাৎ," কর্ত্তা কর্ম্মবৎ হইবে, যেমন 'তপস্' কর্ত্তৃ-বাচ্যে কর্ত্তা ছিল ('তপস্তাপসং তপতি,') কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে আবার 'তপস্' কর্ম্মবৎ হইবে ('তাপসস্তপস্তপ্যতে') এই কথাই যে এ সূত্রে

* এখানে '৩'কে '২৩' করিয়া সম্পাদক মহাশয় বড়ই চতুরতার কার্য্য করিয়াছেন,—পাণিনির ৮ অধ্যায়ই পাওয়া যায় সকলে জানেন; সম্পাদক মহাশয় ২৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাইয়াছেন! যতই অধ্যায়ের বৃদ্ধি, ততই সূত্রের লঘুতার বৃদ্ধি। যবে করিয়া এ সন্দর্ভটী পাণিনির নয় বলিয়া আর কেহই আশঙ্কা করিবেন না।

বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে যে যক্ ও আত্মনেপদ হয় ইহাতে কাহারই আপত্তি নাই। সমালোচক মহাশয় 'তপ্যমানং'টী কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন হয় ইহা স্বীকার করিলে; কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন 'তপস্তপস্তং'টী ভুল বলিতে পারেন না ; সুতরাং 'তপ্যমানং'টী কর্ত্তৃবাচ্যেই নিষ্পন্ন তাঁহাকে বলিতে হইবে। যদি তাহাই হইল তবে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্মবদ্বিধায়ক সূত্র তোলাটী অমৃত তুলিতে বিষ তোলার ন্যায় হইল। তাহাতেই বলিতেছিলাম, পাণিনি সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন কৈ ? পাণিনিও যে দেখি, সম্পাদক মহাশয়কে বঞ্চনা করিলেন! সম্পাদক মহাশয়, সত্য বলুন দেখি, "হায় হায়! পাণিনিও বিমুখ!" এই ঠাট্টাটী এখন কেমন লাগিতেছে ? "সম্পাদক মহাশয়দিগের দেশে পাণিনির চলন নাই," সুতরাং সম্পাদকমহাশয়ের পাণিনির প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝিবার সুবিধা নাই বলিয়া তিনি এই ভয়ানক ভুল করিতে পারেন, একারণ ক্ষমা করিবার জন্য আমরা পাঠকমহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যদি উদ্ধৃত সন্দর্ভটী ভট্টোজীদীক্ষিতের বলিয়া জানা থাকে ও তাহার অর্থ কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ বিধান বলিয়া বোধ থাকে, তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়া নিজে পাণিনির নামে 'হাম্বগিং' করিতে গিয়া অপরকে সেই অপরাধে ফেলিবার চেষ্টা করাতে যে কতদূর ভয়ানক প্রবঞ্চকের ন্যায় কার্য্য করিয়া বসিয়াছেন, তাহা আপনারা বিবেচনা করুন, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন কথাই নাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সম্পাদক মহাশয়দিগের দেশে

পাণিনির চলন নাই, অতএব পাণিনির অর্থ বুঝিতে ভ্রম প্রমাদ ঘটার সম্ভব, কিন্তু মুগ্ধবোধের সম্বন্ধেও যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে তবে আর কি বলিব বলুন। পাঠকগণ দেখুন দেখি এখানে সম্পাদকমহাশয় "তপোঢ়াৎ যক্ চ রে" এই মুগ্ধবোধসূত্রটীর এই অর্থ করিয়াছেন কি না,—"অর্থাৎ 'তপস্' কথাটী কর্ম্ম হইলে এবং 'র' (লেট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্, লুঙ্) পরে থাকিলে তপধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ ও যক্ হয়"। এই সূত্রটীর কি এই অর্থ প্রকৃত? যদি কেবল 'র' পরে থাকিলেই আত্মনেপদ হয় তবে 'অতপ্ত' 'তেপে' প্রভৃতি পদে আত্মনেপদ কিরূপে হইল? আর 'তপ্যতে' পদে 'র' পরে থাকায় কোথায় আত্মনেপদ হইয়াছে? আমরা ত বুঝি, যে আত্মনেপদ সেই 'র'।

পাঠকগণ আপনারা যা বলিতে হয় বলুন, আমরা কিন্তু সত্যের অপলাপ করিতে রাজী নহি। আমাদের সম্পাদকের সম্বন্ধে যতটুকু জানা আছে তাহাতে অনায়াসেই বলিতে পারি যে, এরূপ ভুল সম্পাদক মহাশয় অজ্ঞানবশতঃ করেন নাই, এ সূত্রের অর্থ তিনি বেশ জানেন। এ ভুলটী কেবল তাঁহার ব্যস্ততা ও অন্যমনস্কতা দরুণ ঘটিয়াছে। অথবা "আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি, পরচ্ছিদ্রানুসারিণী" এই ভৎসনাটী পাইবার জন্যই যেন দুষ্টসরস্বতী তাঁহার মুখ দিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা বাহির করিয়া দিয়াছেন।

"ভুল নং ৪। রামং নির্ব্বাসয়ন্তং দশরথং প্রতি কৌসল্যায়া উপালম্ভঃ। ৩৯ পৃ. ৫ পং। ইহার বাঙ্গালা এই;—রামকে নির্ব্বাসন করিতেছেন যে দশরথ তাঁহার প্রতি কৌসল্যার তিরস্কার। এই সংস্কৃতটুকু একটা প্রবন্ধের হেডিং। প্রবন্ধটীতে

রাম বনে যাইবার পরের ঘটনা লিখিত। সুতরাং হেডিংএ 'নির্ব্বাসয়ন্তং' এই কথাটীতে বর্ত্তমানকালে শতৃ প্রত্যয় ভুল হইয়াছে।"

আমার মনে হয়, সম্পাদক মহাশয় সমালোচনা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত থাকায় প্রবন্ধটী পাঠ করিবার সময় পান নাই; বাল্যকালে মাসী পিসী বা কীর্ত্তিবাসী হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ভুল ধরিতে গিয়া ভুল করিয়া বসিয়াছেন। "এ প্রবন্ধটীতে রাম বনে যাইবার পরের ঘটনা" যে "লিখিত," প্রবন্ধটী পাঠ করিলে তাহার কোন চিহ্নই ত পাওয়া যায় না, বরং বিপরীত ভাবেরই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকগণ, এই প্রবন্ধের ৬ষ্ঠ ও ৭ম এই দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া দেখুন দেখি, "অনৃতাদযদি বা ভীতঃ **প্রব্রাজয়সি** (নির্ব্বাসন করিতেছ) মে সুতম্।" (৬ষ্ঠ শ্লোক) "উপমন্ত্রিতং **প্রব্রাজয়ন্** প্রিয়াহেতোঃ।" (৭ম শ্লোক) লেখা আছে কি না? এই স্থলে ২৬শ শ্লোকের এই অংশটুকু তুলিলেও তোলা যায়,—"অনুনীতাস্মি রামেণ গচ্ছতা বহুবিস্তরম্" ('গচ্ছতা') যাইতেছেন যে রাম, তৎকর্ত্তৃক বারংবার অনুনীত ('অস্মি') হইতেছি। 'প্রব্রাজয়ং' এইটীও বর্ত্তমান কালে শতৃপ্রত্যয় নিষ্পন্ন, আর 'নির্ব্বাসয়ৎ' এটীও বর্ত্তমানকালে শতৃপ্রত্যয় নিষ্পন্ন। তবে একটী বিশুদ্ধ আর অপরটী অশুদ্ধ হইল কেন? এক আধটী কথায় প্রবন্ধের মর্ম্মভেদ করিয়া দেওয়াই শীর্ষসূচিকা বা হেডিংএর উদ্দেশ্য। বাল্মীকি বার বার বর্ত্তমান কালের প্রত্যয় ব্যবহার করিয়াছেন,* আমরা তদনুসারে

* এইজন্যই ৩য় শ্লোকে 'প্রনষ্টম্', ২৪ ও ৩২ শ্লোকে 'বনং গতঃ' এই স্থলে আরম্ভ অর্থে ক্ত প্রত্যয় জানা যাইতেছে।

তাঁহার 'প্রব্রাজয়ৎ' শব্দের প্রতিরূপ (equivalent) 'নির্ব্বাসয়ৎ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। ইহাতে ভুল হইয়া থাকে, সে বাল্মীকির ভুল, সে বাল্মীকির দোষ, তজ্জন্য, "পরাপরাধেন পরাপমানং" গোচ্, আমাদের দণ্ড হয় কেন? তাহাতেই বলিতেছিলাম যে এরূপ অশুদ্ধ ধরা শুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিশুদ্ধভাবের অসদ্ভাবে ঘটিয়াছে। ইহাই প্রকৃত কথা। এ অবস্থায় আমরা যতই কেন বলি না, যতই কেন প্রমাণ প্রয়োগ তুলি না, সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিস্তার নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমরা যদি এখানে 'নির্ব্বাসয়ন্তং' না লিখিয়া 'নির্ব্বাসিতবন্তং' এরূপ ভূতকালের প্রত্যয় ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলে নিম্নলিখিত মন্তব্য বাহির করিয়া আমাদিগকে 'আস্ত ভূত' বানাইয়া দিতেন;—"সংগ্রহকারকগণ এস্থলে পুরাণ পাঠ করিতে বেদিতে বসেন নাই, রামায়ণে কি আছে না আছে দেখাইতে প্রবৃত্ত হন নাই, যে, রামায়ণের লিখিত ইতিবৃত্তের অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে, তাঁহাদিগের অধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি হইবে। তাঁহারা বালকদিগের সংস্কৃতশিক্ষোপযোগী সংগ্রহ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন; সুতরাং, তাঁহাদিগের সংগ্রহখানির শিক্ষোপযোগিতা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখাই প্রধান কার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সংগ্রহকারগণ পদে পদে স্বকর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি করিয়াছেন। এই দেখুন, প্রবন্ধে স্পষ্ট লেখা আছে 'প্রব্রাজয়সি', 'প্রব্রাজয়ন্' পদে বর্ত্তমান কাল, তথাপি হেডিংএ 'নির্ব্বাসিতবন্তং' এইরূপ ভূতকাল ব্যবহার করিয়া বালকদিগের শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া বসিয়াছেন।"

অকারণ পরের দোষোদ্ঘাটন করা আমার স্বভাবও নহে,

এবং পদোচিত কর্ম্মও নহে, আমি জানি; কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের ত্রুটিতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর কুসংস্কার জন্মাইতে দেওয়াও অত্যন্ত অনুচিত ও অকর্ত্তব্য মনে করিয়াই, অগত্যা, 'নির্বাসয়ন্তং' সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের আরও যে কয়েকটী অবোধ আছে তাহা ক্রমশঃ দেখাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

১ম অবোধ। ব্যাস, বা বাল্মীকি এরূপ স্থলে 'নির্বাস' বা নির্ পূর্ব্ব বস ধাতু কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা না জানা। 'নির্বাসয়ন্তং'শব্দের 'তাড়ান্তং' বা 'বনে পাঠান্তং' ছাড়া অন্য অর্থও হয়। ব্যাস ও বাল্মীকি, এরূপ স্থলে **বনে বাস করা অর্থে** 'নির্বাস' শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন,—

"অনির্বৃত্তেঽপি নির্বাসে যদি বীভৎসুরাগতঃ।
পুনর্দ্বাদশ বর্ষাণি বনে বৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ॥"

৫।৪৭ অং, বিরাটপর্ব্ব।

(বনবাস সম্পূর্ণ না হইলেও যদি অর্জ্জুন আসেন তাহা হইলে পাণ্ডবদিগকে আবার দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে।)

বাল্মীকি, আবার কৈকেয়ীমুখে, রামের প্রতি দশরথের বন-বাসের আজ্ঞা কিরূপে প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পাঠকগণ দেখুন,—

"পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে পিত্রা তে রঘুনন্দন।
শুশ্রূষিতেন প্রীতেন মহ্যং দত্তং বরদ্বয়ম্॥
ময়ায়ং যাচিতস্তত্র ভরতস্যাভিষেচনম্।

তব নির্বাসনং চৈব বর্ষাণি হি চতুর্দ্দশ ॥''৩২ ॥*

রাং অযোং ২৫ অং।

(হে রাম, তোমার পিতা ইতিপূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আমার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া, আমাকে দুইটী বর দেন। তাহাতে আমি প্রার্থনা করিয়াছি যে ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হউক, আর তোমার চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্বাসন [বনে বাস করান] হউক।)

রামচন্দ্র আবার 'নির্বাসন' শব্দের 'বনে বাস করান' অর্থ বুঝিয়াই কৈকেয়ীকে উত্তর দিতেছেন,—

"এবমস্তু নিবৎস্যামি বনে চীরজটাধরঃ।
চতুর্দ্দশৈব বর্ষাণি প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্ পিতুঃ॥" ২ ॥

রাং অযোং ২৬ অং।

(আচ্ছা, তাহাই হউক; আমি পিতার প্রতিজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বৎসর জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনে বাসই করিব।)

উপরি উক্ত বাল্মীকির বাক্যানুসারে যখন 'নির্ব্বাসন' শব্দের অর্থ 'বনে (বা তাদৃশ কোন নির্ব্বান্ধব প্রদেশে) বাস করান' স্থির হইতেছে, যখন নির্+বস+ণি+ল্যুট্ নিষ্পন্ন 'নির্ব্বাসন' শব্দের ঐরূপ অর্থ হওয়াই অধিকতর সঙ্গত হইতেছে, এবং

* দশরথ নিজেই বলিবেন মনে করিয়া রামচন্দ্রকে ডাকাইয়া আনেন, কিন্তু রামচন্দ্র উপস্থিত হইলে, হা রাম! বলিয়াই নিস্তব্ধ হইলেন, আর তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পিতার অকস্মাৎ এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া রামচন্দ্র শশব্যস্ত হইলেন এবং কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ, পিতার হঠাৎ এরূপ বিকৃত ভাবের কারণ কি? তদুত্তরে কৈকেয়ী এইরূপ বলিয়াছেন।

যখন কৈকেয়ী, এক দিন নয় দু দিন নয়, চতুর্দ্দশ বর্ষ রামের নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিয়াছেন, আর রামচন্দ্রও অম্লানবদনে তাহাতেই সম্মতি দিয়াছেন জানা যাইতেছে,—তখন রামচন্দ্রের পাকা চৌদ্দ বৎসর বনে থাকা চাইই চাই। তৎকালে রামচন্দ্র, না হয় বড় জোর তিন চারি দিন বনে বাস করিয়াছেন, তাহাতে চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ব্বাসন অতীত হইবে কেন, তার ত এখন অনেক বাকী, 'এই ত কলির সন্ধ্যা'। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"প্রবৃত্ত্যবিরামে শিষ্যা ভবন্তী," আরব্ধ কর্ম্ম যে পর্য্যন্ত না শেষ হয় সে পর্য্যন্ত 'ভবন্তী' (বর্ত্তমান কালে লট্) প্রয়োগ করিবে। দশরথ মনে করিলেই রামের বনবাস বন্ধ করিতে পারিতেন, রামকে ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন। সুমন্ত্রের মুখে রামচন্দ্রের দুর্দ্দশা অবগত হইয়াও দশরথ যখন কিছুমাত্র করিলেন না, তখন কৌসল্যা বুঝিলেন রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসই দশরথের অনুমত ও অভিপ্রেত তখনও আছে। তাই কৌসল্যা শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দশরথকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সে তিরস্কারের সময় যদি রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন অতীত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে আর কৌসল্যা দশরথকে তিরস্কারই করিবেন কেন? রামচন্দ্র ত ফিরিয়া আসিতেন। তাহাতেই বলিতেছিলাম রামচন্দ্রের 'নির্বাসন' (বনে বাস করান) তখনও অতীত হয় নাই, জাজ্বল্যমান বর্ত্তমান ছিল। অতএব এখানে বর্ত্তমানকালে শতৃ প্রত্যয় ভুল নহে। সম্পাদক মহাশয়, পুরাণে বিশেষ দৃষ্টি না থাকায়, 'নির্বাসন' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; 'বনে যাওয়ান' অর্থ বুঝিয়া ভুল ধরিতে গিয়া নিজে ধরা পড়িয়াছেন।

২য় অবোধ। বর্ত্তমান কাল ব্যতিরেকেও শতৃ প্রত্যয় হয় —এই সিদ্ধান্ত না জানা। পাণিনি সূত্র করেন "ধাতুসম্বন্ধে প্রত্যয়াঃ।" ৩।৪।১। ভট্টোজীদীক্ষিত উহার অর্থ করেন, "ধাত্বর্থানাং সম্বন্ধে যত্র কালে বিহিতাঃ প্রত্যয়াস্ততোঽন্যত্রাপি স্যুঃ।" যেমন "বসন্ দদর্শ।" ১১ সং মাঘ। 'বসন্' বর্ত্তমান কাল, আর 'দদর্শ অতীত কাল হইলে অর্থের সঙ্গতি হয় না, অতএব 'বসন্' পদে বর্ত্তমান কালে শতৃ নহে, ভূতকালে শতৃ। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, কেবল ধাতু-প্রত্যয় কেন, অন্যান্য প্রত্যয়ও এরূপ স্থলে অন্য কালে হয়, "অধাতুপ্রত্যয়ানামপি ধাতুসম্বন্ধে সাধুত্বং ভবতি। গোমান্ আসীৎ, গোমান্ ভবিতা ইতি।" ভাষ্য। মতুপ্ প্রত্যয় প্রথম উদাহরণে ভূতকালে, দ্বিতীয় উদাহরণে ভবিষ্যৎ কালে। বৃত্তিকার জয়াদিত্য, ও সুপদ্মকার পদ্মনাভ প্রভৃতিও ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনির উক্ত সূত্রানুসারেই, "আকর্ণয়ন্ লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ।" ১।৭। এই ভট্টিসন্দর্ভে জয়মঙ্গল শতৃ প্রত্যয় সাধু বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। অনুপদকার বলেন,"পবমানোঽবর্ত্তমানকালে, যজমানোঽবর্ত্তমানকালে অকর্ত্রর্থে ক্রিয়াফলে চ" ইতি। সংক্ষিপ্তসারকার প্রভৃতিও অবর্ত্তমানকালে শতৃ প্রত্যয় অনুমোদন করেন। এমত অবস্থায় 'নির্বাসয়ন্তং' বর্ত্তমান থাকিলেও পাণিনি প্রভৃতি মহাত্মারা এক আধটী ভূতক্রিয়ার যোগ দিয়া তাহাকে ভূত করিয়া তুলিতে পারেন। কথাই আছে, "ভগবান্ ভূততাং গতঃ"; সাধারণেও বলে "দশচক্রে ভগবান ভূত।" তাহাতেই বলিতেছিলাম, সম্পাদক মহাশয়ের পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে অবোধ আছে।

৩য় অবোধ। সামীপ্য কথাটী বড়ই অননুগত (vague); কখন দশ দিনকেও নিকট বলা যায়, কখন আবার একদণ্ডকেও নিকট বলিতে পারা যায় না। এমত অবস্থায় "বর্ত্তমান-সামীপ্য" শব্দে কিরূপ বর্ত্তমান সমীপ বুঝাইবে—তাহা লকারার্থ-দীপিকায় বলা আছে "ক্রিয়াবিনাভূতং ফলং যাবন্ন নিবর্ত্ততে, তস্য ফলস্য বর্ত্তমানতৈব তাবৎ প্রকৃতক্রিয়াবর্ত্তমান-সামীপ্যং। কদা আগতোঽসি ইতি ভূতপ্রশ্নে এষোঽহম্ আগচ্ছামীতি উত্তরং। অত্র এষ ইতি বর্ত্তমানসামীপ্যদ্যোতকং,—এষঃ আগমনাবিনাভূতশ্রমস্বেদাদিমান্। ততশ্চ ভূতমপি গমনং তৎফলেন স্বেদাদিনা বর্ত্তমানবৎ প্রতীয়তে ইতি" লকারার্থদীপিকা। ইহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল যে পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান থাকে সে পর্য্যন্ত ক্রিয়ার বর্ত্তমান-সামীপ্য থাকে। দশরথের রামনির্ব্বাসন অতীত হইলেও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল তখনও জ্বলন্ত অনলের ন্যায় বিলক্ষণ জাজ্বল্যমান ছিল, তখনও দশরথ শোকে অভিভূত, শয্যাগত ও মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন, তখনও অযোধ্যায় হাহাকার নিবৃত্ত হয় নাই, সুমন্ত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া তখনও পৌরগণ বিলক্ষণ বিলাপ করিতেছিলেন। তখনও লোকের বিশ্বাস ছিল রাম বনে বাস করিবেন না, ফিরিয়া আসিবেন। তাহাতেই বলিতেছিলাম সমালোচক মহাশয়ের সমালোচনাকালে বর্ত্তমান কালের সামীপ্য জ্ঞান ছিল না।

৪র্থ অবোধ। শতৃ, শানচ্ ও লট্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের সময় বিশেষে বর্ত্তমান কাল অর্থ অবিবক্ষা করিতে হয়—এই সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত না জানা।

"তিষ্ঠতাস্তপসি পুণ্যমাসৃজন্
সম্পদোঽনুগুণয়ন্ সুখৈষিণাম্।
যোগিনাম্পরিণমন্বিমুক্তয়ে
কেন নাস্ত বিনয়ঃ সতাম্প্রিয়ঃ॥" ৪৪॥ ১৬ সং কিরা।

"তপসি তিষ্ঠতাস্তপোনিষ্ঠানাম্।" মল্লিনাথ।

এখানে 'তিষ্ঠতাং'এর শতৃপ্রত্যয়ের বর্ত্তমান কাল অর্থ মল্লিনাথ রাখেন নাই, রাখাও যায় না। কেবল 'তিষ্ঠতাং'এরই কেন, এ শ্লোকে যে কয়েকটী শতৃপ্রত্যয় আছে তাহার কোন-টীরই বর্ত্তমান কাল অর্থ থাকিতে পারে না। যেই তপস্যা আরম্ভ করিল, যেই সুখ ইচ্ছা করিল এবং যেই যোগাসনে বসিল, অমনি বিনয়, তপস্বীদিগের পুণ্য, সুখার্থীদিগের সম্পদ্ দিতে লাগিল ও যোগীদিগের মুক্তির নিমিত্ত পরিণত হইয়া পড়িল। এরূপ বিনয় কেনই বা (সতাং) বর্ত্তমান-বিদ্যমান লোকের প্রিয় না হইবে? এ শ্লোকের এরূপ অর্থ কি কেহ করিয়া থাকে, না করা সঙ্গত?

"অসৌ মহাকালনিকেতনস্য
বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভি-
র্জ্যোৎস্নাবতো নির্ব্বিশতি প্রদোষান্॥" ৩৪॥ ৬ সং রঘু।

অবন্তীনাথ ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভাতে সমাসীন আছেন, এমত অবস্থায় তাঁহার চন্দ্রমৌলির নিকটে (বসন্) বর্ত্তমান বাস করা বা (প্রদোষান্ নির্ব্বিশতি) প্রদোষের বর্ত্তমান অনুভব করা রূপ অর্থ কোনমতেই সঙ্গত হয় না, সুতরাং বর্ত্তমান অর্থ ত্যাগ করিতে হয়।

"আহূতঃ পার্থেনাথ দ্বিষন্মুরম্।" ১।২ সং মাঘ।

"মুরং দ্বিষন্ মুরারিঃ।" মল্লিনাথ।

এখানে মুর নামক অসুরকে মারিতেছেন এরূপ অর্থ নহে।

"যোঽর্চ্চিতং প্রতিগৃহ্লাতি দদাত্যর্চ্চিতমেব চ।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকং তু বিপর্য্যয়ে॥" ২৩৫॥
৪ অং মনু।

অর্চ্চিত বস্তুর দাতা ও প্রতিগৃহীতা, দান ও প্রতিগ্রহ করিতে করিতে স্বর্গে যাইতেছে, এরূপ কথনও কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই, সুতরাং বলিতে হয় 'প্রতিগৃহ্লাতি,' 'দদাতি' এবং 'গচ্ছতঃ'র বর্ত্তমান অর্থ বিবক্ষিত নয়।

"ব্রহ্মচারিণং বহুকালং গুরুকুলে বসন্তং নৈষ্ঠিকোঽয়মিতি মত্বা বিভাগসময়ে তস্মৈ ভাগমপ্রকল্প্যৈব ভ্রাতরঃ সর্ব্বং দায়ং বিভজ্য গৃহীত্বা পশ্চাদ্‌গুরুকুলাদাগতং যং ভাগার্থিনং কবিং বিদ্বাংসং যবিষ্ঠং প্রতি ততং তাতং দায়ং ব্যভজন্নিত্যর্থঃ।"
৯ স্কন্ধ ৪ অং ২ শ্লোক শ্রীধরস্বামী।

এখানে 'গুরুকুলে বসন্তং'এর বর্ত্তমানকাল বিবক্ষা কোন মতেই চলে না। অথবা লম্বা লম্বা সন্দর্ভ তুলিবারই দরকার কি? গোটাকতক সচরাচর ব্যবহার্য্য শব্দ তুলিয়া দিলেই ত পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন। 'বিদ্বৎ', 'দ্বিষৎ', 'যজমান' প্রভৃতি শব্দে শতৃ বা শানচের অর্থ বর্ত্তমান কাল বিবক্ষিত হইলে 'পণ্ডিত, 'শত্রু' ও 'যজমান' যথন নিদ্রিত থাকিবেন তথন ত তাঁহারা জানিতেছেন না, দ্বেষ করিতেছেন না, ও যাগ করিতেছেন না; তবে কি নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাদিগকে যথাক্রমে 'বিদ্বৎ', 'দ্বিষৎ' ও 'যজমান' শব্দে উল্লেথ করা যাইবে না?

কিংবা অত কথায় বা কাজ কি, 'বর্ত্তমান' শব্দটীই দেখুন না কেন—'বৃত' ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে শানচ্ প্রত্যয় করিয়া "বর্ত্ততে ইতি বর্ত্তমানং" বর্ত্তমান সিদ্ধ হইয়াছে। এই বর্ত্তমান শব্দে শানচ্ প্রত্যয়ের অর্থ বর্ত্তমান কাল যদি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে বর্ত্তমানকালের অন্তরে আবার একটী বর্ত্তমানকাল ঢুকিল, সে বর্ত্তমান কাল কিরূপ? আবার সে বর্ত্তমান শব্দটীও ত বর্ত্তমানকালে শানচ্প্রত্যয়নিষ্পন্ন, সেই শানচের অর্থ বর্ত্তমান যদি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে আবার একটী বর্ত্তমানকাল আসিয়া পড়িল, সেই বর্ত্তমানই বা কিরূপ? তাহার অন্তরেও ত আবার বর্ত্তমান কাল আছে, সেই বা কিরূপ হইবে? এইরূপ এক বর্ত্তমান কালের মধ্যে অনন্ত বর্ত্তমান কাল প্রবিষ্ট করিলে অনিষ্টের আর সীমা থাকিবে না। তাহাতেই বলিতেছিলাম যে, অন্ততঃ বর্ত্তমান কালবোধক 'বর্ত্তমান' শব্দের শানচ্ প্রত্যয়ে আর বর্ত্তমান অর্থ বিবক্ষিত নাই সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

৫ম অবোধ। প্রত্যয়ার্থ কাল কোন্ স্থানে বিবক্ষিত হয় আর কোন্ স্থানে অবিবক্ষিত হয়, তাহা না জানা। যদিও পূর্ব্বপ্রদর্শিত উদাহরণগুলির দ্বারা কোন্ স্থলে অবিবক্ষিত হয় তাহা একপ্রকার বলিয়া দেওয়াই হইয়াছে, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবের সহিত এরূপ বাগাড়ম্বরের সম্বন্ধ কি আছে দেখাইবার জন্য কিছু বলা আবশ্যক হইয়াছে।

"অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরঃ পতনমৃচ্ছতি।"

এই বচনের অর্থ এই—সাক্ষ্য না দেওয়া আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া উভয়েতেই মনুষ্য পতিত হয়।

যদি 'অব্রুবন্', 'বিব্রুবন্'ও 'ঋচ্ছতি'র বর্ত্তমান কাল বিবক্ষা করা যায় তাহা হইলে অর্থ হয়, যিনি এক্ষণে না বলিতেছেন বা বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন তিনিই পতিত হইতেছেন; এরূপ অর্থ হইলে যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে সাক্ষ্য না দিয়াছেন বা পরে না দিবেন কিংবা সাক্ষ্যে বিপরীত বলিয়াছেন বা বলিবেন তাঁহাদিগেরও যে নরকপ্রাপ্তি হয় তাহা এ বচন দ্বারা বুঝায় না। একারণ যেমন এস্থলে শতৃ প্রত্যয়ের অর্থ অবিবক্ষিত করিতে হয়, সেরূপ 'নির্বাসয়ন্তং'ই বলুন আর 'নির্বাসিতবন্তং'ই বলুন, প্রত্যয়ার্থ বর্ত্তমানকালই হউক আর ভূতকালই হউক, উহা পরিত্যাগ করিতে হইবেই হইবে। যেহেতু প্রাণাধিক সর্ব্বগুণান্বিত রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসন করাই দশরথের প্রতি কৌসল্যার তিরস্কারের কারণ, তা নির্ব্বাসন হইতেছেই হউক আর হইয়া গিয়াছেই হউক, "পাকা কলা কি কাঁচা কলা?"র ন্যায় তাহাতে কিছু আসে যায় না; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র নির্বাসনই তিরস্কারের কারণ, নির্বাসনের বর্ত্তমান বা অতীত কালের সহিত তিরস্কারের কোন সম্বন্ধই নাই। তিরস্কারের সহিত কালের সম্বন্ধ না থাকায় এখানে কাল বক্তব্যই নহে, যাহা বক্তব্য না হয় তাহার বিবক্ষা (বলিতে ইচ্ছা) হইতে পারে না; অবক্তব্য বিষয়ে বলিতে ইচ্ছা করিলেই লোকে পাগল বলে। অতএব সিদ্ধ হইল এখানে কাল অবিবক্ষিত। যদি কাল অবিবক্ষিতই হইল, তবে 'নির্বাসয়ন্তং'কে ছাড়িয়া 'নির্বাসিতবন্তং' বলিয়া ভূতের আশ্রয় লওয়া কেন, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অকারণ শীর্ষস্থ 'নির্বাসয়ন্তং'কে নির্ব্বাসন করিবার হুকুম দেওয়া সম্পাদক মহাশয়ের কতদূর সুবিবেচনার কার্য্য

হইয়াছে তাহা সুবিবেচক পাঠক মহাশয়দিগের বিবেচনাধীনে আনিবার জন্য আপীল করা গেল।

"ভুল নং ৫। পৃ, (১) ফুটনোট। দক্ষিণা এই অব্যয় শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'ত্য' প্রত্যয় করিলে 'দক্ষিণাত্য' হয়, দাক্ষিণাত্য হয় না। সেইজন্য ইহা ভুল। দক্ষিণা শব্দের উত্তর 'ত্যণ্' প্রত্যয় করিলে 'দাক্ষিণাত্য' হয়। প্রথম লাইনেই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বিদ্যাপ্রকাশ!"

এই সমালোচনা পাঠে আমার ভয়ানক সন্দেহ হইতেছে, সমালোচক মহাশয় মুগ্ধবোধের প্রভাবে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"র ন্যায় নিজেই মুগ্ধবোধ হইয়া গেলেন না কি? অথবা উপদেবের উপাসনায় মনোনিবেশ করিয়া ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত ভুলিলেন না কি? পরম কারুণিক ঈশ্বর করুণাবশতই হউক বা উপদেবের উপাসনায় দিন দিন সাধারণের বোধ মুগ্ধ (মোহাচ্ছন্ন) হইতেছে দেখিয়াই হউক, অনুবন্ধাদি* বন্ধনীর উচ্ছেদ করিয়া সংস্কৃত সংসারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন, এবং উপক্রমণিকা পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়া সংস্কৃত সংসারে সাধারণের প্রবেশাধিকার সুকর ও সুলভ করিয়া তুলিয়াছেন; ঈশ্বরের 'আদিকর্ত্তা' নামটী সার্থক করিয়াছেন।

---

* বৈয়াকরণেরা কার্য্যবিশেষ সিদ্ধি করিবার আশয়ে যে সকল সাঙ্কেতিক অক্ষর প্রত্যয়াদির সহিত ব্যবহার করেন তাহাকে অনুবন্ধ কহে; অনুবন্ধ অক্ষরের প্রয়োগ-কালে লোপ (অনুচ্চারণ) হয়। যেমন এই 'ত্য' প্রত্যয়ে বোপদেব 'ণ্' অক্ষরটীর যোগ দিয়া বৃদ্ধিকার্য্য সিদ্ধি করিলেন, 'ণ্' অক্ষরটীর প্রয়োগ-কালে উচ্চারণ হয় না, লোপ হয়। অনুবন্ধকেই 'ইৎ' বলা যাইতে পারে।

সেই উপক্রমণিকা (বা তাহার নকল কোন ব্যাকরণ) যাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, এই প্রবেশিকাখানিও তাঁহাদিগেরই পাঠ্য পুস্তক, পাঠকগণ, এটা যেন স্মরণ থাকে। এমত অবস্থায় এ পুস্তকে উপক্রমণিকার প্রণালী অনুসরণ করাই উচিত ও বিধেয়; এ বিষয়ে বোধ হয় পাঠকগণ আমার সহিত একমত হইবেন। উপক্রমণিকাতে যথাক্রমে 'সু' (বা 'সি') 'জস্' ও 'শস্'এর পরিবর্ত্তে ':' 'অঃ' ও 'অঃ', 'ক্ত্বাচ্' 'ক্তবতু' ও 'ক্ত'র পরিবর্ত্তে 'ত্বা' 'তবৎ' ও 'ত', এবং 'ময়ট্' 'মতুপ্' ও 'বতুপ্'এর পরিবর্ত্তে 'ময়' 'মৎ' ও 'বৎ' প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরাও তদনুসারে 'ত্যণ্'এর পরিবর্ত্তে 'ত্য' প্রত্যয় ব্যবহার করিয়াছি।

এক্ষণে freethinkerএর কাল পড়িয়াছে; আজকাল ঈশ্বরের দোহাই দিলে চলিবে না, যুক্তি দেওয়া চাই—যদি বলেন, তাহা হইলে কিছু যুক্তিও দিই, অনুগ্রহ করিয়া শুনুন। ব্যাকরণ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য সংক্ষেপে সাধু পদ পদার্থ নির্ণয় করা। ব্যাকরণপ্রণেতা আচার্য্যগণ ঐ উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সংজ্ঞা পরিভাষাদি করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আবার নবীন গ্রন্থকারগণ প্রাচীন প্রণালী অপেক্ষা, সর্ব্বত্র সহজ হউক আর না হউক, স্বল্প করিতে বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছেন। পাণিনি ক, খ, গ, ঘ ও ঙ প্রভৃতি পাঁচ পাঁচটী বর্ণের যথাক্রমে কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গ সংজ্ঞা করিয়াছেন। বোপদেব কু, চু, টু, তু ও পু সংজ্ঞা করিয়াছেন। লটের প্রথম পুরুষের একবচনের, পাণিনি 'তিপ্', ক্রমদীশ্বর 'তিঙ্' ও সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য 'তি' সংজ্ঞা দিয়াছেন। অন্য কথায় কাজ কি

এই 'ত্য' প্রত্যয়ই কেন দেখুন না। পাণিনি 'ত্যক্' আর বোপদেব 'ত্যণ্' সংজ্ঞা দিয়াছেন। পাণিনি 'ত্যক্' প্রত্যয় বলিয়াছেন, সুতরাং পাণিনিকে 'ক' অনুবন্ধ থাকিলেও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। বোপদেব দেখিলেন 'ণ' অনুবন্ধে 'ষণ্' প্রভৃতি প্রত্যয় স্থলে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার আবশ্যক আছে, তবে আবার 'ক' অনুবন্ধে বৃদ্ধির ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা কেন? এই ভাবিয়া তিনি পাণিনির 'ক' অনুবন্ধের পরিবর্ত্তে 'ণ' বসাইয়া 'ত্যণ্' করিয়া তুলিলেন। কথাই আছে "তা বড়র উপর তা বড় আছে"। আধুনিক নব্য একদল ব্যাকরণাচার্য্য আরও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া বলেন, যে বহুতর স্থলে কার্য্যবিশেষের সিদ্ধি করিতে সাধারণ প্রত্যয়ে (অনট্ ও ণিচ্ প্রভৃতিতে) অনুবন্ধের আবশ্যকতা থাকিলেও সে কথা এখানে কেন? 'ত্যক্'ই বলুন আর 'ত্যণ্'ই বলুন, এ প্রত্যয়টী ত সাধারণ নহে। দক্ষিণা, পশ্চাৎ ও পুরস্, এই তিনটী মাত্র পদের উত্তর এই প্রত্যয় হয়, আর তদ্দ্বারা তিনটী মাত্র পদ নিষ্পন্ন হয়—দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য (কিংবা পাশ্চাত্ত্য) আর পৌরস্ত্য। পাণিনির সূত্র "দক্ষিণা পশ্চাৎ পুরসস্ত্যক্"। ৪।২।৯৮। এরূপ স্থলে দক্ষিণাদি তিনটী শব্দের পর 'ত্য' প্রত্যয় করিলে দাক্ষিণাত্যাদি তিনটী পদ নিপাতিত হয়, এরূপ বলাই সুবুদ্ধির কাজ। অনুবন্ধবিশেষের যোগ দিয়া দাক্ষিণাত্যাদি তিনটী পদ সিদ্ধ করিতে গেলে, বৃদ্ধি কোন্ সূত্র হইতে হইল? দক্ষিণার আকারের হ্রস্ব না হইল কেন? পশ্চাৎ শব্দের 'ত'এর লোপ হইবে কি না? হয়ত কোন্ সূত্র হইতে হইবে? ইত্যাদি বিষয়ের বিবেচনার ভার বালকদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিতে হয়; নিপাতন

করিলে আর কোন উৎপাতই থাকে না, যেহেতু, নিপাতনে সাধন প্রণালী দেখাইতে হয় না। একথাটী নূতন নহে, সকল বৈয়াকরণেরাই নিপাতনস্থলে সাধনপ্রণালী দেখান নাই। পাণিনির ৩।১।১১৪ সূত্র দেখুন, 'রাজসূয়', 'সূর্য্য', ও 'মৃষোদ্য' প্রভৃতি পদ ক্যপ্ প্রত্যয়ে নিপাতন করিয়াছেন। মুগ্ধবোধের ৪৪৮ সূত্র দেখুন, অস্ত্যর্থে 'বাগ্মিন্', 'বাচাট', এবং 'বাচাল' নিপাতনে সিদ্ধ করিয়াছেন, সাধনপ্রণালী দেখান নাই।

আমরা এই নব্য ব্যাকরণাচার্য্যদিগের মতাবলম্বী; সুতরাং 'ত্য' লিখিয়াছি। যখন অনুবন্ধটী কোন কার্য্যেরই নয়, উহা কেবল ব্যক্তিবিশেষের পদসাধনোপযোগী সঙ্কেতমাত্র (সকলকেই যে তদনুসারে চলিতেই হইবে এরূপ বেদবিধি বা রাজাজ্ঞা নাই), তখন 'ত্য' লেখাটী ভুল হইল কেন? 'ত্যণ্' লিখিলেও পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ ভুল বলিতে পারিতেন। তাহাতেই বলিতেছিলাম সুরসিক সমালোচক মহাশয় ঠাট্টা করিতে বসিয়া সত্যকথা বলিয়া বসিয়াছেন, "প্রথম লাইনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা প্রকাশ পাইয়াছে"।

"ভুল নং ৬। প্রশাসিতা—নিয়ন্তা, arbiter, chief manager oft he household affairs. ১৯ পৃ. (৫) ফুটনোট। এখানে theটা কেমন কেমন লাগে।" এই বলিয়া, ইংরাজী ভাষার একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান্ টনি সাহেবকে পর্য্যন্ত, এই theটী তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই বলিয়া ঠাট্টা করা হইয়াছে।

যেরূপ শুনিয়াছি, যিনি দুই তিন বার বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছেন (ইংরাজী বিষয়ে ফেল্ হউন না কেন, তাতে কি আসে যায়, পরীক্ষা ত দিয়াছেন), যিনি ইংরাজীর জলন্ত

authority টনি সাহেবকে পর্য্যন্ত ঠাট্টা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, তাঁহার সহিত আমি ইংরাজী—ইংরাজী বলিয়া ইংরাজী 'the' শব্দের প্রয়োগ!—যে 'the' শব্দের প্রয়োগ-সম্বন্ধে দিন দিন ইউরোপে মতপরিবর্ত্তন হইতেছে—সেই 'the' শব্দের প্রয়োগ বিষয়ের তর্কে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করি না; তবে এ সম্বন্ধে কোন অদ্বিতীয় ইংরাজ authorityর মন্তব্য তুলিয়া দিতেছি,—

"Probably an Englishman would not have noticed the blot unless he had been on the lookout. It is perhaps an expression an Englishman would not have used, but it is not a bad error."

এ বিষয়ে নিজে কিছু বলিতে পারিলাম না বলিয়া আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ হইতেছে না, যেহেতু ইংরাজী জানি বলিয়া আমার অভিমান নাই। আমি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সে সম্প্রদায়ের লোকের দুএকটী ইংরাজী কথার মানে বুঝাই যথেষ্ট! তাহার উপর আবার give the door না বলিলেও বলিয়াছি বলিয়া যদি কেহ প্রশংসা করেন, তবে সে আমার পরম সৌভাগ্যের কথা।

সেদিন একজন উচ্চপদাভিষিক্ত ইংরাজ কথাপ্রসঙ্গে বলেন 'যাঁহাদিগের মাতৃভাষা নয় বলিয়া পদে পদে লিখিতে ও বলিতে ইংরাজীর ভুল হয় (হওয়াই সম্ভব), তাঁহারা আবার সংস্কৃত পুস্তকে একটী ইংরাজী theর ভুল (সংস্কৃত না জানায় উহা আমি ঠিক ভুল কি না জানি না) ধরিয়া বিজ্ঞবর টনি সাহেবকে পর্য্যন্ত ঠাট্টা করেন কেন? ইহারাই নয় সংবাদপত্রে নিরপেক্ষভাবে মতামত দিবার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন!'

"ভুল নং ৭। পুণ্যকর্ম্মলভ্যাৎ। ৪৮ পৃ. ফুটনোট (২)। মূলে আছে 'সৎকর্ম্মোপার্জ্জিতাৎ', ইহা অতীত কাল, অর্থ, যাহা সৎকর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জন করা হইয়াছে। টীকায় আছে ভবিষ্যৎ কাল, অর্থ, পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যাহা লাভ করা যাইতে পারে। 'পুণ্যকর্ম্মলব্ধাৎ' হইলে ঠিক হইত। কর্ত্তারা কি বলেন?"

এটী এতই অসার যে ভুলধরাটীর 'ধরাটী' বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না। এটীতে "ভট্টস্য কট্যাং শরটঃ প্রবিষ্টঃ"র গোচ্ সমালোচক মহাশয়ের যে এপর্য্যন্ত first stage (বৈয়াকরণ-ভাব) অতিক্রম হয় নাই তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। 'ভট্টস্য কট্যাং' সংক্রান্ত ইতিবৃত্তটী সকলের না জানা থাকিতে পারে, একারণ তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কোন একজন অধ্যাপকের নানাশাস্ত্রের ছাত্র থাকিলেও তার্কিক ছাত্রেরাই অধিকতর প্রিয়পাত্র ছিল। অধ্যাপকের সহধর্ম্মিণী তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে অধ্যাপক উপরি উক্ত সন্দর্ভটী অন্তঃপুরে প্রবেশদ্বারের শীর্ষদেশে লিখিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেন। পাঠনার সময়ে অধ্যাপকের অনুপস্থিতি হওয়ার ক্রমশঃ সকল শ্রেণীর ছাত্রই আসিয়া গুরুপত্নীকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গুরুপত্নী কিছুমাত্র না বলিয়া ঐ সন্দর্ভটী দেখাইয়া দিলেন। তাহাতে বৈয়াকরণ ছাত্রগণ, "আচ্ছা, 'ভট্টস্য' কিসে ষষ্ঠী? 'কট্যাং' দ্বিতীয়া না হইয়া সপ্তমী হইল কেন? 'প্রবিষ্টঃ' কোন্ কালে কোন্ বাচ্যে ক্ত হইল?" এই ভাবিতে ভাবিতেই শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্মার্ত্তছাত্রগণ আবার, 'হ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! কটিদেশে কৃকলাস-প্রবেশ। এ

কোন্ পাপের পরিপাক ? ইহার প্রায়শ্চিত্তই বা কি ?' এই ভাবিতে লাগিলেন, ইহাতেই তাঁহাদের মুণ্ডু ঘুরিয়া গেল। কিন্তু তার্কিক ছাত্রগণ ভাবুক, তাঁহারা শব্দের ধার তত ধারেন না, 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ', বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ কি, তাহাই নির্ণয় করিতে পটু। তাঁহারা সন্দর্ভটী পাঠ করিয়া বলিলেন, 'এরূপ অসম্ভব ঘটনা কখনই ঘটিতে পারে না, ঘটিলেই বা বাটীর প্রবেশদ্বারের শীর্ষদেশে এরূপ অবস্থায় এরূপ লেখা কিরূপে সম্ভবে, অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই এই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। ব্যাকরণ ভুল হয় হউক, পাণিনি আসিয়া দোহাই দিলেও মানি না, এ সন্দর্ভের প্রকৃত অর্থই এই। ইহাতে কিছু ব্যাকরণ ভুল হইয়া থাকে সে লেখকের দোষ।'

এস্থলে ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছে ; সম্পাদক মহাশয় সন্দর্ভের প্রকৃত অর্থ কি তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিজের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণতার পরিচয় দিয়াছেন।

যে প্রস্তাবে 'সৎকর্ম্মোপার্জ্জিতাৎ' কথাটী আছে তাহা এই ;—কৌসল্যা নানাবিধ বিলাপ করিয়া পুনরায় দশরথকে যুক্তিযুক্ত কয়েকটী কথা বলিলেন, হে রাজন্, লোকের চারিটী গতি আছে—প্রথম আত্মা, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় সজ্জন, চতুর্থ ধর্ম্মসঞ্চয়। আপনি সচ্চরিত্র রামকে বিনা কারণে বনবাস দিয়া সেই চারিটী গতিই হারাইলেন। (২৭,২৮ এবং ২৯ শ্লোক।) দশরথ রামের বনবাস দ্বারা এ চারিটী গতি কিরূপে হারাইলেন, তাহাই দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত কৌসল্যা বলিতেছেন—

"নহি রামং পরিত্যজ্য চিরং শক্ষ্যসি জীবিতুম্।
সৎকর্ম্মোপার্জ্জিতাল্লোকাৎ কৈকেয্যর্থে পরিচ্যুতঃ ॥ ৩০ ॥"

রামকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই আপনি অধিককাল জীবিত থাকিতে পারিবেন না এবং (রামকে অকারণ বনবাস দেওয়াতে) 'সৎকর্ম্মোপার্জ্জিত' লোক হইতে আপনি পরিচ্যুত হইয়াছেন, বা আপনাকে পরিচ্যুত হইতে হইবে। অর্থাৎ আপনার আর সৎকর্ম্মের ফল স্বর্গ হইতেছে না, স্বর্গ না হইলে ধর্ম্মসঞ্চয় বৃথা হইল। পাঠকগণ, এক্ষণে দেখুন 'সৎকর্ম্মোপার্জ্জিত' শব্দের অন্তর্গত 'অর্জ্জিত' পদের যদি 'লব্ধ' (যাহা পাওয়া গিয়াছে) এরূপ অর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্লোকার্দ্ধের অর্থ এই হইবে যে আপনি সৎকর্ম্ম দ্বারা যে লোক পাইয়াছিলেন তাহা হইতে পরিচ্যুত হইয়াছেন।

"সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি"। ছা. উপনিষদ্।
"তেষু সম্যক্ বর্ত্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্"।
৫। ২ অ। মনু।

ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি দ্বারা জানা যাইতেছে সৎকর্ম্ম করিলে স্বর্গাদি লোক পাওয়া যায়, কিন্তু সে কখন? এই ভৌতিক দেহের অবসানের পর। যুধিষ্ঠির সকায়ে স্বর্গ যাইবার জন্য ঢের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দশরথ পুত্রশোকে তৎকালে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিলেও যে জীবন্ত ছিলেন তাহা উপরি উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণেই প্রকাশ আছে, সুতরাং তখনও তাঁহার সৎকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলোক 'লব্ধ' হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে বিনাপরাধে রামচন্দ্রকে বন-বাস দেওয়াতে সমালোচক মহাশয় চটিয়া দশরথকে ভূত

করিতে চাহেন করুন, তাহাতে আমাদের কোন কথাই নাই। তাহাতেই বলিতেছিলাম যে সমালোচক মহাশয় সংকর্ম্মোপার্জ্জনে ভূত আছে দেখিয়া আর একটী নূতন ভূত আনিয়া দশরথের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছেন।

প্রকৃত কথা—সমালোচক মহাশয়, অর্জ্জন ও লাভের যে স্থলবিশেষে অর্থগত অনেক বৈলক্ষণ্য থাকে, তাহা প্রণিধান করেন নাই। হয় ত সংস্কৃত ব্যবহার শাস্ত্র বা Hindu Law তাঁহার দেখা নাই।

১। গোতম মুনি ব্যবস্থা দিয়াছেন, "উৎপত্ত্যৈব অর্থং স্বামিত্বাং লভেত।" স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পিতৃস্বত্বোপরম এব জন্মনা তৎস্বত্বসম্পাদনাৎ স্বামিত্বেন তদ্ধনং পুত্রো লভেত ইত্যেতৎপরং।" দায়তত্ত্ব।

অর্থাৎ, পিতৃমরণের পরই পুত্রের জন্মনিবন্ধন পিতৃধনে স্বত্ব হওয়ায় স্বামিত্ব ঘটে বলিয়া পিতৃধন পুত্র লাভ করে (পায়)।

২। জীমূতবাহন 'পুত্রের জন্মমাত্রই পিতৃধনে স্বত্ব হয়', এ মত খণ্ডনাভিপ্রায়ে লেখেন, "নম্বর্জ্জয়িতৃব্যাপারোঽর্জ্জনং অর্জ্জনাধীনস্বামিভাবশ্চার্জ্জয়িতা তেন পুত্রব্যাপারো জন্মৈবার্জ্জনং যুক্তং·········অতএবোক্তং কচিজ্জন্মৈব যথা পিত্র্যে ধনে।"

অর্থাৎ, যে কোন রূপই হউক অর্জ্জন ব্যতিরেকে কোন বস্তুতে কাহারই স্বত্ব জন্মে না, পিতৃধন যে পুত্র পায় তাহাতেও অর্জ্জন আছে, সেস্থলে পুত্রের জন্মই অর্জ্জন। অতএবই উক্ত হইয়াছে 'কোন স্থানে জন্মই অর্জ্জন, যেমন পৈতৃক ধনে।'

জীমূতবাহন, 'জন্মই সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বত্বের কারণ নহে' নির্ণয় করিয়া, আবার বলেন, "কচিজ্জন্মৈবেতি চ জন্মনিবন্ধনত্বাৎ

পিতাপুত্রসম্বন্ধস্য পিতৃমরণস্য চ স্বত্বকারণত্বাৎ পরম্পরয়া বর্ণনম্।" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, যদিও জন্ম পিতৃধনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে (immediately) পুত্রের স্বত্বের কারণ নহে সত্য, তথাপি, জন্ম হইলে পিতাপুত্রসম্বন্ধ হয়, আর পিতৃমরণে পিতৃধনে পুত্রের স্বত্ব জন্মে, এইরূপে পরম্পরায় (remotely) জন্ম পিতৃধনে পুত্রের স্বত্বের কারণ বলিয়া, 'কোন স্থানে জন্মই অর্জ্জন' বলা হইয়াছে।

পাঠকগণ, এক্ষণে দেখুন গোতম ও রঘুনন্দন, পুত্রের জন্মকে স্বত্বসম্পাদনদ্বারা (by creation of right) পৈতৃকসম্পত্তিলাভের (possession) কারণ বলিলেন; আর, জীমূতবাহন সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় পিতৃধনে পুত্রের স্বত্বের কারণ বলিয়া জন্মের নাম অর্জ্জন দিলেন। তবেই হইল, অর্জ্জন লাভের কারণ, অর্জ্জন ও লাভ এক নয়; অর্জ্জনকে লাভ বলা আর বাপকে ব্যাটা বলা সমান কথা। অর্জ্জন যখন লাভের কারণ হইল, তখন অর্জ্জন হইলেই লাভ করা যাইতে পারে; অর্জ্জনের দ্বারা বস্তু লাভের যোগ্য হয়। তাহাতেই বলিতেছিলাম অর্জ্জিতের অর্থ লভ্য বলাই সুসঙ্গত হইতেছে, 'লব্ধ' বলা যাইতে পারে না।

অর্জ্জিত-লোকেরও পরে প্রাপ্তির কথা পশ্চাল্লিখিত সন্দর্ভে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

"তারামাশ্বাসয়ামাস হনূমান্ কপিসত্তমঃ ॥ ১ ॥

* * * * * * * *

গতে ধর্ম্মার্জ্জিতান্ লোকান্ নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩ ॥

২৩ অং। কিষ্কিং রাং।

পতিশোকে কাতরা তারাকে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সান্ত্বনা করিতে-

ছেন,—বালী ধর্ম্মার্জ্জিত লোকসকল পাইয়াছেন, অতএব তোমার এরূপ শোক করা উচিত নহে। অর্জ্জিত আর লব্ধ বা প্রাপ্ত এক হইলে "অর্জ্জিতান্ গতে" (প্রাপ্তে) এরূপ উল্লেখ কোন মতেই সম্ভব হইত না।

যাহা হউক অর্জ্জিতে ভূত প্রত্যয় হওয়ায় সমালোচক মহাশয়ের লভ্যের প্রতি যদি আশঙ্কা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার নিকট মহাপুরুষদত্ত অনেকগুলি মন্ত্র আছে, এখনি ভূত ছাড়াইয়া দিতেছি।

১। পাণিনি এই মন্ত্রটী দিয়াছেন—

"নপুংসকে ভাবে ক্তঃ"। ১১৪।৩।৩।

"অর্শ আদিভ্যোঽচ্"। ১২৭।২।৫।

পাণিনি প্রথম সূত্রে সর্ব্বকালে ভাববাচ্যে "ক্ত"র বিধান করিলেন। দ্বিতীয় সূত্রে 'অস্তি' (বিদ্যমানতা) অর্থে 'অচ্' প্রত্যয়ের বিধান করিলেন। পতঞ্জলি এই দুইটী মন্ত্রের বলে "বিভক্তা ভ্রাতরঃ, পীতা গাবঃ" ইত্যাদি স্থলে কর্ত্তা ভূতের আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন।

ভাষ্যের মন্ত্রপাঠ এই,—"বিভক্তা ভ্রাতরঃ, পীতা গাবঃ ইতি ন সিধ্যতি ****** কিংকারণং। প্রকৃতেঃ প্রত্যয়পরবচনাৎ, পরিগণিতাভ্যঃ প্রকৃতিভ্যঃ পরঃ ক্তঃ স্বভাবতঃ কর্ত্তারমাহ, নচেমাস্তত্র পরিগণ্যন্তে। ন তর্হীদানীময়ং সাধুর্ভবতি। ভবতি সাধুর্ন তু কর্ত্তরি। কথং তর্হি কর্ত্তৃত্বং গম্যতে। অকারো মত্বর্থীয়ঃ, বিভক্তমেষামস্তীতি বিভক্তাঃ, পীতমেষামস্তীতি পীতা ইতি"। ৩।৪।৬৭। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, 'বিভক্ত' ও 'পীত' ইত্যাদি পদ কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত'প্রত্যয়নিষ্পন্ন নহে; ভাব-

বাচ্যে বিহিত 'ক্ত'প্রত্যয়ান্ত 'বিভক্ত' ও 'পীত' শব্দের উত্তর বিদ্যমানার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।

২। বর্ত্তমানকালে 'ক্ত' প্রত্যয় বিধান করিবার সূত্রে (প্রসঙ্গে) পাণিনি "মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ" (৩।২।১৮৮) এই সূত্রে একটী 'চ' মন্ত্র জয়াদিত্যের হাতে দিয়া যান। জয়াদিত্য "অনুক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ" এইরূপে ঐ মন্ত্রটী পাঠ করিয়া, শীলিত, রক্ষিত ইত্যাদির ভূত ছাড়াইয়া বর্ত্তমানে বসাইয়াছেন, এবং বিনাকষ্টে 'কষ্ট' শব্দের ভূত ছাড়াইয়া কষ্টকে ভবিষ্যতে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

৩। 'বিষয় ভবিষ্যৎ হইলেও অবশ্যই ঘটিবে' এই অভিপ্রায়ে বা এরূপ কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে ভবিষ্যৎ বিষয়েরও ভূতরূপে প্রয়োগ করা যায়। "ভাবিনি ভূতবদ্ উপচারঃ" এই মন্ত্রটী সর্ব্ববাদিসম্মত। এই মন্ত্রটী সময়ে সময়ে সকলেরই ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, এবং এই মন্ত্রের ফলও অব্যর্থ, এইজন্যই যেন এই মন্ত্রটীর অপর নাম "সিদ্ধবন্নির্দ্দেশঃ"।* এই মন্ত্র লইয়া যজ্ঞপার্শ্বের দোহাই দিয়া কল্পতরু, কল্পতরু হইয়াই যেন, নিম্নলিখিতরূপে শিষ্টতম বশিষ্ঠের ভূত ছাড়াইয়াছেন,—

"গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষঃ …… ভার্য্যাং বিন্দেত ইতি (বশিষ্ঠবচনে) গৃহস্থ ইতি ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ"।

এই মন্ত্রদ্বারাই স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য "উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাম্" (দ্বিজো ভার্য্যাম্ উদ্বহেত) এই বচনে "ভাবিনি ভূতবদ্ উপ-

* ইহার প্রকৃত অর্থ, তৎকালে 'সিদ্ধি' নিষ্পত্তি না হইলেও 'সিদ্ধবৎ' নিষ্পন্নের ন্যায় 'নির্দ্দেশ' উল্লেখ। অথচ 'সিদ্ধবৎ' সিদ্ধ পুরুষের আজ্ঞা যেমন অব্যর্থ, এই মন্ত্রের 'নির্দ্দেশ' প্রয়োগও সেইরূপ অব্যর্থ।

চারঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অনেকের ভার্য্যার ভূত ছাড়াইয়াছেন। বিবাহের পরই ভার্য্যা হয়, ভার্য্যাকে আর কেহ বিবাহ করে না৭ স্মার্ত্তের সন্দর্ভ এই,—“উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যামিত্যাদৌ ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ। বিবাহানন্তরমেব ভার্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ”।

৪। চতুর্থ মন্ত্রটী ভূয়োদর্শন ও গভীর চিন্তার বলে কোন নূতন পদার্থ-তত্ত্ব-বিচারক মহাত্মা উদ্ভাবন করিয়াছেন,—প্রত্যয়ের, বিশেষতঃ কৃৎপ্রত্যয়ের, কাল স্থানবিশেষে অবিবক্ষিত হয়। ইহা কয়েকটী ক্ত প্রত্যয়ের উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

“প্রারব্ধস্য অপরিসমাপ্তির্বর্ত্তমানঃ”

এই ভাষ্য-লিখনে প্রারব্ধ পদে ‘ক্ত’ প্রত্যয়ার্থ ভূতকাল যদি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে, যাহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এরূপ অর্থ হয়। এরূপ অর্থ হইলে কার্য্যের আরম্ভ অবস্থায় আর ‘বর্ত্তমান’ বলা চলে না, যেহেতু আরম্ভ তখন অতীত হয় নাই। নষ্ট, দীপ্ত, শিষ্ট, শান্ত, প্রশস্ত, সহিত, মিলিত, এবং সংসৃষ্ট ইত্যাদি শব্দের ‘ক্ত’ প্রত্যয়ের অর্থ অতীতকাল বিবক্ষিত কোন মতেই বলা যায় না। “অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ”—এস্থলে যাঁহাদের অসন্তোষ হইয়াছিল বা হইতেছে তাঁহারা নষ্ট হইয়াছেন, এ অর্থ কি কেহ কখন মনে করেন? “দীপ্তশিরা জলরাশিম্‌..... উপসসাদ”—এস্থলে কি যাহার মস্তক জ্বলিয়া গিয়াছিল এই অর্থ সঙ্গত হয়?

“সোদর্য্যা বিভজেরংস্তং সমেত্য সহিতাঃ সমম্।
ভ্রাতরো যে চ সংসৃষ্টা ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ॥”

২১২। ৯ অং। মনু।

এখানে কি 'সহিত' ও 'সংসৃষ্ট' শব্দে অতীত কাল বিবক্ষা করিলে চলে?

মনে করুন, সমালোচক মহাশয়কে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কি এক্ষণে অন্ন খাইতেছেন? তখন তিনি কি বুঝিবেন? 'অদ্+ক্ত=অন্ন' হইয়াছে বলিয়া, যাহা খাওয়া হইয়া গিয়াছে তাহা খাইতেছেন এরূপ বুঝিবেন কি?

অথবা অন্য কথায় কাজ কি, এই অতীতকালবোধক 'ভূত' শব্দের প্রতিই দৃষ্টি করুন না কেন; এই ভূত শব্দের 'ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থ যদি ভূত কাল বিবক্ষিত থাকে, তাহা হইলে ভূতের ভিতর ভূত ঢুকিয়া কি অনিষ্ট করিবে একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। তাহাতেই বলা হইয়াছে যে অবস্থাবিশেষে অন্ততঃ 'ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থ ভূতকাল সর্ব্বত্র বিবক্ষিত হয় নাই।

৫। এতদ্ভিন্ন আরও দুই একজন হাতুড়ে রোজার নানাপ্রকার 'সরিষা পড়া' আছে, সকলের উল্লেখ করিতে গেলে বিস্তার হয়, একটী মাত্রের উল্লেখ করি। অর্জ্জধাতু ভাবে অচ্ করিয়া তৎপরে 'অর্জ্জো জাতোঽস্য' এই অর্থে 'ইত' প্রত্যয়।

এই ত নানাপ্রকার উপায় বলিয়া দেওয়া হইল, এক্ষণে সমালোচক মহাশয়ের ইচ্ছা হয় ইহার মধ্যে যে কোন একটী উপায় অবলম্বন করিয়া অর্জ্জনের ভূতাপসরণ করুন।

পাঠকগণ, ইতিপূর্ব্বে 'নির্ব্বাসয়ন্তং'র প্রতিবাদে সমালোচক মহাশয়ের বর্ত্তমান কালের বিদ্যা দেখান হইয়াছে, এখন ভূত-কালের দেখান হইল। অতঃপর ভবিষ্যৎ কালের বিদ্যা দেখা-ইয়া সমালোচক মহাশয়ের ত্রিকালজ্ঞতা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছি। আমরা টীকায় 'লভ্যাং' লিখিয়াছি; ইহার উপর

মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে ;—"টীকায় আছে ভবিষ্যৎ কাল, অর্থ—পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা যাহা লাভ করা যাইতে পারে।" টীকায় ভবিষ্যৎ কাল আছে, সমালোচক মহাশয়কে কে বলিল? টীকাকারেরা বলেন, টীকায় ভবিষ্যৎ কাল নাই। টীকাতে এই কথাটী মাত্র লেখা আছে "পুণ্যকর্ম্মলভ্যাৎ স্বর্গাৎ ইত্যর্থঃ"। এখানে 'লভ'ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যয় 'য' করিয়া 'লভ্য' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমালোচক মহাশয়ের লেখার ধরণে বোধ হইতেছে যে এই 'য' প্রত্যয়টী ভবিষ্যৎ কালেই হয়, ইহা তাঁহার সংস্কার। এ সংস্কারটী দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি উপক্রমণিকার একজন পরম ভক্ত ; উপক্রমণিকা ভিন্ন তিনি আর কাহারই উপাসনা করেন না। কিন্তু উপক্রমণিকার উদ্দেশ্য সুকুমারমতি কুমারদিগের স্থূল স্থূল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। 'তব্য' 'অনীয়' ও 'য' প্রত্যয় করিয়া যে সমাপিকা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেই সব ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎ কালের আভাস থাকে বলিয়া ভবিষ্যৎ কালের বিধান উপক্রমণিকাতে আছে। "১৩১। ভবিষ্যৎ কালে ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে তব্য, অনীয়, য এই তিন প্রত্যয় হয়।" উপ।

সমালোচনা করিতে হইলে কেবল উহার উপর নির্ভর করিলে চলে না, আরও কিছু দেখিতে হয়। সমালোচক মহাশয় একটু পরিশ্রম করিয়া যে কোন একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ (অন্ততঃ ব্যাকরণকৌমুদী) দেখিলে সব বালাই চুকিয়া যাইত। 'সুরভি'রও একটা প্যারেগ্রাফ বাঁচিয়া যাইত। 'প্রবেশিকা'রও একটা ভুলের নম্বর কম হইত। আমরা পাণিনীয়, সুপদ্ম,

কলাপ, সংক্ষিপ্তসার ও মুগ্ধবোধ প্রভৃতি যতগুলি প্রচলিত ব্যাকরণ দেখিলাম,তাহার কোনটীতেই ত ভবিষ্যৎ কালে কৃত্য প্রত্যয় 'তব্য' 'অনীয়' ও 'য' বিধায়ক সূত্র দেখিতে পাইলাম না; বরং দেখা গেল দুএকটী টীকাকার লিখিয়াছেন 'তব্য' 'অনীয়' ও 'য' সামান্যকালেই হয়।

১। "তব্যঙনীয়ঙৌ" এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে গোয়ীচন্দ্র লেখেন "অবিশেষাৎ কালসামান্যেন বিধানম্''।

২। দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ "ভবদ্ভূতভব্যে ত্রিশঃ ক্যাদ্যাঃ" (৯৩৩) এই সূত্রের টীকা করেন, "অত্র কালে ইতি বিশেষ্যং পদমধ্যাহার্য্যং। ভবন্নিতি বর্ত্তমানে শতুর্বিধানাদ্বর্ত্তমানঃ। ভূত ইতি অতীতে ক্তবিধানাদতীতঃ। ভব্যো ভবিষ্যৎকালঃ, সামান্যকালে তব্যাদিবিধানাদিহ ভবিষ্যৎকালে যঃ"।

অথবা এত ব্যাকরণ দেখিবারই আবশ্যক কি, ব্যাকরণ ত প্রয়োগমূলক। কৃত্য প্রত্যয় দ্বারা অন্ততঃ স্থলবিশেষে যে ভবিষ্যৎ কালের বোধ হয় না তাহা উদাহরণ তুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছি। বোপদেব লেখেন, ''সরূপো বাধ্যঃ। ৯৬৬। সমানরূপস্ত্যঃ কৃতা বাধ্যতে নত্বসরূপঃ''। সমালোচক মহাশয়, 'য' প্রত্যয় ভবিষ্যৎকালে হয় এই বিশ্বাসে বাধ্যশব্দের প্রতিশব্দ 'বাধ্যতে' দিয়া বোপদেব ভুল করিয়াছেন বলিয়া সমালোচনা করিবেন না কি? বোপদেব যে এক স্থানেই 'য' প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে লট্ বা কী প্রত্যয়ের ব্যবহার করিয়াছেন এমত নহে, অনেক স্থলেই এইরূপ করিয়াছেন; দেখুন—১। রাজ্ঞা সূয়তে রাজসূয়ঃ। ২। অমা সহ বসতঃ অস্যাং চন্দ্রার্কৌ অমাবস্যা। ৩। যজন্তি অনয়া ইতি যাজ্যা। ৪। দধাতি অগ্নিম্ ইতি ধায্যা।

৫। কুণ্ডৈঃ পীয়তে অত্র সোম ইতি কুণ্ডপায্যঃ। ৬। ব্রহ্মণা উদ্যতে ইতি ব্রহ্মোদ্যা।

কৃত্য প্রত্যয়ের যদি সর্ব্বত্র ভবিষ্যৎ কাল অর্থ বুঝায় তাহা হইলে "অভক্ষয়ৎ ইষ্টভক্ষ্যং", "কৃতকৃত্যোঽহং" ইত্যাদি স্থলে কোনমতেই অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা উত্তর কালে ভোজনের বিষয় হইবে তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যতে করা হইবে তাহা আমার করা হইয়া গিয়াছে, ঐ দুই স্থলে কি কেহ কখন এরূপ অর্থ করিয়া থাকে, না করিলেই বা সঙ্গত হয়? পাঠকগণ, আর কত উদাহরণ দিব, কতকগুলি প্রচলিত শব্দ তুলিয়া দিতেছি, দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কৃত্য প্রত্যয়ের অর্থ ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইয়াছে কি না। শিষ্য, গ্রাহ্য, ভৃত্য, যাজ্য, স্তুত্য, পথ্য, ভার্য্যা, ধার্য্য, বিচার্য্য, পরিচর্য্যা, অবদ্য ও গর্হ্য ইত্যাদি।

অমর আবার এই 'লভ্য' শব্দের অর্থ দেখাইতে গিয়া 'বাঘে গরুতে একত্রে জল খাওয়ান'র ন্যায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের একত্র যোগ দিয়া বসিয়াছেন। তিনি লেখেন,— "যুক্তমৌপয়িকং লভ্যং ভজমানাভিনীতবৎ। ন্যায্যঞ্চ ত্রিষু ষট্।" ৪২৩।২৪, ক্ষত্রিয়বর্গ। 'যুক্ত' ও 'অভিনীত' ভূত, 'লভ্য' (সমালোচক মহাশয়ের মতে) ভবিষ্যৎ, আর 'ভজমান' বর্ত্তমানকাল; 'ন্যায্য' ভূতকাল বলিলেও হয় আর সামান্য কাল বলিলেও হয়। তাহাতেই বলিতেছিলাম এরূপ স্থলে কৃৎপ্রত্যয়ের অর্থ (কাল) অবিবক্ষিত না বলিলে চলে না।

এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ৯৮৯ সূত্রের টীকা করিতে গিয়া অকারণ বিলক্ষণ বিদ্যাপ্রকাশ

করিয়া বসিয়াছেন। "তব্যাদীনাং কালবিশেষানুপদেশেঽপি (৯৬৭ সূত্রে), ভবদ্ভূতভব্যে (৯৩৩) ইত্যত্র ভবিষ্যৎকালে ভব্য-শব্দপ্রয়োগাৎ তব্যাদয়ো ভবিষ্যৎকালে স্যুরিতি বোধ্যং*"। অর্থাৎ তব্যাদিবিধায়ক সূত্রে কালবিশেষের উল্লেখ না থাকিলেও 'ভবদ্ভূতভব্যে' ইত্যাদি সূত্রে ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে ভব্য শব্দ প্রয়োগ বোপদেব করিয়াছেন বলিয়া, তব্যাদি প্রত্যয় ভবিষ্যৎ কালে হয় এটা জানা উচিত। কি আশ্চর্য্য! বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে পূর্ব্বের কথা সব ভুলিয়াগিয়াছেন দেখ্‌ছি! 'ভবদ্ভূতভব্যে' এই সূত্রে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন 'ভব্যঃ ভবিষ্যৎকালঃ, সামান্যকালে তব্যাদিবিধানাৎ ইহ ভবিষ্যৎকালে যঃ'। তথায় বলা হইল সামান্যকালে তব্যাদি হয়, এখানে বলা হইল ভবিষ্যৎ কালে তব্যাদি হয়। কেবল তাহাই নয়; তিনি বিবেচনা করেন যে, 'ভবদ্ভূতভব্যে' এই সূত্রে যে 'ভব্য' শব্দের প্রয়োগ আছে সেই 'ভব্য' শব্দটী "তব্যানীয়যা ঢভাবে। ৯৬৭।" এই বোপদেবের সূত্র কিংবা এতৎসমানার্থ অন্য কোন

---

* এই 'বোধ্যং' পদটী প্রয়োগ করা "মম মাতা বন্ধ্যা" বলার ন্যায় অসম্বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তব্যাদি ভবিষ্যৎকালেই হয়, তবে এই 'বোধ্যং' শব্দের অর্থ 'জানা আবশ্যক' না হইয়া, 'ভবিষ্যতে জানা যাইবে' হয়। এই কি বিদ্যাবাগীশের অভিপ্রেত অর্থ?

আর এক কথা, ভবিষ্যৎ কালেই কেবল 'ভব্য' শব্দের প্রয়োগ হয় না, বর্ত্তমান কালেও হয়। "ভূতং ভব্যং ভবিষ্যন্তং জানন্নপি নরাধিপ।" ২৪।১৮৮ অং বনপর্ব্ব। মহা।

ব্যাকরণের সূত্র দ্বারা 'য' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এটী তাঁহার ভয়ানক ভ্রম! যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ঐ সকল সূত্র ত কর্ম্ম বা ভাববাচ্যে 'য' বিধায়ক; ভূধাতু অকর্ম্মক, তাহার কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ সম্ভবে না, সুতরাং 'ভব্য' পদটী ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন বলিতে হইত, তাহা হইলে 'ভব্যের' অর্থ 'হওয়া' হইত, 'হওয়া' বিশেষ্য, উহা কালের বিশেষণ হইতে পারে না; কিন্তু খোদ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় "ভবদ্‌ভূতভব্যে" সূত্রে "অত্র কালে ইতি বিশেষ্যং পদমধ্যাহার্য্যম্" লিখিয়া 'ভব্যকে' কালের বিশেষণ করিয়া দিয়াছেন। এটী ভালই করিয়াছেন, যেহেতু কালবিশেষবোধক 'বর্ত্তমান' 'ভূত' ও 'ভবিষ্যৎ' প্রভৃতি সকল শব্দই কালের বিশেষণ। কিন্তু 'ভব্য' শব্দ 'হওয়া' অর্থে কিরূপে বিশেষণ হয় এই এক দায়।

এস্থলের প্রকৃত কথা এই,—কালবোধক যত শব্দ আছে, সকলই কর্ত্তৃবাচ্যে প্রত্যয়নিষ্পন্ন, যেমন বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। সূক্ষ্মদর্শী ক্রমদীশ্বর ভবিষ্যৎকালবোধক 'ভব্য' শব্দটীকে কর্ত্তৃপ্রত্যয়নিষ্পন্ন করিবার জন্য ভূ ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে 'য' বিধায়ক একটী স্বতন্ত্র সূত্র করিয়া গিয়াছেন, "ভুবঃ কর্ত্তরি চ"। এই কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন 'ভব্য' শব্দটীই ভবিষ্যৎ কালবোধক; সংক্ষেপ-বক্তা বোপদেব "ভবদ্‌ভূতভব্যে" এই সূত্রে এই 'ভব্য'টীই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তত অনুসন্ধান না করিয়া পূর্ব্বে কি বলিয়াছেন তাহাও না ভাবিয়া ল্যপাদ শেষ করিতে ব্যগ্র হইয়া হঠাৎ একটা কথা বলিয়া বসিয়াছেন, ইহা আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু কোন কোন মহাত্মার ন্যায় তিনি 'তালকাণা' ছিলেন

না, তিনি তালে বা কালে ঠিক ছিলেন, তাঁহার ঢেঁকি গড়ে পড়িয়াছে। * তিনি পরক্ষণেই বলিয়াছেন—

"কিঞ্চ ব্রহ্মণা উদ্যত ইতি ব্রহ্মোদ্যা ইতি জ্ঞাপকাৎ বর্ত্তমানেঽপি স্যুরিতি।" অর্থাৎ 'ব্রহ্মণা উদ্যতে' (ব্রহ্মদ্বারা যাহা বলা হইয়াছে) এইরূপ বোপদেবের 'উদ্যতে' বর্ত্তমানকালে প্রয়োগ থাকায় বর্ত্তমান কালেও তব্যাদি হয়। কিন্তু ইহাতেও একটু বক্তব্য আছে, এখানে 'উদ্যতে' এই পদে বর্ত্তমান কাল বিবক্ষিত নয় বলিতে হইবেক। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক, বিদ্যাই বলুন আর বেদই বলুন, এখন কি বলা হইতেছে, না বলা হইয়া গিয়াছে? যদি বর্ত্তমান অবিবক্ষিতই হয় তবে আর বোপদেব 'ব্রহ্মণা উদ্যতে' বলিয়াছেন বলিয়া কি প্রমাণ হইল, উহাতে ত বর্ত্তমানের সম্পর্ক রহিল না?

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একজন আধুনিক বৈয়াকরণদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট লোক ছিলেন তাহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। স্বমত সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত যুক্তি দিতে তাঁহার কিছু ত্রুটি হইলেও হইতে পারে, ব্যাসদেব লিখিয়াছেন "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"

---

* একজন সূত্রধর কোন গৃহস্থের জন্য একটী নূতন ঢেঁকি প্রস্তুত করিয়া দেয়। ঢেঁকিটা বড়ই মাথা চালে বলিয়া সূত্রধরের নিকট ওজর করায়, সে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ঢেঁকি চালাইতে বলিল। ঢেঁকিতে পা দেওয়াতে ঢেঁকিটা ভয়ানক এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া, পরে গড়ে পড়িল। যেমনি গড়ে পড়িল অমনি সূত্রধর বলিয়া উঠিল, "বা! বেশ ত হয়েছে, কৈ দোষ কোথায়?" গৃহস্থ বলিল, "দেখিতে পাইলে না ঢেঁকি কত মাথা চালিল?" তাহাতে সূত্রধর বলিল, "আমার ঢেঁকি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিবে তাতে কি ক্ষতি হইল, শেষে গড়ে ত পড়েছে।"

(১১।১।২) তর্কের সীমা নাই। কিন্তু তাঁহার যে সিদ্ধান্ত স্থির ছিল না, তিনি অব্যবস্থিতের ন্যায় তব্যাদি কখনও সামান্যকালে হয় বলিবেন, কখনও বা ভবিষ্যৎকালে হয় বলিবেন, তাহা কখনই সম্ভব নয়। আমার নিশ্চয় মনে হইতেছে, মুদ্রিতপুস্তকে কিছু পাঠের গোলমাল হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপাঠ হয়ত এরূপ ছিল 'তব্যাদীনাং কালবিশেষানুপদেশেন ভবদ্ভূতভব্যে ইত্যত্র ভবিষ্যৎকালে ভব্যশব্দপ্রয়োগাৎ তব্যাদয়ো ভবিষ্যৎকালেঽপি স্যুরিতি বোধ্যম্'।

অতঃপর তব্যপ্রত্যয় সম্বন্ধে দুএকটী প্রকৃত কথা কহিয়া এ প্রবন্ধটী শেষ করি। সকল ব্যাকরণ লইয়া গোলমাল না করিয়া সংক্ষেপে বলিবার জন্য এস্থলে মুগ্ধবোধের শরণ লওয়া গেল। বোপদেব ৯৬৭ সূত্রে অর্থবিশেষের উল্লেখ না করিয়া সামান্যতঃ কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে 'তব্য' 'অনীয়' 'য'প্রত্যয়ের বিধান করিয়া ৯৮৯ সূত্রে, (১) শক্তি অর্থে (যেমন 'ভারবাহ্যঃ', ভার বহন করিতে শক্য),(২) যোগ্যতা অর্থে (যেমন 'স্তোতুমর্হ্যো হরিঃ', হরি স্তব করিবার যোগ্য), (৩) প্রেরণ (order) অর্থে (যেমন 'ত্বয়া গন্তব্যম্', তুমি যাও),(৪) অনুজ্ঞা (assent, permission) অর্থে (যেমন 'ত্বয়া অধ্যেতব্যম্', তুমি অধ্যয়ন কর), এবং (৫) প্রাপ্ত-কাল অর্থে (যেমন 'প্রাপ্তস্তে কালঃ ত্বয়া হরিঃ ধ্যাতব্যঃ', তোমার কাল উপস্থিত হইয়াছে হরিকে ধ্যান কর), কৃত্য প্রত্যয় বিধান করিয়াছেন। ৯৬৭ সূত্র দ্বারা সামান্যতঃ কর্ম্মবাচ্যে বিহিত ও ৯৮৯ সূত্র দ্বারা শক্তি ও যোগ্যতা অর্থে বিহিত 'তব্য' 'অনীয়' ও 'য' প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদসকল প্রায়ই বিশেষণ হয়। ঐরূপ বিশে-ষণপদে কোন কালবিশেষ বুঝায় না। কিন্তু যখন ৯৬৭ সূত্রে

অনুসারে সামান্যতঃ ভাববাচ্যে ও ৯৮৯ সূত্র অনুসারে প্রেরণ, অনুজ্ঞা বা প্রাপ্তকাল অর্থে তব্যাদি প্রত্যয় হয়, তখন ঐ তব্যাদি সাধিত পদগুলি প্রায়ই তিঙন্তক্রিয়ার ন্যায় বাক্যসমাপক হয় এবং ধাত্বর্থ ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি অবস্থা বুঝাইয়া দেয়, বিশেষতঃ প্রেরণাদি স্থলে ; যেহেতু ক্রিয়া করিতেই আজ্ঞা বা অনুমতি দেওয়া সম্ভব, সিদ্ধবিষয়ে অনুমতি নিরর্থক হয়। সুতরাং ঐ ঐ স্থলে ভবিষ্যতের আভাস থাকে। ব্যাকরণকৌমুদীতেও ঐ ভাবই পাওয়া যায়। (কৃদন্তপ্রকরণে) ৯ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত সূত্র দ্বারা কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে সামান্যতঃ কৃত্যপ্রত্যয় সকল বিধান করিয়া ২৫ সূত্রে, 'কৃত্য' সাধিত শব্দসকল যখন বিশেষণ হয় তখন বিশেষ্যের লিঙ্গ বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে ২৬ সূত্রে ভবিষ্যৎ কালে ঔচিত্য ও অনুজ্ঞা অর্থে স্বতন্ত্র কৃত্যপ্রত্যয় বিধান করিয়াছেন। উদাহরণও তদনুরূপ দিয়াছেন 'ময়া গন্তব্যম্ আমি যাইব', 'ত্বয়া কর্ত্তব্যম্ তুমি করিবে' ইত্যাদি। ঈশ্বরের এইরূপ স্পষ্ট আজ্ঞা থাকিতেও তদনুগত লোকের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নাই এই বড় দুঃখের বিষয়।

তাহাতেই বলিতেছিলাম যে বিশেষণপদ 'লভ্যাৎ' শব্দে কৃত্যপ্রত্যয় 'য' দেখিয়া ভবিষ্যৎ কাল বলিয়া স্থির করাটী সমালোচক মহাশয়ের উপক্রমণিকৈকপরতার একটী জ্বলন্ত প্রমাণ। সে যাহাহউক সমালোচক মহাশয় এতক্ষণে বুঝিলেন ত 'কর্ত্তারা কি বলেন ?'

ভুল নং ৮, ৫০ পৃ. (২) ফুটনোট, অতিক্রমঃ—অতিক্রমণম্, অপরাধম। 'অপরাধ' শব্দটীর ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ এই প্রথম

দেখা গেল। পুরাতন প্রবেশিকায় ছিল "অন্তরায়ঃ—বিঘ্নম্" এইবার হইল "অতিক্রমঃ—অপরাধম্।"

সমালোচক মহাশয়ের ফলিতজ্যোতিষেও যে বিলক্ষণ বিদ্যা আছে দেখিতেছি। আমরা 'অপরাধ' শব্দটীকে ক্লীবলিঙ্গ মনে করিয়া 'অপরাধং' লিখিয়াছি এটী পর্য্যন্ত গণিয়া পাইয়াছেন। লেখা হইয়াছে "অপরাধ শব্দটীর ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ এই প্রথম দেখা গেল।" † তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ্যা যাহাই বলুক, আমরা কিন্তু 'অপরাধ' শব্দটীকে পুংলিঙ্গ মনে করিয়াই উহার দ্বিতীয়ার একবচনে 'অপরাধং' লিখিয়াছি। মূলে "ক্ষমস্বাতিক্রমং" এই সন্দর্ভে 'অতিক্রমং' শব্দটী দ্বিতীয়ার একবচনান্ত আছে, আমরা সেই 'অতিক্রমং' শব্দের অর্থ দেখাইয়া দিবার জন্য দ্বিতীয়ান্ত "অতিক্রমণম্, অপরাধং" লিখিয়াছি। তবে মূলস্থ 'অতিক্রমং'এর পাঠ ধরিতে 'অতিক্রমঃ' ধরা হইয়াছে; ঐটী ভুল। এস্থলে প্রকৃত কথাই এই। কিন্তু পাঠ ধরা ভুলটী অতি সামান্য, এটী ধরিলে আমাদিগকে গণ্ডমূর্খ বানান হয় না, তাহাতেই প্রকৃত ভুলটী গোপন করিয়া 'অপরাধ' শব্দের পুংস্ত্বের উচ্ছেদ করিয়া ক্লীব বানাইয়া দিবার অপ-

---

* সমালোচক মহাশয়ের স্মরণশক্তির বাহবা না দিয়া থাকা যায় না। "অন্তরায়ঃ—বিঘ্নম্" এ ভুলটী তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় উটী যে ভুল নয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন সেটী মনে নাই। তাঁহার স্মরণও যে পক্ষপাতী দেখি!

† ক্লীবলিঙ্গে কিসে স্থির হইল? "অনুস্বারং দিলেং যদিং সংস্কৃতং হং" এই প্রকার সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুস্বার থাকিলেই ক্লীবলিঙ্গ স্থির করিতে হইবে না কি?

রাধে আমাদিগকে অপরাধী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পাঠকগণ, বলুন দেখি, এই কি সমালোচনা, না দূষণারোপণা; না নিন্দনা, না মিছে আস্ফালনা?

ভুল নং ৯। রসং—জলং, ভৌমং—ভূমিসম্বন্ধি। ৫৭ পৃ (১) ফুটনোট্। মূলে 'রসং'এর বিশেষণ 'ভৌমং' আছে, "আদায় হি রসং ভৌমং"। 'রসং' পুংলিঙ্গ 'রস' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন, সুতরাং 'ভৌমং' এই পদটীর প্রতিবাক্যও পুংলিঙ্গে লিখিতে হইবে। আমরা ক্লীবলিঙ্গ লিখিয়াছি; অতএব এটী আমাদের ভুল হইয়াছে ইহাই সমালোচনার তাৎপর্য্য।

"জলহলধনান্নাভিধানানি"(২২) (জল, হল, ধন, ও অন্নবোধক যত শব্দ সব ক্লীবলিঙ্গও হয়) এই পাণিনির, এবং "সলোপধং" (যে সকল শব্দের উপান্ত অক্ষর 'স' বা 'ল', ঐ সকল শব্দ ক্লীবলিঙ্গও হয়) এই অমরের লিঙ্গানুশাসনানুসারে, বলা যাইতে পারে, জলবাচক 'রস' শব্দ এখানে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে সুতরাং "রস শব্দ পুংলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচনে 'রসং' হইয়াছে" এরূপ স্থির করিয়া লওয়াই সমালোচক মহাশয়ের ভুল হইয়াছে বলিলেও চলে; কিন্তু আমি তাহা বলিতেছি না। আমি জয়েচ্ছায় লেখনী ধারণ করি নাই যে, যে কোন পথ অবলম্বন করিয়া দোষ উদ্ধার করিব। প্রকৃত কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। আমরা যদি রস শব্দ ক্লীবলিঙ্গ মনে করিয়া ওরূপ টীকা করিতাম তাহা হইলে অবশ্যই ঐ কথা (ক্লীবলিঙ্গের কথা) বলিতাম। আমাদের অভিপ্রায় এই,—'রস' শব্দ বিশেষ্য, তাহার প্রতিশব্দ 'জলং' যেমন ক্লীবলিঙ্গ দিলাম, তেমনি তাহার বিশেষণ 'ভৌমং' শব্দেরও প্রতিশব্দ ক্লীবলিঙ্গ দেওয়াই ভাল, যেহেতু

তাহাতে "রসং ভৌমং" এই সমুদয় সন্দর্ভটীর 'ভূমিসম্বন্ধি জলং' এইরূপ প্রতিশব্দ দেওয়া হয়, শব্দান্তরে পরিবর্ত্তন করা হয়, আর paraphrase করা হয়, এইরূপ তিনটী উদ্দেশ্য এককালে সিদ্ধ হয়, ইহাতেই বালকদিগের বুঝিবার সুবিধা মনে করি। যদি বিশেষ্য ক্লীবলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইল, তবে বিশেষণও ক্লীবলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত না হইল কেন, এই একটা খট্‌কা হঠাৎ বালকদিগের মনে লাগিতে পারিত, লাগাই উচিত, যেহেতু আমরা 'রসং' ও 'ভৌমং'এর প্রতিশব্দ দিয়াছি, ইহা সমালোচক মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লেখেন, "ভৌমং এই পদটীর প্রতিবাক্যও পুংলিঙ্গে লিখিতে হইবে।"* প্রতিশব্দের অর্থ শব্দান্তর বসান, আমরা বিশেষ্যপদ 'রসং'এর প্রতিশব্দ দিতে গিয়া যেমন ক্লীবলিঙ্গ 'জলং' শব্দ বসাইয়াছি, তেমনি বিশেষণ 'ভৌমং' শব্দের পরিবর্ত্তেও, পরিবর্ত্তিত বিশেষ্যের অনুরূপ ক্লীবলিঙ্গ 'ভূমিসম্বন্ধি' শব্দ বসাইয়াছি। যদি পুংলিঙ্গ 'ভূমিসম্বন্ধিনং' বসাইতাম তাহা হইলে পরিবর্ত্তিত সন্দর্ভটী 'ভূমিসম্বন্ধিনং জলং' হইয়া পড়িত। সমালোচক মহাশয় কি এইরূপে ক্লীবের পশ্চাতে পুরুষবেশধারী 'সম্বন্ধি'কে যোগ করিয়া দিতে চাহেন? আমরা কিন্তু তাহা পারি না। এই জন্যই ক্লীবের সহিত ক্লীবেরই যোগ করিয়া দিয়াছি "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"। সমালোচক মহাশয় এক্ষণে বুঝিলেন ত যে 'সম্বন্ধি' এরূপ পদ এস্থলে কেন লিখিয়াছি?

---

* এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে 'ভৌমং' এই একটী পদের প্রতিবাক্য হইতে পারে না, প্রতিশব্দ হইতে পারে। সমালোচক মহাশয় বাল্যকালের অভ্যাসের বলে পদ বা শব্দ লিখিতে বাক্য লিখিয়া বসিয়াছেন।

আর এক কথা, সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন "তাহা ('সম্বন্ধি' এরূপ কেন লেখা হইল) আমরা বুঝিলাম না।" তাঁহার না বুঝিবার কারণ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ভুল হইবে কেন? বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন, "নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনম্ অন্ধো ন পশ্যতি",অন্ধ ব্যক্তি যে স্থাণুকে দেখিতে পায় না তাহাতে স্থাণুর অপরাধ কি? যাহা হউক, এটী ব্যাকরণ ভুল হইল কেন? কোন্ ব্যাকরণে কোন্ সূত্রে লেখা আছে যে বিশেষ্য-পদ মূলে পুংলিঙ্গ থাকিলে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করিলেও বিশেষণ-পদের প্রতিশব্দ পুংলিঙ্গই দিতে হইবে? যদি এরূপ সূত্রই না থাকে, তবে মনু বা যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় "ভৌমং এই পদটীর প্রতিবাক্যও পুং-লিঙ্গে লিখিতে হইবে" এরূপ order pass করা সমালোচক মহাশয়ের কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহা পাঠকগণই বিচার করুন।

প্রকৃত কথা বলিতে দোষ কি, এইটী ভুল বলাতে বিলক্ষণ বোঝা যাইতেছে যে সমালোচক মহাশয়ের প্রথম পাঠ্য পুস্তক রঘু প্রভৃতির মল্লিনাথের টীকা ভিন্ন অন্য কোন টীকাতেই দৃষ্টি নাই। কিন্তু সমালোচক মহাশয়ের বোঝা উচিত ছিল যে মল্লিনাথ, "ইহান্বয়মুখেনৈব সর্ব্বং ব্যাখ্যায়তে ময়া" (অর্থাৎ শ্লোকের যে শব্দের সহিত যে শব্দ সম্বন্ধ তাহা দেখাইব ও ঐ সঙ্গে সকল বিষয়েরই ব্যাখ্যা করিব) এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে, পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য মূলের শব্দগুলি রাখিতে ও তদনুরূপ প্রতিশব্দ দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, স্বেচ্ছানুসারে প্রতিশব্দ দ্বারা বিশেষণ পদের

পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু যাঁহাদিগের মূলের সকল শব্দের অন্বয় দেখান উদ্দেশ্য নয়, তাঁহারা ঐরূপ নিয়মানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইবেন কেন? পাঠকগণ, আমরা এ একটী নূতন নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া টীকা করিয়াছি এরূপ যেন না মনে করেন; শঙ্করাচার্য্য হইতে জয়মঙ্গল পর্য্যন্ত সে নিয়মে টীকা করিয়াছেন, আমরাও তদনুবর্ত্তী হইয়াছি।

(১) "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ।" ছাং, উপং। ৭।১১।

"মূর্দ্ধা শিরস্তে ব্যপতিষ্যৎ বিপতিতমভবিষ্যৎ।"

শঙ্করাচার্য্য।

দেখুন দেখি শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যা সমান হইয়াছে কি না? মূলে 'মূর্দ্ধা' বিশেষ্য পুংলিঙ্গ ছিল, শঙ্করাচার্য্য তাহার প্রতিশব্দ ক্লীবলিঙ্গে 'শিরঃ' দিয়াছেন আর ক্লীবলিঙ্গ 'শিরঃ' অনুসারেই 'বিপতিতম্' ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ দিয়াছেন, মূলের খাতির রাখিয়া পুংলিঙ্গ দেন নাই। এস্থলে আরও কয়েকটী টীকাকারের লিখন তোলা যাইতেছে।

(২) "স্বভাব এষ নারীণাং।" ১৯১। ২। মনু।

"এষা প্রকৃতিঃ স্ত্রীণাং।" মেধাতিথিব্যাখ্যা।

(৩) "নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে।" ১৯। ৩ অং। মনুং।

"নিষ্কৃতির্নিস্তারঃ পাপাৎ, ন বিধীয়তে নানুমতঃ।"

সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ।

(৪) "ন চোদকে নিরীক্ষেত স্বরূপমিতি ধারণা।"

৩৮। ৪। মনু।

"ইতি ধারণা এষঃ নিশ্চয়ঃ।" মেধাতিথিব্যাখ্যা।

(৫) "নিষ্ঠাং গতে কর্ম্মণি।" ১৩। ১। ভট্টি।

"নিষ্ঠাং সমাপ্তিং গতে কর্ম্মণি যাগক্রিয়ায়াং সমাপ্তায়াং"

জয়মঙ্গল।

(৬) "নির্ব্যাজমিজ্যা ববৃতে।" ৩৭।২। ভট্টি।

"নির্ব্যাজং নির্বিঘ্নম্ ইজ্যা যাগঃ ববৃতে বৃতঃ।"

জয়মঙ্গল।

"ভুল নং ১০। শনকৈরক্রুবম্। ৬৩।৮ম শ্লোক। 'অক্রুবং' পদ লৌকিক ব্যাকরণের মতে হয় না, ইহা ভুল। পদটী হওয়া উচিত অব্রবম্।"

আমরা যে কয়েকখানি মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুস্তক দেখিয়াছি ও দেখিলাম, সকলেই 'অক্রুবং' পাঠই আছে। অধিক কি, সম্প্রতি বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে মূল ও টীকাতেও ঐরূপ পাঠই আছে; কোন টীকাকারই এ পদটীকে আর্ষ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। অতএব, এটী ভুল হয় ত বাল্মীকির ভুল, ইহার শুদ্ধি অশুদ্ধি বিষয়ে বাল্মীকি জবাব দিবেন, আমাদিগকে দায়িক করা হইল কেন? তবে আমাদিগের অপরাধ আমরা বাল্মীকির ভুল সংশোধন করি নাই। আমরা ত কোন স্থানেই এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই এবং সমালোচক মহাশয়কেও কাণে কাণে বলিয়া আসি নাই যে, ব্যাস বাল্মীকির যত ভুল থাকিবে সে সকলই আমরা সংশোধন করিয়া দিব; অতএব বাল্মীকির ভুল আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া 'প্রবেশিকার' ভুলের নম্বর বৃদ্ধি করাতে সমালোচক মহাশয়ের কিছু বিবেচনার ক্রটি হইয়াছে, ইহা অবশ্যই বলিব। কিন্তু সত্যের অপলাপ করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না; আমার এরূপ অভিপ্রায় ছিল বটে যে 'প্রবে-

শিকায়' আর্ষপদ রাখিব না, সুতরাং 'অক্রুবং'এর উকারটী প্রুফ্ সংশোধন কালে চক্ষে পড়িলে, (উঠাইতে পারি আর না পারি) অবশ্যই উঠাইয়া দিবার জন্য আমার সহকারী মহাশয়-দিগকে অনুরোধ করিতাম সন্দেহ নাই।

"ভুল নং ১১। শ্রীপ্রতাপেন—শ্রিয়া ঐশ্বর্য্যেণ প্রতাপেন চ। সমাহারদ্বন্দ্বঃ। ৭৫ পৃ. ৪র্থ ফুটনোট। এমন স্থলে সমাহার দ্বন্দ্ব হয় না। ছেলেদের কপাল মন্দ, তাই এখানে তিন জনের সমাহারদ্বন্দ্বঃ।"

এমন স্থলে সমাহার দ্বন্দ্ব হয় না কেন? "চার্থে দ্বন্দ্বঃ।" ২।২।২৯। এই সূত্রে পাণিনি ঢালা হুকুম দিয়াছেন যে ইত-রেতর যোগ ও সমাহার অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস কর। পাণিনির এই আজ্ঞা যে সাধারণ, তাহা জয়াদিত্য ও ভট্টোজিদীক্ষিত প্রভৃতি বৃত্তিকারগণ স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ৪র্থ অধ্যায়ে ২য় সূত্রে লেখেন, "সমাহার দ্বন্দ্বে 'একবৎ' বিধান থাকাতেই ত 'প্রাণ্যঙ্গ' প্রভৃতির 'একবৎ' হইতে পারে, তবে আবার 'প্রাণ্যঙ্গ' প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সমাসে স্বতন্ত্র 'একবৎ' বিধান করা কেন এই সন্দেহ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, উহাদের নিত্য সমাহার দ্বন্দ্ব হইবে, ইতরেতর দ্বন্দ্ব কখনই হইবে না।" ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে পাণিনির সমাহার দ্বন্দ্বাজ্ঞাটী সমাহার (সাধারণ)। এ আজ্ঞার বিপক্ষে কে নিষেধ করিলেন যে সমাহার দ্বন্দ্ব হইবে না?

আমরা উপক্রমণিকা হইতে মাহেশ ব্যাকরণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম কোথাও ত নিষেধ পাইলাম না। তবে যদি সমালোচক মহাশয় নিজেই এই আইন পাস্ করিয়া থাকেন

তাহা হইলে আর আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমরা এ হাল আইন জারি হইবার পূর্ব্বেই টীকা লিখিয়াছি; এ আইনের যে retrospective effect হইবে ব্যবস্থাপক মহাশয় তাহার ত কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যাহা হউক নানা কারণে সমালোচক মহাশয়ের নূতন আইনের খাতির রাখিতে পারিলাম না, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। সমালোচক মহাশয় ঠিক্‌ই বলিয়াছেন 'ছেলেদের কপাল মন্দ', তা না হইলে সমালোচক মহাশয় বা তাঁহার তুল্য কোন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণপুঙ্গব আমাদের টীকা লিখিবার পূর্ব্বেই এই আইন পাস্‌ করিতেন।

সমালোচক মহাশয়, সে কি! এখানে তিন জনের সমাহার হইয়াছে বলিয়া দ্বন্দ্বও হইয়াছে ঠিক্‌ করিলেন কিসে? এ তিন কি—না ক্ষুদ্রজন্তু, যে দ্বন্দ্ব হইবে। দ্বন্দ্ব করা আমাদের স্বভাব নহে। এই যে কেহ (মনের অগোচর ত পাপ নাই, তিনি ভাবিয়াই দেখুন না) কয়েক বৎসর হইতে ক্রমান্বয়ে আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য কি না করিতেছেন, তথাপি তাঁহার সহিত, মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি, দ্বন্দ্ব করিতে আমি কিছুতেই ইচ্ছা করি না, কিসে সদ্ভাব হয় এই চিন্তাই সর্ব্বদা; তা ভয়েই হউক্, আর স্নেহবশতঃই হউক, আর সংস্কৃতশিক্ষার কলঙ্ক অপনোদন করিতেই হউক, আর যে কারণেই হউক, বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। কোন দিন কোন স্থলে সেই ব্যক্তিকে স্বয়ং উপযাচক হইয়া বলি যে "অকারণ আমার প্রতি মনোভার করিয়া কেন নিন্দা করিয়া বেড়াও, আমি ত জ্ঞানতঃ তোমার কখনই কোন অনিষ্ট করি নাই, তোমাদের সহিত সম্পর্কানুরূপ সদ্ভাব সংস্থাপন করা

আমার নিতান্ত ইচ্ছা, তোমাদের অন্তঃকরণের মালিন্য দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হয়।" ইহা যদি আপনার জানা থাকে, তাহা হইলেও কি আপনার বিশ্বাস হয় না যে আমি দ্বন্দ্ব ভাল বাসি না, সদ্ভাবকেই পরম পদার্থ জ্ঞান করি ?

"ভুল নং ১২। বাতরংহসাং—পবনসমবেগানাং শীঘ্রগামিনাম্। ৮৩ পৃ. (সমালোচক মহাশয়ের চক্ষে ৮৩ পৃ., বাস্তবিক ৮৭ পৃ.) (১) ফুটনোট। এখানে 'শীঘ্রগামিনাং' এই পদের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হইবে।"

যাঁহাদিগের উপক্রমণিকার উপরই নির্ভর তাঁহারা "শীঘ্র-গামিনাং' এই পদের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হইবে" বলিবেন বৈ কি, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে কি না, কেবল উপক্রমণিকার উপর নির্ভর করিয়া সমালোচনা করিতে আসাই বিড়ম্বনা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমালোচনা করিতে হইলে ভূয়োদর্শন আবশ্যক ; সাধারণ কথাই আছে 'আটে কাঠে দড়, ত ঘোড়ার উপর চড়'। সে যাহা হউক, 'শীঘ্রগামিনাং'এর 'ন' কখনই মূর্দ্ধন্য হইবে না।

সুপদ্মব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে ১৪ ও ১৫ সূত্রে পদ্মনাভ বলিয়া গিয়াছেন 'ঋ', 'ষ' বা 'র' পূর্ব্বপদস্থ হইলে যুবাদি শব্দের ণত্ব (মূর্দ্ধন্য) হয় না। তিঁনি 'গামিন্' শব্দকে যুবাদির অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া 'অগ্রগামিনৌ' উদাহরণ দিয়াছেন। সংক্ষিপ্তসারেও ঠিক্ ঐরূপ লেখা আছে—"ন যুবাদেঃ।" সূত্র। উদাহরণ—"অগ্রগামিনী"।

'গামিন্' শব্দ যদি যুবাদির মধ্যেই হইল তবে 'শীঘ্র-গামিনাং' শব্দের 'ন' মূর্দ্ধন্য হইবে কেন ? এই জন্যই 'গামিন্'

শব্দে অনেকেই দন্ত্য 'ন'ই ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছি।

১। "প্রষ্ঠোঽগ্রগামিনি"। পাণিনিসূত্র।

ইংলণ্ড, বোম্বাই, কাশী ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পাণিনি এবং তৎসংক্রান্ত ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি সকল পুস্তকেই (অবশ্য যাহা আমরা দেখিয়াছি) 'অগ্রগামিনি'র 'ন' দন্ত্য আছে। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—"যুবাদিত্বাৎ ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ সূত্রেঽণত্বনির্দেশাদ্বা কুমতি চেতি ন ণত্বম্"। সিদ্ধান্তকৌমুদী। উ. ৩২৪ পৃ. অর্থাৎ, যুবাদি বা ক্ষুভ্নাদিপ্রযুক্ত কিংবা সূত্রে অণত্ব নির্দ্দেশ থাকায় "কুমতি চ" এই সূত্র বলিয়া 'অগ্রগামিনি' পদে ণত্ব হইল না।

২। "নুবী পূর্ব্বেণ সম্বদ্ধৌ মূন্যৌ তু পরগামিনৌ।"

মুগ্ধবোধের ১০৭ সূত্রের টীকায় দুর্গাদাস।

কয়েক খানি হস্তলিখিত পুস্তকে ও মুদ্রিত সমুদয় পুস্তকেই (অবশ্যই যাহা আমরা দেখিয়াছি) 'পরগামিনৌ' এইরূপই আছে।

৩। "তরামো জাহ্নবীং সৌম্য শীঘ্রং সাগরগামিনীং।"

৩। ৪৯ অং। অযো. বাং রামায়ণ।

(Gaspare Gorresio's Edition of 1844, p. 164.)

৪। "ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।

উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগামিনৌ ॥"

১৭৪ পৃং। মিতাক্ষরা।

(Edition of 1829 published under the authority of the Committee of Public Instruction.)

৫। "কর্ত্তৃগামিনি ক্রিয়াফলে।"

ভট্টোজিদীক্ষিত বৃত্তি, ১।৩ পাদের ৭২ ও ৭৪ সূত্রে। কি হস্তলিখিত কি মুদ্রিত, যত পুস্তক দেখিয়াছি সকলেরই এইরূপ পাঠ আছে।

৬। "সদৃশভর্ত্তৃগামিনী ভবিষ্যতি।"

পৃ. ১৩৭, মালবিকাগ্নিমিত্র।

(বৈয়াকরণকেশরী স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ১৮৭০ সালের সংস্করণ।)

বিলাতি সংস্করণেও এইরূপ পাঠ।

৭। "নিত্যমুন্মার্গগামিনাং।" পৃঃ ২। ৭। হিতোপদেশ।

(স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ১৮৭১ সালের সংস্করণ।)

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির সংস্করণেও এইরূপ পাঠ।

৮। "স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্ব্বসাগরগামিনীম্।

৩২। ৪ রঘু।

টীকাতে মল্লিনাথ 'সাগরগামিনী' এইরূপ (দন্ত্য 'ন'কার) দুইবার ব্যবহার করিয়াছেন।

৯। "বিচিম্বন্তো দিশঃ সর্ব্বা বানরাঃ শীঘ্রগামিনঃ॥"

৬। ৫২ অং, কিস্কিং, বাং রামায়ণ।
(Gaspare Gorresio's
edition of 1848.)

১০। "তস্যাথ শাসনাদ্দূতাস্তং যাত্বা শীঘ্রগামিনঃ।"

৫। ১২ অং, আদিং, বাং রামায়ণ।
(Gaspare Gorresio's
edition of 1843.)

১১। "অথোত্তরেণ প্রহিতা দূতাস্তে শীঘ্রগামিনঃ।"

১৭। ৬৮ অং, বিরাট, মহাভারত।
(Edition of 1839 published
by the Asiatic Society
of Bengal.)

বোম্বাই, শ্রীরামপুর এবং বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকেই এইরূপ পাঠ আছে; এতদ্ভিন্ন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের নিমিত্ত সম্প্রতি প্রয়াগ হইতে আনীত ও স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের হস্তলিখিত পুস্তকেও এইরূপ পাঠ দেখা যায়। রাজাবাহাদুরের পুস্তকখানি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংশোধন করেন, প্রবাদ আছে।

পৌরাণিক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের তেড়েৎ পত্রে লিখিত অতি প্রাচীন পুস্তকেও এই পাঠ দেখা গেল।

১২। স্যার্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, Professors Wilson, Böhtlingk and Roth প্রভৃতি আধুনিক অভিধানকার সকলেই 'শীঘ্রগামিন্' শব্দটী দন্ত্য'ন'কারান্ত লিখিয়াছেন।

বোধ হয় অতঃপর আর, গোয়ীচন্দ্রই হউন আর যে চন্দ্রই হউন, কেহই বলিতে সাহস করিবেন না যে "কেবল 'অগ্রগামিন্' শব্দেরই ণত্ব হয় না"।

উপসংহারে লেখা হইয়াছে,—'আর একটা দেখুন', আমরাও 'একটা'কে 'দুইটা' করিয়া ঐ কথাই বলি—আর দুইটা দেখুন,—

"ভুল নং ১৬। গৃধ্রবাক্যেন। ৯৯ পৃ. ৬ পং।"
"ভুল নং ১৭। পর্য্যায়েন। ৮৯ পৃ. ৯ পং।"

সমালোচনা করা হইয়াছে—"বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধির বাজারে মোটেই ণত্বজ্ঞানের আমদানী নাই। টীকাকারগণ মুগ্ধবোধের "ষ্রুর্ণোঽদান্তে নোঽবকুপূন্তরেঽপ্যতদ্দাত্বপকযুবাঙ্কঃ সসেপ্স্থাদের্নৈকাচকোস্ত্ব বা", এই সূত্রটীর অস্তিত্ব লোপ করিলেন কেন? এই সূত্রটার ব্যবহারে ভুল করিলে ত কেবল ছাত্রদের পক্ষেই কাণমলার ব্যবস্থা। তাঁহাদের ভয় কি?"

এই সূত্রটীর লোপ করিলাম কেন? তবে শুনুন। এই

অসম্পূর্ণ অস্ফুট সূত্রটীই যত অনর্থের মূল।* আজ কাল এতদ্দেশে ব্যাকরণাচার্য্য বোপদেবেরই রাজ্য, তাঁহার সূত্রকে অসম্পূর্ণ ও অস্ফুট বলায় হয় ত তদনুরক্ত ভক্ত সম্প্রদায় ভয়ানক চটিয়া উঠিবেন, অতএব তাঁহার সূত্রের অসম্পূর্ণতা ও অস্ফুটতার একটু পরিচয় অগ্রেই দিতে হইতেছে। 'নারায়ণে'র ণত্ব হইবে, কিন্তু 'নরবাহন' শব্দে হইবে না; 'আম্রবণ' শব্দের নিত্যই ণত্ব হইবে, কিন্তু 'হরিদ্রাবন' শব্দের বিকল্পে হইবে, নিত্য হইবে না; আবার 'দুর্ব্বাবন' শব্দের কথনই ণত্ব হইবে না। যে দেশের লোক ক্ষীর পান করে সেই দেশের লোক অর্থে 'ক্ষীরপাণ' শব্দের ণত্ব হইবে,

* পণ্ডিতাগ্রগণ্য বোপদেব একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহার সংক্ষেপ করিবার কৌশলটী এতই চমৎকার, যে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে দোষ কি, তিনি যাহাদের জন্য ব্যাকরণ করিতে বসিয়াছিলেন তাহাদের বুদ্ধির দৌড় কত দূর সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্রই লক্ষ্য ছিল না। তিনি বোধ হয় মনে করিতেন সকলেই তাঁহার সমান বুদ্ধিমান্ হইবে। তাঁহার সূত্রগুলি এতই জটিল ও এতই দুর্বোধ, যে বালকদের কথা দূরে থাকুক, আমাদের কথা দূরে থাকুক, সমালোচক মহাশয় সদৃশ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরও ঐ সূত্রের অর্থ বিশদ ও প্রকৃতরূপে বুঝিতে স্থানে স্থানে ভুল হয়। উহা "তপোঢাদ্ যক্ চ রে" সূত্রের ব্যাখ্যা স্থলে দেখান হইয়াছে। বোপদেব সম্বন্ধে যে—

"বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্ গজঃ।
কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ॥"

এরূপ নিন্দাবাদ আছে, আমার বোধ হয়, তাহার মূল কারণই হইতেছে—অসম্পূর্ণ অস্ফুট উক্তি।

আবার ক্ষীর খাওয়া বা ক্ষীর যাহাতে খাওয়া যায় এরূপ পাত্র বুঝাইতে বিকল্পে ণত্ব হইবে; কিন্তু 'সর্পিষ্পান' শব্দে কখনই ণত্ব হইবে না। এরূপ বহুতরস্থলে ণত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বিধি আবশ্যক, বোপদেব তাহার কিছুই বিধান করেন নাই। এই ত গেল ফলের অসম্পূর্ণতা, এখন সূত্র গঠনের অসম্পূর্ণতাও দেখুন। সূত্রে আছে 'অতদ্দাৎ'; 'অতদ্দ' শব্দের অর্থ 'তৎ-পদভিন্ন', কিন্তু তা বলিলে চলে না, বলিতে হয় 'তৎপদভিন্ন পদস্থিত ষ, র ও ঋ'। 'অপক্কযুবাহ্নঃ' শব্দের অর্থ বহুব্রীহি সমাস করিলে 'পক্ক', 'যুবন্' ও 'অহন্' শব্দ যাহাতে নাই এরূপ অর্থ বুঝায়; কিন্তু তা বলিলে চলে না, যেহেতু 'ন' অক্ষরে ত 'পক্ক', 'যুবন্' ও 'অহন্' শব্দ থাকে না, একারণ বলিয়া লইতে হয় যে 'পক্ক', 'যুবন্' ও 'অহন্' শব্দের 'ন'কার ভিন্ন। ইহাতে আবার 'পক্ক' শব্দের 'ন' কৈ এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য কিছু বলা আবশ্যক রহিল। আরও দেখুন 'পক্ক', 'যুবন্' ও 'অহন্' এই তিনটী শব্দের মাত্র বাদ (exception) দিয়াছেন, 'সর্বদোষহরা' আদি পদ পর্য্যন্ত দেন নাই, কিন্তু 'গোমিন্' ও 'বাহিন্' প্রভৃতি শব্দেরও বাদ (exception) আবশ্যক। এরূপ অনেকপ্রকার অসম্পূর্ণতা আছে; ইহার উপর আবার অস্ফুটতা। 'সসেপ্যাদেঃ'র অর্থ এতই অস্ফুট যে আমাদের কথা দূরে থাকুক, টীকাকার রামানন্দ ও কাশীশ্বর পর্য্যন্ত ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই,—দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ দেখাইয়া দিয়াছেন। 'নৈকাচকোস্তবা'র অর্থ অনেকপ্রকার হইতে পারে। ১। 'একাচ্' যে 'কু' তাহার 'ন বা স্যাৎ', বিকল্পে হইবে না। ২। 'একাচ্' আর 'কু'র 'ন বা স্যাৎ', বিকল্পে

হইবে না। ৩। 'একাচ্' অথচ যে 'কু' তদ্ভিন্নের বিকল্পে হইবে। ৪। 'একাচ্' কিম্বা 'কু' ভিন্ন যে শব্দ তাহার বিকল্পে হয়। ইহার মধ্যে কোন্ অর্থ বালকরা স্থির করিবেন বলুন ত? সমালোচক মহাশয়, কিছুমাত্র না দেখিয়া শুনিয়া এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ত আপনি 'বাক্যেন'র 'ন'কারের মাথা কাটিতে গিয়া ব্যাসদেবের পর্য্যন্ত মাথা কাটিতে সঙ্কুচিত হন নাই, আমাদের পর্য্যন্ত কাণ মলিতে বা গালে চড়াইতে বা ততোঽধিক আরও কিছুর ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন বলিলেও বলা যায়। সত্য কথা বলুন দেখি, ঐ সূত্রটী যদি আপনার অভ্যাস না থাকিত, কিংবা ঐ সূত্র লইয়া দুর্গাদাস প্রভৃতি টীকাকারগণ অন্যান্য ব্যাকরণ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া কত কথা বানাইয়াছেন তাহা যদি জানা থাকিত, তাহা হইলে কি আপনি 'পর্য্যায়েন' প্রভৃতির অণত্ব দেখিয়া এত অনর্থ করিতে বা এতদূর বেয়াদবী বা——করিতে সাহস করিতেন, না এ সূত্রের দ্বারা 'গৃধ্রবাক্যেন' 'পর্য্যায়েন' ও 'শীঘ্র-গামিনাং' শব্দের নকারের ণত্ব হইবেই হইবে এরূপ আবদার করিতে পারিতেন? আমি এখনই 'নরবাহন' প্রভৃতি যে সকল উদাহরণ দেখাইয়া আসিলাম তাহাদের জন্য যদি আপনার বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়, তবে গরিব ব্যাসদেবের জন্য একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় না কি? আপনি স্পষ্টই দেখিতেছেন যে "গৃধ্রবাক্যেন" আমাদের লেখা নয়—ব্যাস-দেবের লেখা—তথাপি ঐ অভ্যস্ত মুগ্ধোপদেশে এতই মুগ্ধ হইয়াছেন যে ব্যাসদেবেরও কিছুমাত্র খাতির রাখেন নাই।

'গৃধ্রবাক্যেন' (অণত্ব) যে ব্যাসদেবের লেখা তদ্বিষয়ে যদি

সন্দেহ হয়, তাহা হইলে কলিকাতা (শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় ও এসিয়াটিক্ সোসাইটী প্রভৃতির প্রকাশিত) শ্রীরামপুর ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের সংস্করণ, এবং Asiatic society স্থিত Fort William Collegeর, সংস্কৃতকলেজের, স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের, পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীর, ৺শিবনারায়ণ ঘোষ বাবুর, পৌরাণিক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের ও আমাদের লাইব্রেরির বাটীর (তালপত্রে) হস্তলিখিত পুস্তকগুলিকেও সাক্ষ্য মানিতেছি, ইহাদিগের জবান্‌বন্দি লউন।* যদি বলেন এ সকল সংস্করণ ও লেখা

---

* এস্থলে বলা আবশ্যক বর্দ্ধমানের রাজবাটীর সংস্করণে 'গৃধ্রবাকোণ' (মূর্দ্ধন্য) আছে। ঐ সংস্করণের সংস্কর্ত্তাদিগের অন্যতর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দেন "মুগ্ধবোধ ব্যকরণের ণত্ববিধি অনুসারে অর্থাৎ 'যত্র যে নস্ততোঽন্তত্র গতাস্তু পরস্ত সান্নিহিতেনেপা স্তাদিনা চ সহিতস্ত' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ণত্ব হইবার বাধাও ত দেখা যায় না। সংশোধনকালে এ বিষয়ে কোন বিচার হইয়াছিল কি না তাহা স্মরণ হয় না। অদ্য রাজবাটীর কাছারি বন্ধ, এজন্য মহাভারত কার্যালয়ের সকল পুস্তক দেখিয়া লিখিতে পারিলাম না।" তত্ত্বনিধি মহাশয় দ্বিতীয় পত্রে লেখেন, "মহাভারত সেরেস্তায় সম্প্রতি দুই খণ্ড মাত্র মহাভারত আছে, এক খণ্ড হস্তলিখিত, ২য় সোসাইটীর ছাপা, ঐ দুই খণ্ডেই "গৃধ্রবাকোন" দন্ত্য নকারই আছে। ঐ সকল পুস্তকে অনেক অশুদ্ধ পাঠ বা পদ আছে, সুতরাং গ্রন্থ সংশোধন সময়ে মুগ্ধবোধের ণত্ববিধান অনুসারে ণত্ব হইয়াছে। যদি উহা সকল ব্যাকরণ সিদ্ধ না হয় তাহাতে হানি কি? আমরা মুগ্ধবোধব্যবসায়ী, কাজেই তদনুসারে চলিয়া থাকি। পাণিনি কি বলেন একবার দেখা উচিত, আমারদিগের কালেজ বন্ধ থাকায় এক্ষণে তাহা দেখা হইল না।" তত্ত্বনিধি মহাশয় এক জন শিষ্ট, শান্ত,

মূর্খলোকের (জগন্নাথ বলিলেই ভুলিব না কি? তিনি ব্যাকরণের কি ধার ধারিতেন?), উঁহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা হইলে আমরা এস্থলে নিম্নলিখিত রহস্যজনক প্রকৃত ঘটনাটী তুলিয়া বলি যে আমরাও ঐ মূর্খদিগের দলে সন্নিবিষ্ট হইতে রাজী আছি, আপনিই পণ্ডিত থাকুন।

একজন মাতালকে মদ খাইতে নিষেধ করিলে সে জিজ্ঞাসা করে, "মদ খাইলে দোষ কি?" মদ খাইলে নরকে যাইতে হয় বলায় সে বলে, "আচ্ছা, অমুক, অমুক, অমুক, সকলেই ত মদ খাইতেন; তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন?" নরকে গিয়াছেন উত্তর দেওয়ায় সে বলিয়া উঠিল, "বা! তবে আর নরকে যাইতে ভয় কি? নরক ত গুলজার হইয়া উঠিয়াছে; তুমি স্বর্গে যাও, আমি নরকেই যাইব।"

পাঠকগণ, যদিও ব্যাসদেবের লেখায় দন্ত্য 'ন' আছে বলিলেই যথেষ্ট হয়, তথাপি সমালোচক মহাশয় যেরূপ বেপরোয়া বিচারক, তাহাতে ব্যাসদেবেরও কাণমলার হুকুম হওয়া অসম্ভব নয়, এজন্য সমালোচকের মুগ্ধবোধের মোহ ছাড়াইবার জন্য পদ্মনাভের শরণ লইতে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। পদ্মনাভ সুপদ্মব্যাকরণে ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ১৪ সূত্রে যুবাদির মধ্যে 'থাক্য' শব্দকে গণনা করিয়া উহার বিভক্তিজ নকারের ণত্ব নিষেধ করিয়া গিয়াছেন;

সুপণ্ডিত, ও সত্যবাদী। তাঁহার পত্র দুইখানিই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। মুগ্ধবোধের অসম্পূর্ণ সূত্রটী ইঁহাকেও মুগ্ধ করিয়াছে, তাহাতেই বলিতেছিলেন ঐ সূত্র যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল। নচেৎ অশুদ্ধই শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিবে।

তিনি উদাহরণ দিয়াছেন "শাস্ত্রবাক্যানি'। কেবল পদ্ম-নাভের শরণে এই মোহ না যায় ত মহারাজাধিরাজ জুমর-নন্দীর শরণ লইতে পারেন। তিনি লেখেন,—"আকৃতিগণো-ঽয়মিতি তেন লক্ষণপ্রাপ্তং শত্বং শিষ্টপ্রয়োগে যত্র ন দৃশ্যতে সোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। অতএব প্রক্ষ্ণ্যামানঃ শ্রীবনঃ চিত্রভানুঃ শাস্ত্রবাক্যেন দৌর্ভাগ্যেন দৌর্ভাগিনেয় ইত্যাদৌ ন ণত্বম্।"

যখন পদ্মনাভ যুবাদির মধ্যে 'বাক্য' শব্দকে গণনা করিয়াছেন, তখন পূর্ব্বপদ শাস্ত্রই হউক আর অশাস্ত্রই হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না, ইহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? তথাপি মন খুঁৎ খুঁৎ করে ত দুই একটা উদাহরণ দিয়া সে খুঁৎটুকু নিবারণ করিয়া দিই।

১। "ভার্য্যাবাক্যেন সমুদ্রে প্রক্ষেপণায় নীতঃ। ... ... ভার্য্যাবাক্যেন সমুদ্রে প্রক্ষিপ্যতে"। ১২। ৪ তন্ত্র। পঞ্চতন্ত্র।

[ভুবনচন্দ্র বসাকের সংস্করণ, ২৬৫ পৃ.। পুনার সংস্করণ (১৮৬৬ সাল), ৪২ পৃ.। পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ, ৪০২ পৃ.। Professor Kielhorn's edition, p. 29.]

২। "পিতৃবাক্যেন রামোঽসৌ যাতবানবনীমুনিঃ।" ৩২ অ. সহ্যাদ্রি পর্ব্ব। স্কন্দপুরাণ। ৬ শিবনারায়ণ ঘোষ বাবুর পুস্তক।

৩। "পূর্ব্ববাক্যেন যদুক্তিং পরবাক্যেন তদেব প্রতি-পাদিতম্।" ৫।৩।২ অধ্যায় মীমাংসাভাষ্যটীকা ধর্ম্মরাজকৃত। প্রয়াগ হইতে সম্প্রতি আনীত পুস্তক।

৪। "বেদবাক্যান্যপীশ্বরবাক্যত্বেঽপি ঈশ্বরবাক্যানি অপি পৌরুষেয়াণি বাক্যত্বাৎ মনুবাক্যবৎ। পৌরুষেয়বাক্যানি

ন সর্ব্বতোঽভ্রান্তানি অস্মদাদিবাক্যবৎ ইতি। পরিমল। বেদান্তদর্শন ২।২।৭ অধিকরণ, ঈশ্বরকারণবাদ।

তাহাতেই বলিতেছিলাম আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, আমরা প্রিয়দন্ত হইব বৈ কি। সমালোচক মহাশয়ের কার্য্য দেখিয়া বোধ হইতেছে তিনি এখনও বালকই আছেন; কথাই আছে "দাঁত থাকিতে দাঁতের মান জানে না", তাঁহার প্রিয়দন্ত না হইবারই কথা। কিন্তু তাঁহার, দন্ত্য দেখিলেই মস্তকচ্ছেদ করিয়া মূর্দ্ধন্য করা রোগটী বড়ই ভয়ানক। সমালোচক মহাশয়ের এই **dentophobia** (দন্ত্যভীতি) রোগটী এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে,যে স্থানে বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয় সেখানেও নিত্য মূর্দ্ধন্য করিয়া দন্ত্যের সম্পর্ক এককালেই উঠাইয়া দিতে চাহেন। এই দেখুন **Asiatic Society** প্রভৃতির সংস্করণে 'পর্য্যায়েন'পদে দন্ত্য 'ন' আছে, এবং উহা পক্ষান্তরে থাকিতেও পারে সূত্র আছে, তথাপি উহাকে ভুল স্থির করিয়া ১৭ নম্বর ভুল দেখান হইয়াছে। "প্রাতিপদিকান্তনুম্বিভক্তিষু চ। ৮।৪।১১।" এই পাণিনিসূত্রের অনুরূপ সংক্ষিপ্তসারের সূত্র "নাম্নোঽন্তো-বিভক্তিজশ্চ। ৩২৭।" অনুসারে পূর্ব্বপদে ঋ, ষ ও র থাকিলে নামের অন্ত্য 'ন'কার এবং বিভক্তিজাত 'ন'কার স্থানে মূর্দ্ধন্য 'ণ' বিকল্পে হয়। জুমরনন্দী উহার উদাহরণ 'প্রভাবেণ, প্রভাবেন' দিয়াছেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ও এই মত সংগ্রহ করিয়া সুধীবর সংক্ষেপবক্তা বোপদেবের ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন, তিনি মুগ্ধবোধ অনুসারেই বিকল্পে হয় প্রমাণ করিয়াদিয়াছেন। তিনি লেখেন "পক্ষবর্জ্জনাৎ ক্ষ্বাদিসম্বন্ধিনোঽপি। শ্রীভাবেণ শ্রীভাবেন"। 'প্রভাবেন'র ন্যায় ঐ সূত্রানুসারে

'পর্য্যায়েন' স্থলেও পূর্ব্বপদ পরি উপসর্গস্থিত 'র' থাকায় 'আ—য়েন' পদের বিভক্তিজ্ঞ 'ন' বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হইবে তাহাতে আর বাধা কি? বালকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমরা এস্থলে (৮৯ পৃ. প্রবেশিকায়) ব্যাসদেবের লেখা না কাটিয়া, উহার উপর বিদ্যা না. ফলাইয়া, যেরূপ Asiatic Society প্রভৃতির সংস্করণে পাইয়াছি, 'পর্য্যায়েন' পদে সেরূপ দন্ত্যই রাখিয়াছি, আবার ৯৯ পৃষ্ঠার টীকাতে 'পর্য্যায়েণ' এরূপ ণত্ব লিখিয়াছি। কেবল অবোধ বালকদিগের উপকার হইবে এই উদ্দেশ্যেই এরূপ লেখা হয়, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে শুধু তা নয়, অনেক সুবোধ বালকেরও ইহাতে চৈতন্য হইবে।

"ভুল নং ১৮। প্রমার্জন্তী। ৩৯ পৃ. ৯ পং। এই প্রমার্জন্তী পদটী ভুল। 'মৃজ্' ধাতু অদাদি। অদাদি মৃজ্ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিলে 'মার্জৎ' হয়। তাহার স্ত্রীলিঙ্গে 'মার্জতী' হয়, সুতরাং এখানে পদটী হওয়া উচিত ছিল 'প্রমার্জতী'। রামায়ণে এরূপ থাকিলে 'আর্ষ' বলা উচিত ছিল।"

সমালোচক মহাশয়ের এরূপ ঔচিত্যের উপদেশে বিশেষ বাধিত হওয়া যাইত, যদি মৃজ্ধাতু চুরাদিগণীয় না থাকিত। 'মৃজ্' ধাতু কেবল অদাদি নয়, চুরাদিও আছে। চুরাদি 'মৃজ্' ধাতুর এক বার ণিচ্ আর এক বার শপ্ দুইই হয়, যে বার শপ্ হয়, সে বার শতৃপ্রত্যয়ে, স্ত্রীলিঙ্গে, 'ভবন্তী'র ন্যায় 'মার্জন্তী' হওয়ার বাধা কি?

১। "মৃজুশৌ চালঙ্কারয়োঃ—মার্জ্জয়তি, মার্জ্জতি"।

উত্তরভাগ সিদ্ধান্তকৌমুদী, ১৮২ পৃ.।

পূজ্যপাদ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্করণ।

২। "মৃজুশৌ চালঙ্কারয়োঃ পরস্মৈ ভাষাঃ।"

কলাপের ধাতুপাঠ, চুরাদিপ্রকরণ।

প্রয়োগেরও অপ্রতুল নাই।

১। "দুর্য্যোধনস্তু বামোরুঃ পাণিনা পরিমার্জতি।"

২৮।১৭ অং, স্ত্রীপর্ব্ব, মহা।

২। "বিরাটদুহিতা কৃষ্ণ পাণিনা পরিমার্জতি।" ৫।২০অং,ঐ।

৩। "মার্ষ্টি তীর্থোদকৈর্নিত্যং মার্জত্যালেপনৈর্দ্বিজান্।
যো মার্জয়তি সাম্রাজ্যং শ্রিয়শ্চাপল্যবাচ্যতাম্॥" ৫৫॥

কবিরহস্য।

পাঠকগণ, এক্ষণে বুঝিলেন কি না যে সমালোচক মহাশয় কিছুমাত্র না দেখিয়া শুনিয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ ও অসূয়াপরবশ হইয়া এই ভুলগুলি ধরিয়াছেন।

শিষ্টাচারের প্রতি জলাঞ্জলি দিয়া শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর ও অকারণ কটূক্তি সহকারে এরূপ সমালোচনা করাতে যে কেবল নিজের—এবং—ও—পরিচয় দেওয়া হয় তাহা নহে, ইহাতে ভবিষ্য সন্তানদিগকেও অশিষ্টাচারের সরণি প্রদর্শন করিয়া দেওয়া হয় এবং ভুল সংশোধনের নামে বালকদিগকে ভুলাইয়া ভুলের বীজ বপন করা হয়। অতএব শিক্ষার্থীদিগকে প্রসঙ্গক্রমে বলি, সাবধান! দেখ যেন নিজের মাথা খেও না, দেশের কলঙ্ক বাড়াইও না, নিম্নলিখিত উপদেশের প্রতি অনাস্থা দেখাইও না।

"বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ম্ প্রহরিষ্যতি।"

"Little learning is a dangerous thing."

তৃতীয় কাণ্ড।

অপব্যাখ্যা।

গত ৭ই ও ১৪ই ভাদ্রের 'সুরভি ও পতাকা'য় জয়পতাকা উড়াইবার আশয়ে অনাবশ্যক হইলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিধান তুলিয়া ১৪টী ব্যাখ্যা-ভুল দেখান হইয়াছে। প্রারম্ভে পূজ্যের পূজা বা নমস্যের নমস্কার বা কোন মাঙ্গল্য বস্তুর উল্লেখ করা শিষ্টাচার-পরম্পরাসিদ্ধ—ইহাই আমাদের চির-সংস্কার ছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি ব্যক্তিবিশেষের নিকট এ নিয়ম রদ্ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের নিকট গুরু বা গুরুকল্প পূজ্যসম্প্রদায়ভুক্ত কৃষ্ণবিষ্ণুর প্রতি কটূক্তিই মঙ্গলাচরণ, এবং ইতরজনসুলভ দৃষ্টান্ত দিয়া রসিকতা করাই স্বস্তিবাচন প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু উহা অশাস্ত্রীয় হয় নাই, অধিকারী ভেদে কার্য্যভেদের ব্যবস্থা মনুপ্রভৃতি ব্যবস্থাপক ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিতার কাল পড়িয়াছে, যার যা ইচ্ছা তিনি তাই করিতেছেন; কার সাধ্য কে কি বলে। সুতরাং ওসম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার অধিকারও নাই, ইচ্ছাও নাই। আমরা কেবল এইমাত্র বলি যে এই ১৪টী ভুল দেখাইতে গিয়া সমালোচক মহাশয় নিজের এতই অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, যে আমাদের কিছুই না বলিলেও চলিত; কেবল সমালোচক মহাশয় "এই ভুলগুলির বেলা কি বলিতে" চাই "জানিতে উৎসুক" রহিয়াছেন বলিয়া কিছু বলিতে বাধ্য

হইলাম। তিনি আমাদিগকে যতই গালি দিন আর যতই অপমান করুন, তাঁহার কিছু শিক্ষা হয় আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

সমালোচক মহাশয় বোধ হয়, আমাদিগের তিরস্কারে অন্তঃকরণ নিবিষ্ট করায় স্বর্গীয় সুধীবর ৺আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশরূপ পুরস্কার দিতে ভুলিয়াছেন। আজ কাল যেরূপ কদর্য্য কাল পড়িয়াছে, তাহাতে হয় ত, সমালোচক মহাশয়ের চরিত্রের উপর কেহ কিছু বলিয়া বসিবেন। অতএব আমিই সমালোচক মহাশয়ের পক্ষ হইতে বলিতেছি. যে, সমালোচক মহাশয় যে এত অভিধান তুলিয়াছেন সে কেবল ৺বড়ুয়া মহাশয়ের প্রসাদে; বড়ুয়া তাঁহার নানার্থসংগ্রহে যে যে অভিধান যেরূপে যতটুকু তুলিয়াছেন, সমালোচক মহাশয় মাছী মারা গোচ অবিকল সেই সেই অভিধান সেইরূপে তত টুকু তুলিয়াছেন। বড়ুয়া মহাশয়ের প্রতি সমালোচক মহাশয়ের কৃতজ্ঞতা আমিই প্রকাশ করিতেছি।

যখন কথাই উঠিল তখন শেষটুকু আর বাকী থাকে কেন? বড়ুয়ার নানার্থসংগ্রহ এ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে প্রচারিত হয় নাই, তথাপি সমালোচক মহাশয় উহা পাইলেন কিরূপে শুনিবেন? ত শুনুন, সমদুঃখসুখ হইলেই সহানুভূতি হইবে ইহা একটী প্রকৃতিসিদ্ধ বিশেষ নিয়ম, এ নিয়ম লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য! সুতরাং এবারকার 'প্রবেশিকা' প্রকাশে যাহাদের কোন না কোনরূপে স্বার্থের কিছু মাত্র হানি হইবার সম্ভাবনা আছে, তারা কুমারই হউক, আর যুবাই হউক, আর বৃদ্ধই

হউক, নবীনই হউক, আর প্রবীণই হউক, কোন না কোনরূপে সমালোচক মহাশয়ের সাহায্য করিবেই করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সমালোচক মহাশয়ের বড়ুয়া-কৃত নানার্থসংগ্রহ সংগ্রহ করাই তাহার একটী অকাট্য প্রমাণ।

কার্য্যবিশেষের পরিচয় দিয়া ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ করা ও তন্নিবিন্ধন তাঁহাকে অপদস্থ বা অপ্রস্তুত করা আমার কুষ্ঠীতে লেখা নাই। মনের অগোচর ত পাপ নাই, কে কি করিয়াছেন ভাবিয়া দেখুন না কেন। অথবা এ কথার অনুসন্ধানে আবশ্যক কি? যিনি যাহা ভাল বুঝিবেন তিনি তাহা করুন; তাহাতে আমাদের কোন কথাই নাই। ধরিয়া লওয়া গেল যে নানার্থসংগ্রহ অন্যরূপে সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু সমালোচক মহাশয় যে উহা হইতেই সমুদায় লইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠকগণের প্রতীতির নিমিত্ত কিছু উদাহরণ দিই। বড়ুয়ার নানার্থসংগ্রহে 'বর' শব্দ সম্বন্ধে মেদিনী, বিশ্ব, অমর, হেমচন্দ্র, ত্রিকাণ্ডশেষ ও অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী উদ্ধৃত হইয়াছে; হেমচন্দ্রের প্রথম পাদের চারিটী অক্ষর বাদ দিয়া "বরো বৃতৌ" এই চারিটী অক্ষর হইতে পাঠ ধরা হইয়াছে। সমালোচনাতেও, কম বেশী নাই, ঐ ছয় খানি অভিধানই উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এবং ঐরূপ অর্দ্ধপাদ কাটিয়া দিয়া হেমচন্দ্রকে চতুষ্পাদ করিয়া তোলা হইয়াছে। বেশীর মধ্যে হেমচন্দ্রের পশ্চাতে কালিরই বলুন, আর কলঙ্কেরই বলুন, কতকগুলি বিন্দু বিন্দু দাগ দিয়া হেমচন্দ্রকে প্রকৃত চন্দ্র বানাইয়া তুলিয়াছেন; আর দুই একটা ব্যাকরণ ভুল করিয়া, নিজের চন্দ্র নাম হইলে সেটীকেও সার্থক করিয়া তোলা

হইয়াছে। নানার্থসংগ্রহে "দেবাদ্ বৃতে" পাঠ আছে, কিন্তু সমালোচনায় 'দেবাৎ বৃতে' এরূপ পাঠ আছে। এক চরণে যে সন্ধি নিত্য হয় সেটা বোধ হয় মনে ছিল না।

আবার দেখুন, 'জলজ' শব্দের বেলা বড়ুয়া "জলজং কমলে শঙ্খে" বলিয়া একবারে হেমচন্দ্র ও মেদিনীর নাম, ও "জলজং শঙ্খপদ্ময়োঃ" বলিয়া একবারে বিশ্ব ও ত্রিকাণ্ডের নাম ধরিয়াছেন। এখানে সমালোচক মহাশয়, বড়ুয়ার ন্যায় একবারেই হেমচন্দ্র ও মেদিনীর এবং বিশ্ব ও ত্রিকাণ্ডের নাম ধরিয়াছেন। এবং ঐ চারিখানি অভিধান ভিন্ন আর অন্য অভিধানের নাম করিতে পারেন নাই।

আরও দেখুন, বড়ুয়া যেমন 'অমর' ও 'হেমচন্দ্র' বলিয়া একবার গ্রন্থকর্ত্তার নাম, আবার 'ত্রিকাণ্ডশেষ' ও 'অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী' বলিয়া গ্রন্থের নাম করিয়া রীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; সমালোচক মহাশয়ও ঠিক তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া আর কত দেখা-ইব, "এবং সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্"। তবে 'শল্য' শব্দের বেলা একটু কৌতুকাবহ কাণ্ড হইয়া পড়িয়াছে তাই সেটী বলি, সমালোচক মহাশয় বড়ুয়াকে অনুবর্ত্তন (follow) করিতে গিয়া এতই অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে তাঁহার উদ্ধৃত দুই একটী অভি-ধান দ্বারাই তাঁহার আপত্তি খণ্ডন হইতেছে, তাহা তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই; oversight হইয়াছে। তাহা শল্য শব্দের সময় দেখাইয়া দিব।

যে বড়ুয়া মহাত্মা হইতে এত উপকার পাইয়াছেন, যে বড়ুয়ার প্রতি এত বিশ্বাস, সেই মহাত্মা স্বর্গীয় বড়ুয়ার

সমুদয় সম্পত্তি লইলেন, অথচ তাঁহার নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন না ; ইহা কি সমালোচক মহাশয়ের সদৃশ লোকের নিকট আশা করা যায় ? তাহাতেই বলিতেছিলাম এটী তাঁহার অন্যমনস্কতা নিবন্ধন ঘটিয়াছে, তাই তাঁহার এই ত্রুটিটী নিবারণের নিমিত্ত এত কথা বলিলাম।

"ভুল নং ১। বরং—শ্রেষ্ঠঃ। বরমিত্যব্যয়ম্। ৩৮ পৃ. (৩) টীকা। 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে 'বর' শব্দ কোন কালেও অব্যয় নয়।...... সাধারণতঃ লোকে কিন্তু 'মনাক্‌প্রিয়' অর্থেই 'বর' শব্দটী অব্যয় বলিয়া জানেন।"

'বর' শব্দ 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে অব্যয় কখনই কেহ বলেন নাই, আমরাও বলি নাই ; কেবল 'শ্রেষ্ঠ' অর্থেই কেন, 'মনাক্‌প্রিয়' অর্থেও 'বর' শব্দকে অব্যয়, সমালোচক মহাশয় ছাড়া আর কেহই বলেন না ; তিনি জালকাণা হইয়া যে সকল অভিধান তুলিয়াছেন তাঁহারাও বলেন না। তাঁহার উদ্ধৃত অভিধানের মধ্যে দুই খানিতে মাত্র (মেদিনিকরের অভিধানে ও বিশ্বে) অব্যয়ের কথা আছে ; কিন্তু উভয়েই 'বরং' শব্দকে ('বর' শব্দকে নয়) অব্যয় বলিয়াছেন—'বরম্ অব্যয়ন্তু মনাগিষ্টে' বিশ্ব ; 'কেচিদাহুস্তদ্ (বরং) অব্যয়ম্' মেদিনী। 'বর' শব্দ অব্যয় হইলেও তাহার প্রথমাতেই বলুন আর যে বিভক্তিতেই বলুন 'বরং' পদ হয় এরূপ স্থির করা সমালোচক মহাশয়ের ব্যাকরণ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা 'বরমিত্যব্যয়ম্' লিখিয়া 'বরং' শব্দকে অব্যয় বলিয়াছি, সমালোচক মহাশয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এই ত 'বিসমোল্লায় গলদ্'। প্রথমেই এক নোক্তার (বিন্দুর) ভুল হওয়ায় নূতন কোরাণ যে-

রূপ অগ্রাহ্য হইয়া যায়, পাঠকগণ, এখানেও সেইরূপ প্রথমেই 'বরং'এর নোক্তায় ভুল করা হইয়াছে বলিয়া কি সমালোচনাটীই অগ্রাহ্য করিবেন? আমি অনুরোধ করি—না, ওরূপ ভ্রমপ্রমাদ সকলেরই হয়। উহা ধরিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত নয়; ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া সমালোচনায় কিছু সার আছে কি না দেখুন।

'বর' শব্দের যে 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ হয় তদ্বিষয়ে সমালোচক মহাশয়ের কোন আপত্তি নাই; তবে শ্রেষ্ঠার্থে 'বর' শব্দ পুংলিঙ্গের বিশেষণ হইলে পুংলিঙ্গেই হইবে, এখানে তাহার বিপরীত হওয়াতেই যত আপত্তি। 'বরং' শব্দ শ্রেষ্ঠার্থে অব্যয় হয় না ইহাই নানা অভিধান তুলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'বরং' এই পদটী অব্যয় হউক আর নাই হউক, শ্রেষ্ঠার্থে পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদেরও বিশেষণ হয়, তাহাই অগ্রে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছি।

"সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥"

১১৮। ২ অং। মনু।

এখানে 'বরং' শব্দের অর্থ মেধাতিথি 'শ্রেষ্ঠঃ', সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ 'শ্রেয়ান্', ও রামচন্দ্র 'উৎকৃষ্টঃ' বলিয়াছেন; ফলে সকলেই এক। দেখুন দেখি 'প্রবেশিকা'য় উদ্ধৃত পঞ্চতন্ত্রের "সঞ্চয়রহিতোঽপি বরমেব উপভুক্তধনঃ নাসৌ গুপ্তধনঃ" এই সন্দর্ভের সহিত মনুর "সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি সুযন্ত্রিতঃ বিপ্রো বরং; ত্রিবেদোঽপি অযন্ত্রিতো ন" এই সন্দর্ভের সৌসাদৃশ্য আছে কি না? শ্রেষ্ঠার্থে 'বরং' শব্দ যদি মনুতে

পুংলিঙ্গের বিশেষণ হয়, তবে পক্ষত্রয়ে না হইবে কেন? পুংলিঙ্গের বিশেষণ 'বরং' কিরূপে হইল এই আশঙ্কা করিয়া মেধাতিথি পরের দোহাই দিয়া দুইপ্রকার সিদ্ধান্ত দেখাইয়া দিয়াছেন। ১ম সিদ্ধান্ত—প্রথমতঃ ব্যক্তিবিশেষের বিবক্ষা না করিয়া সামান্যতঃ 'শ্রেষ্ঠ' এইমাত্র অর্থে 'বর' শব্দ "সামান্যত্বাৎ নপুংসকম্" এই নিয়মানুসারে ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়া, পরে সেই 'বর' (শ্রেষ্ঠ) কে, তাহার পরিচয় দিবার জন্য পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদের যোগ করিয়া দিলেও আর পূর্ব্বপ্রযুক্ত বিশেষণ পদে লিঙ্গের পরিবর্ত্তন হয় না। ২য় সিদ্ধান্ত—'বর' শব্দ ক্লীবলিঙ্গও আছে। মেধাতিথির সন্দর্ভ এই,—

"অথ কথং বরং বিপ্র ইতি যাবতা বরো বিপ্র ইতি ভবিতব্যম্। কেচিদাহুঃ সামান্যোপক্রমস্য বিশেষস্যাভিধানাৎ। বরমেতৎ, কিং তৎ যৎ সুবব্রিতো বিপ্র ইতি। অন্যে ত্বাহুরাবিষ্টলিঙ্গো বরশব্দো নপুংসকলিঙ্গোঽপ্যস্তি।"

এক্ষণে "বরং শ্রেষ্ঠঃ" এ ব্যাখ্যা যে অপব্যাখ্যা নয় তাহা প্রতিপন্ন করা হইল; সুতরাং অপব্যাখ্যার charge হইতে বোধ করি পাঠকগণ আমাদিগকে খালাস দিবেন। এখন কেবল [illegible] বৈয়াকরণিক বা [illegible] বাকি আছে, এটী [illegible] সপ্রমাণ করিয়া দিতে পারিবেন [illegible]। সমালোচক [illegible] তাঁহার অন্তর্ভিজ্ঞতাগুলি [illegible]

সমালোচক [illegible] অভিধান তুলিয়া

নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন সত্য। কিন্তু ঐগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষা করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, সমালোচক মহাশয় ঐগুলি উদ্ধৃত করিয়াই আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছেন। আজ কাল কেবল প্রাচীন অভিধানের উপর নির্ভর করিয়া শব্দার্থ নির্ণয় করা চলে না, জানা উচিত যে, পরিদর্শনের বৃদ্ধির সহিত অভিধানেরও কলেবরের দিন দিন বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন হইতেছে—হওয়াই সম্ভব।

ইহা প্রমাণ করিতে আমাদের অন্যস্থলে যাইতে হইবে না; সমালোচক মহাশয়ের উদ্ধৃত কয়েকখানি অভিধানে 'বর' শব্দ বিষয়ে কি বলা হইয়াছে একটু মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলেই স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। আমরা অভিধান কয়েকখানির পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে 'বর' শব্দ বিষয়ে কে কি বলিয়াছেন দেখাইয়া দিতেছি। (১) সমালোচক মহাশয়ের উদ্ধৃত অনেকার্থধ্বনি-মঞ্জরীর সময় আমরা ঠিক জানি না, একারণ তাঁহারই বিষয় প্রথম বলি। ইহাতে 'বর' শব্দের দুইটামাত্র অর্থ দেওয়া আছে—শ্রেষ্ঠ ও আর্য্য। (২) অমর 'বর' শব্দের অর্থ তিনটামাত্র দিয়াছেন—দেবতার বর, শ্রেষ্ঠ এবং ঈষৎপ্রিয়; আর শ্রেষ্ঠার্থে 'বর' শব্দ তিন লিঙ্গে (অর্থাৎ বিশেষ্যাধীনলিঙ্গ) হয় বলিয়াছেন, তিনি আর অর্থ দেখেন না। (৩) অমরের লিখিত 'বর' শব্দের তিনটী অর্থ বলিলে সকল প্রয়োগ রক্ষা হয় না দেখিয়া অমরের পরিশিষ্ট (Supplement) ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তমদেব আরও তিনটী অর্থ যোগ করিয়াছেন—জামাতা, বৃত (বরণ) এবং কুঙ্কুম। (৪) মহেশ্বর দেখিলেন যে ইহাতেও সব রক্ষা হইতেছে

না, অতএব তিনি বিশ্বপ্রকাশকোষে আরও তিনটী অর্থ যোগ দিলেন—ষিড়্গ (libertine, gallant), শতমূলী ও ত্রিফলা; এবং অমরের 'মনাক্প্রিয়' অর্থাৎ ঈষৎপ্রিয় অর্থে ক্লীবলিঙ্গ হয় এই সিদ্ধান্তটী তাঁহার অভিমত না হওয়ায় অমরকে সংশোধন করিয়া বলিলেন "অব্যয়ঞ্চ মনাগিষ্টে", অর্থাৎ 'ঈষৎপ্রিয়' অর্থে অব্যয় হয়। (৫) মেদিনিকরের (বা মেদিনীকরের) অমরের ন্যায় অমরের উপর অচলা ভক্তি ছিল, এবং বিশ্বপ্রকাশকোষকার মহেশ্বরের উপর তত বিশ্বাস ছিল না (তিনি বলিয়াছেন "অপি বহুদোষং বিশ্বপ্রকাশকোষং"), একারণ তিনি মহেশ্বরের মতটী উল্টাইয়া "মনাগিষ্টে বরং ক্লীবং" এই সন্দর্ভ দ্বারা অমরের মতটীকে (ঈষৎপ্রিয় অর্থে বর শব্দ ক্লীবলিঙ্গ) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং মহেশ্বরের মতটীতে অনাস্থা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিলেন 'কেচিদাহুরব্যয়ম্'। কেহ কেহ অব্যয় বলেন, সকলে বলেন না। (৬) হেমচন্দ্র আবার একটী অর্থ (ত্রিফলা) কমাইয়া দিলেন।

এক্ষণে দেখুন দেখি, সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত 'বর' শব্দের অর্থের ও লিঙ্গের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না; অমরের সময় হইতে [illegible] সময়েই যখন 'বর' শব্দের [illegible] কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন হেমচন্দ্রের পর একবারে পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, পরিবর্ত্তনের [illegible] হইয়াছে কি না, ও কেহ কোন পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কি না, তাহা সমালোচক মহাশয়ের দেখা উচিত ছিল; [illegible] নাই বলিয়াই তাঁহার এ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা [illegible] অপব্যাখ্যা বলিতে হইল।

উল্লিখিত অভিধানকর্ত্তাদিগের মধ্যে অমরপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগকে অসম্পূর্ণতার জন্য তত দোষ দেওয়া যায় না, যেহেতু সকল বিষয়েরই, বিশেষতঃ অভিধানের, আদিম গ্রন্থে অসম্পূর্ণতা থাকাই সম্ভব। কিন্তু হেমচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ (অবশ্য উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মধ্যে), তাঁহার গ্রন্থে অধিক থাকার আশা করা যায়, কিন্তু অধিক থাকা দূরে থাকুক, তিনি একটী অর্থ কমাইয়া বসিলেন। তিনি যদি জৈন না হইয়া হিন্দু হইতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই মনু পাঠ করিতেন ও মেধাতিথির উক্ত ব্যাখ্যা দেখিতেন এবং 'বর' শব্দ শ্রেষ্ঠার্থে ক্লীবলিঙ্গ হয় এটীও তাঁহার অভিধানচিন্তামণিতে যোগ করিয়া দিতেন। অথবা মনুর কথায় কাজ কি, যে হেমচন্দ্রের হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রে পর্য্যন্ত দৃষ্টি নাই—যাহাতে নানা স্থানে শ্রেষ্ঠার্থে 'বরং' লেখা আছে, যেমন পঞ্চতন্ত্রে "বরং বুদ্ধির্ন সা বিদ্যা" ইত্যাদি—সে হেমচন্দ্রোদয়ে কি "বিশ্ববিদ্যালয়ের অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত হইতে পারে?" বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি কিছু অজ্ঞানান্ধকারই থাকে ত সে অন্ধকার নষ্ট করা, হেম কেন, কোন চন্দ্রোদয়েরই কর্ম্ম নয়। সুতরাং "বিশ্ববিদ্যালয়ের চন্দ্রদের জন্য হেমচন্দ্র কি ব্যবস্থা করিয়াছেন" ইহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়াই সমালোচক মহাশয়ের ভয়ানক ভুল হইয়াছে।

এক্ষণে অপর কথা ছাড়িয়া দিয়া 'বরং' শব্দ শ্রেষ্ঠ অর্থে অব্যয় বলাই উচিত ও সঙ্গত কি না তাহাই দেখাইয়া দিতেছি।

১। "বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ"

রঘুনন্দনোদ্ধৃতবচন।

২। "শিষ্যৈঃ শতহতাদ্ধোমাদেকঃ পুত্রহুতো বরং" । ৪ । ১ ।
ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ।

৩। "উচিতঃ প্রণয়ো বরং বিহন্তং
বহবঃ খণ্ডনহেতবো হি দৃষ্টাঃ ।
উপচারবিধির্মনস্বিনীনাং
ন তু পূর্বাভ্যধিকোঽপি ভাবশূন্যঃ ॥" ৩ । ৩ ।
মালবিকাগ্নিমিত্র ।

৪। "নরা ন তমবেক্ষন্তে তেনাত্র বরমঙ্গনাঃ ।" বরাহমিহির ।

৫। "বিদ্যুৎপ্রণাশং স বরং প্রনষ্টঃ......
......ন শাসনেঽবাস্থিত যো গুরূণাম্ ॥" ১৪ । ৩ । ভট্টি ।

৬। "অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরং ।"
পঞ্চতন্ত্র—কথামুখ ।

৭। "পণ্ডিতোঽপি বরং শত্রুর্ন মূর্খো হিতকারকঃ ।"
২১ । ১ তন্ত্র । পঞ্চতন্ত্র ।

৮। "বরং শূন্যা শালা ন চ খলু বরং দুষ্টবৃষভঃ ।" ঐ ।

৯। "বরং কূপশতাবাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ ।" পঞ্চতন্ত্র ।

১০। "বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি ।"
মিত্রলাভ । হিতোপদেশ ।

১১। "অজাতমৃতমূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ ।" ঐ ।

১২। "কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরণাঢ়কৈঃ ।
বরমেকঃ কুলালম্বী যত্র বিশ্রূয়তে পিতা ॥" ঐ ।

১৩। "ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥" ঐ ।

১৪। "বরং প্রাণপরিত্যাগো শিরসো বাপি কর্তনম্ ।

ন তু স্বামিপদাবাপ্তিপাতকেচ্ছোরুপেক্ষণম্॥" সুহৃদ্ভেদ। ঐ।

১৫। "বরং মহত্যা ম্রিয়তে পিপাসয়া
তথাপি নান্যস্য করোত্যুপাসনাম্।" সুভাষিতরত্ন।

উপরি উক্ত উদাহরণগুলির মধ্যে অধিকাংশই "সাবিত্রী-মাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ" এই মনুসন্দর্ভের তুল্য; অতএব মনুসন্দর্ভে যদি 'বরং' শব্দের 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ হইল, তবে ঐ সকল সন্দর্ভে 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ না হওয়ার কোন কারণই নাই। কিন্তু ঐ সকল সন্দর্ভের মধ্যে কোন কোন সন্দর্ভে যখন 'বরং'-বিশেষণের বিশেষ্য দ্বিবচনান্ত ও বহুবচনান্তও রহিয়াছে, তখন মেধাতিথির প্রদর্শিত দ্বিতীয় সিদ্ধান্তানুসারে 'বরং' শব্দ শ্রেষ্ঠার্থে ক্লীবলিঙ্গও হয়, ইহা বলিলে আর চলিতেছে না। তবে তাঁহার "সামান্যোপক্রম"—প্রথম সিদ্ধান্তানুসারে ('লোকা অলঙ্ক্রিয়তে'র ন্যায়, ২৮পৃ. দেখুন) এখানে কথঞ্চিৎ নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ওরূপ বিশেষ নিয়মানুসারে সচরাচর শব্দ প্রয়োগ করার রীতি নাই; সুতরাং প্রকারান্তর অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। অতএবই বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 'বরং' শব্দকে অব্যয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং এই সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার জন্য "বরমিত্যব্যয়ম্" এরূপ টীকা করিয়াছেন।

'বরং' শব্দ অব্যয়ই হউক, আর 'বর' শব্দের ক্লীবলিঙ্গে 'বরং'ই হউক, অর্থ সম্বন্ধে যখন কোন প্রভেদ হইতেছে না, অথচ অব্যয় বলিলে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় সব গোলযোগই ঘুচিয়া যাইতেছে, তখন কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি 'বরং' শব্দটীকে অব্যয় বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন? ব্যাকরণ-প্রক্রিয়ার সুবিধার জন্যই

বৈয়াকরণেরা শব্দসকলকে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও অব্যয় বলিয়া বিভাগ করিয়া লইয়াছেন; এটী কেবল কল্পনা মাত্র, বাস্তবিক কোন শব্দেরই লিঙ্গবিশেষ নাই ও কোন শব্দই অব্যয় নহে। এই 'অব্যয়' শব্দই দেখুন না কেন, পাণিনি 'অব্যয়' নাম দিলেন, মুগ্ধবোধ 'ব্য' দিলেন, আর ইয়ুরোপীয় অধ্যাপকগণ 'indeclinable' বলিলেন।

যদি তাহাই হইল, তবে প্রচলিত অর্থের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য না ঘটে, এরূপ সাবধান হইয়া ব্যাকরণের সুলভ ও সহজ নিয়ম করিতে পারিলে করাই ত উচিত। ব্যাকরণ-প্রক্রিয়ার সুবিধার জন্য একটী পদকে অব্যয় বলা রীতি আমরা নূতন প্রচার করিলাম না, এ রীতি প্রাচীন আচার্য্যগণের গ্রন্থেও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বৈয়াকরণমাত্রেই 'অহঙ্কার', 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' পদগুলি সিদ্ধ করিবার জন্য 'অহং' ও 'অস্তি' পদকে অব্যয় শব্দ বলিয়াছেন। এক সন্দর্ভে 'অসি ভবসি' ও 'অস্মি ভবামি' থাকায় 'অসি' ও 'অস্মি' তিঙন্ত পদকেও সুবন্ত অব্যয় পদ বলা হইয়াছে। 'ভবিষ্যতি' পদটী 'ভবিষ্যৎ' শব্দের সপ্তমীতে বলিলে অর্থসঙ্গতি ভাল হয় না বলিয়া ভাষ্যকার 'ভবিষ্যতি' শব্দটী 'ভবিষ্যৎকালবোধক' অব্যয় বলিয়াছেন। এইরূপ যেখানে একটু অসঙ্গতি হইয়াছে সেই খানেই আচার্য্যগণ অব্যয়ের শরণ লইয়াছেন। আমরাও ঠিক তদনুবর্ত্তী হইয়া 'বরং' শব্দকে অব্যয় বলিয়াছি।

অনেকেই 'বরং' এই অব্যয় শব্দটী দেখিলেই 'ঈষৎপ্রিয়'*

---

* ঈষৎপ্রিয়, মনাক্‌প্রিয়, মনাগিষ্ট, ও ঈষদিষ্ট এ সকল একই কথা, সুতরাং একটার অর্থ দেখাইলেই সকলের অর্থ দেখান হইবে।

অর্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কিছুমাত্র প্রবেশ করেন না—সহজে প্রবেশ করাও যায় না। অতএব এস্থলে 'ঈষৎপ্রিয়' অর্থ লইয়া কেহ গোল না করিতে পারেন একারণ 'ঈষৎপ্রিয়' শব্দের প্রবেশদ্বারের চাবি খুলিয়া দিয়া পাঠকগণকে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাউক। 'ঈষৎ' শব্দের অর্থ অল্প ও 'প্রিয়' শব্দের অর্থ ইষ্ট, অভিলষিত; সুতরাং 'ঈষৎপ্রিয়' শব্দের অর্থ দাঁড়াইল যাহাতে অল্প অভিলাষ বা ইচ্ছা জন্মায়। এক্ষণে একটী উদাহরণ ধরিয়া ঐ অর্থ সঙ্গত হয় কি না দেখুন।

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা"। ৬। পূর্ব্ব, মেঘদূত।

মল্লিনাথ ইহার অর্থ করেন, "অধিগুণে অধিকগুণে পুংসি বিষয়ে যাচ্ঞা মোঘা নিষ্ফলাপি বরং ঈষৎপ্রিয়ং (?)। অধমে নির্গুণে যাচ্ঞা লব্ধকামাপি সফলাপি ন বরং ঈষৎপ্রিয়ং (?) অপি * ন ভবতি ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ, গুণী ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা বিফল হইলেও ঈষৎপ্রিয়, আর নির্গুণ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা সফল হইলেও ঈষৎপ্রিয়ও নয়। 'ঈষৎপ্রিয়' শব্দের অর্থ যেরূপ দেখান হইয়াছে তাহাতে এখানকার অর্থ দাঁড়াইল এই যে,

* মল্লিনাথ এ 'অপি'টা কোথায় পাইলেন পাঠকগণ তাহাও যেন একবার ভাবিয়া দেখেন। 'অপি'টা না থাকিলে এখানে অর্থ একেবারে মাটী হয়, একারণ "ন বরং" এরূপ নিষেধের বেলা 'অপি'র যোগ হইবে। কিন্তু যখন কেবল 'বরং' এইরূপ বিধি থাকিবে তখন 'অপি'র যোগ হইবে না, ইহাও কম গরজের কথা নহে।

"গুণী লোকের নিকট প্রার্থনা বিফল হইলেও তাহাতে অল্প অভিলাষ বা ইচ্ছা জন্মে, আর নির্গুণ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা সফল হইলেও তাহাতে অল্প অভিলাষ বা ইচ্ছাও জন্মে না।"

পাঠকগণ, সত্য কথা বলুন দেখি, আপনারা কি এরূপ স্থলে এরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকেন, না, "গুণী ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা বিফল হয় সেও ভাল, তথাপি নির্গুণের নিকট প্রার্থনা সফল হইলেও সে কিছু নয়"—এরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকেন? অর্থ বুঝিলাম একরূপ আর মুখে বলিলাম অন্যরূপ, ইহা কি কম কৌতুকের কথা! কেবল তাই বা কেন, গুণী লোকের নিকট প্রার্থনা বিফল হইলেও তাহাতে কম ইচ্ছা হয়, আর নির্গুণের নিকট প্রার্থনা সফল হইলেও তাহাতে কিছু-মাত্র ইচ্ছা হয় না—ইহা কি সত্য (fact)? যদি সত্যই না হয় তবে কালিদাস কি মিথ্যাই লিখিলেন?

কিছু দিন হইল, ভাষাতত্ত্বানুরাগী বিজ্ঞ বিচক্ষণ সুধীবর স্বর্গীয় আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয়ের সহিত আমার এ বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয় এবং অবশেষে উভয়েই একমত হইয়া স্থির করা যায় যে পূর্ব্বাচার্য্যগণ 'মনাগিষ্ট' বা 'ঈষদিষ্ট' শব্দ 'অপেক্ষাকৃত ভাল' এরূপ অর্থে ব্যবহার করিতেন। কালক্রমে উহার প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শব্দমাত্র ('মনাগিষ্ট') কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা প্রথা দাঁড়াইয়াছে, 'মনাক্' বা 'ঈষৎ' শব্দ এরূপ স্থলে অপেক্ষাকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় এটী সকলে প্রণিধান করেন না। আমরা দুই এক জন বুদ্ধিমান্ লোককেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, জিজ্ঞাসামাত্র উত্তর দেন এখানে 'বরং' শব্দের অর্থ 'মনাগিষ্ট'; কিন্তু 'মনা-

গিষ্ট' কি জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "মনাগিষ্ট কি আবার কি? মনাগিষ্টই মনাগিষ্ট"। যাঁহাদিগের অর্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আছে এরূপ দুই এক জন বলেন যে "বরং—কি না ভাল, মনাগিষ্ট শব্দের অর্থই শ্রেষ্ঠ বা অপেক্ষাকৃত ভাল।" বেথুন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন মহাশয় এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

আমার এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে বঙ্গভূমির দুর্ভাগ্য বশতঃই মহাত্মা বড়ুয়ার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। শব্দশাস্ত্র-সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ব্যাকরণে, তত্ত্বোদ্ভাবন করিতে নিপুণ ও উৎসুক, তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার চক্ষে পড়ে নাই। তিনি যেসব রত্ন উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন সেগুলিও যদি এক্ষণে পাওয়া যায় তাহা হইলেও দেশের অনেকটা উপকার হয় এবং তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বার্থপর বলা "আত্মবন্ মন্যতে জগৎ" এই মহাবাক্যের উদাহরণ, ক্ষুদ্রান্তঃকরণ ও নীচ প্রকৃতির অদ্বিতীয় আদর্শ। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষতঃ কার্য্যাধ্যক্ষ সমাজ (syndicate), যে উপাদানে গঠিত তাহাতে স্বার্থের (অন্ততঃ এ সকল বিষয়ে) লেশমাত্র নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'প্রবেশিকা' বাহির করিবার নিমিত্ত প্রথম প্রস্তাব করেন, যাঁহারই যত্নে 'প্রবেশিকা'র জন্ম, যিনি 'প্রবেশিকা'র নিমিত্ত অকারণ অনেক অপমান অনেক তিরস্কার সহ্য করিতেছেন, 'প্রবেশিকা' যাঁহার প্রসূতা বলিয়া 'প্রবেশিকা'র নে ব্যবহার করিতে যাঁহার কিছু অধিকার আছে বলিলেও

বলা যায়, তিনিও 'প্রবেশিকা' হইতে কিছুমাত্র লাভের আশা করেন না। তাঁহাকে প্রথমবারে পুরস্কার দিবার প্রস্তাব হইলে তিনি তাহা লইতে অসম্মত হন এবং লিখিয়া প্রস্তাব করেন যে সংস্কৃত 'প্রবেশিকা'র আয় হইতে সংস্কৃতের কোনরূপ উন্নতি করা হউক (Vide Minutes for 1887-1888, page 373, para. 349)। তাহাতেই বলিতেছিলাম অজ্ঞলোকে যতই কুৎসা করুন আর যতই হৈ চৈ করুন, বিশ্ববিদ্যালয় বা তৎসংক্রান্ত কোন লোকেরই ইহাতে কোন স্বার্থ নাই, সাধারণের উপকারই ইহার মূল ভিত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'প্রবেশিকা' বাহির করিবার অনেক কারণ আছে। এ স্থলে তাহা বলিয়া আবার কতকগুলি লোককে চটানর দরকার নাই, এই মাত্র বলি যে 'প্রবেশিকা' বাহির করার অন্যতম কারণ একটী এই যে "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে'র ন্যায় মধ্যে মধ্যে গভীর-চিন্তাসম্ভূত প্রয়োগানুসারী সহজ সিদ্ধান্ত বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া। এইজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ আমার সহকারী সুযোগ্য সংগ্রহকার মহাশয়দ্বয়কে [আমি ত আনাড়ি (honorary) সংগ্রহকার, আমার ত মূল্যই নাই] হাজার টাকা পারিতোষিক দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা প্রুফ্ সংশোধনের জন্য নয়। এই প্রকৃত কথাটী বোধ হয় সমালোচক মহাশয় জানিতেন না, তাহাতেই তিনি হাজারে ব্যাজার হইয়া গজর্ গজর্ করিয়াছেন।

সে যাহাহউক পাঠকগণ কেমন consistencyটে দেখুন, একবার বলা হইল বিশ্ববিদ্যালয় স্বার্থপর হইয়া 'প্রবেশিকা'র

সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার বলা হইল কেবল প্রুফ্ শোধনের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় হাজার টাকা খরচ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি অর্থের প্রতি দৃষ্টিই থাকিত তাহা হইলে বটতলারই বলুন আর চাঁপাতলারই বলুন, এক জনকে ডাকাইয়া আনিয়া নগদা মজুরী কিছু দিয়া এ কার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিতেন।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ে ফেরা যাউক। আমরা যে সময় টীকা করি সে সময় পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি অনুসারেই 'বরং' শব্দ অব্যয় বলা উচিত বিবেচনা করিয়া অব্যয় লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে সমালোচক মহাশয়ের তীব্র সমালোচনার যাতনায় বিব্রত হইয়া আমাদের সমানধর্ম্মা আর কোন নির্ব্বোধ লোক আছেন কি না অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখি, আমরা যাহা এক্ষণে স্থির করিয়াছি বহুকাল পূর্ব্বে সেই সিদ্ধান্ত Professor Wilson স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Professor Monier Williams আবার সেই সিদ্ধান্তটী বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত নানাবিধ উদাহরণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার লেখা এই,—

"*Varam*, ind., preferably, rather, better, preferable, (in Ved. sometimes with abl., e. g. *agnibhyo varam*, better than fires; or sometimes with abl. and á, e. g. *Sakhibhya á varam*, better than companions); it is better that, it would be best if (with pres., e. g. *varam gacchámi*, it is better that I go; or even with ellipsis of the verb, e. g. *varam sinhát*, it would be better if [death should

happen] from the lion; sometimes with pot., e. g. *varam tat kuryât*, better that he should do that); better than, rather than, (in these senses *varam* is followed by *na* or *na ća* or *na tu* or *na punar* &c., and may be translated by 'better and not'; *varam mrityurna ćâkirttih*, better death than infamy, or better death and not infamy)."

অথবা ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখের প্রয়োজন কি? ইউরোপীয়দিগের সংস্কৃত অভিধান মাত্রেই এই ভাব প্রকাশ আছে। বোম্বাইও দেখিতেছি দিন দিন সংস্কৃতবিষয়ে বঙ্গদেশকে পশ্চাতে ফেলিতেছে। বোম্বাইপ্রদেশবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ রামচন্দ্র বৈদ্য যে Standard Sangkrit-English Dictionary নামক সংস্কৃত অভিধান করিয়াছেন তাহাতেও 'বরং' শব্দ শ্রেষ্ঠার্থেও অব্যয় হয় লেখা আছে।

বঙ্গের কি দুর্দশা! এ সকল সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করা দূরে থাকুক, বলিলেও হৃদয়ঙ্গম হয় না—তাই কি যে সে লোকের, সমালোচকের পর্য্যন্ত! যাহা হউক, 'সুরভি'র 'বরং' শব্দের সমালোচনাটী কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত না দেখেন তাহা হইলেই মঙ্গল; কেন না, তাঁহারা দেখিলেই ইহার অসারতা তৎক্ষণাৎ বুঝিবেন এবং আমরা যে ছেলেবেলা দুই একখানি

অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল, যে মাননীয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও সুধীবর কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহাদিগের মুগ্ধবোধের সংস্করণে যে অব্যয় শব্দের তালিকা দিয়াছেন তাহাতে শ্রেষ্ঠার্থে 'বরং' শব্দ অব্যয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

অভিধানের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত হই—ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া ভাষার উন্নতি করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করি না —তাহাই তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন। ডাক্তার রাজারাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিশ্রম সব বৃথা হইয়া যাইবে। তিনি যে এত দিন নানাবিধ নিগূঢ়তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা বঙ্গের মুখ উজ্জ্বলই বলুন আর রক্ষাই বলুন করিতেছিলেন, হয়ত কোন একজন ইউরোপীয়ান্ এই কথাটার উল্লেখ করিয়া রাজাকে এক কিস্তি-তেই মাৎ করিয়া দিবেন।

"ভুল নং ২। জলজো মৎস্যাঃ। ৪৭ পৃ. (১) টীকা। 'জলজ' কথাটার আভিধানিক অর্থ 'পদ্ম' এবং 'শঙ্খ', এস্থানে 'শঙ্খ' অর্থ করিলেও অসঙ্গত হয় না। কিন্তু বিদ্যাবুধিগণ এই অর্থটী সঙ্গত মনে না করিয়া স্বকপোলকল্পিত এক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'জলজ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'মৎস্য'।"

এ ব্যাখ্যা আমাদের স্বকপোলকল্পিত নয়; ইহা রামায়ণের টীকাকার পণ্ডিতবর রামানুজের ব্যাখ্যা। তিনি লেখেন,— "জলজেন মৎস্যেন, স যথা অল্পজাতান্ এব ভক্ষয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ।" রামানুজের এই ব্যাখ্যাটী যে বাল্মীকির অভিমত তাহা বাল্মীকির লিখিত একটী সন্দর্ভ তুলিয়া সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতেছে। দেখুন দেখি,

"অরাজকে জনপদে দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ।
ভক্ষয়ন্তি নিরুদ্বেগা মৎস্যান্ মৎস্যা ইবাল্পকান্॥"

৮৮। ৬৯। অযো, বা, রা।

(Vol. II, p. 252. Gaspare Gorresio's edition of 1844.)

এই সন্দর্ভে ছোট ছোট মৎস্যকে মৎস্যের খাওয়ার কথা লেখা আছে কি না? "এখানে 'শঙ্খ' অর্থ করিলেও অসঙ্গত হয় না," এই কথাটী লেখায় বোধ হয়, সমালোচক মহাশয়ের 'ব্যাখ্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা এ পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। 'ব্যাখ্যা' শব্দের অর্থ সমুদয় সন্দর্ভের প্রকৃত অর্থ দেখান, না, কেবলমাত্র একটী শব্দের আভিধানিক বা যৌগিক অর্থ লইয়া গোলযোগ করা? এখানকার সন্দর্ভটী এই,—"জলজেনাত্মজো যথা", অর্থাৎ যেমন 'জলজ' আপনার সন্তানকে খায় বা পরিত্যাগ করে। শঙ্খ শঙ্খকে খায় বা পরিত্যাগ করে এরূপ বর্ণনা কি আর কোথাও আছে যে 'জলজ'শব্দে 'শঙ্খ' করিয়া সেই বর্ণনার অনুসরণ করিবেন? 'জলজ' শব্দের সচরাচর চলিত বা আভিধানিক অর্থ ত 'পদ্ম', তবে সমালোচক মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করেন কেন? 'পদ্ম' অর্থ করিতে যে ভয় হইয়াছিল, 'শঙ্খ' অর্থ করিতে সে ভয় হইল না কেন?

আর একটী কৌতুকাবহ কথা দেখুন, আমাদিগকে 'বিদ্যাম্বুধি' উপাধি দিয়া আপনারা আপনিই নিজের বিদ্যা বিনোদ করিতেছেন,—"জলে যে জন্মে এই অর্থ করিলেও কেবলমাত্র 'মৎস্য' বলিবার তাঁহাদের (টীকাকারদিগের) কোন অধিকার নাই, বলা উচিত ছিল মৎস্যকূর্ম্মাদিঃ।" আচ্ছা, "জলে যে জন্মায়" সে সকলই যদি 'জলজ' শব্দের অর্থ হয় তবে কেবলমাত্র 'মৎস্যকূর্ম্মাদিঃ'ই বা বলিব কেন; কুমুদ, কমল, শৈবাল, পঙ্কাদি পর্য্যন্তও অর্থ না দেওয়া হইবে কেন? আর এক কথা, শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা যত অর্থ পাওয়া যায় তাহার

সঙ্কোচ করিতে যদি আমাদের অধিকার না থাকে, তাহা হইলে 'গো' শব্দের "গচ্ছতীতি গৌঃ" ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ত অনেকই হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সমালোচক মহাশয়ের কথা আরও থাকুক, (চাচা আপনা বাঁচা) আমাদের নিজের সম্বন্ধে ঐ অর্থ সঙ্কোচ করিতেও কি আমাদের অধিকার নাই?

"ভুল নং ৩। শল্যানি বজ্রাণি। ৪৯ পৃ. (৪) টীকা।"

" 'শল্যানি'র অর্থ 'বজ্রাণি' লেখা হইয়াছে", এইরূপ উপক্রম করিয়া নানাপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক কতকগুলি অভিধানের সন্দর্ভ তোলা হইয়াছে, এবং পরিশেষে বলা হইয়াছে, "হরি, হরি, হরি! 'গ্রামশুদ্ধ মারে, সাক্ষী ধরি কারে?' 'বজ্র' অর্থ কেহই দিল না!"

কি আশ্চর্য্য! এখানেও যে দেখিতেছি সমালোচক মহাশয় আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছেন। হলায়ুধ ও হেমচন্দ্রকে তুলিতে গেলেন কেন? উঁহারা যে 'শল্য' শব্দের অর্থ 'আয়ুধ' ও 'শস্ত্র' বলিয়া লিখিয়াছেন। যেমন 'জন্তু' শব্দ প্রাণীবাচক বলিয়া জন্তু শব্দে গরুও বুঝাইবে, সমালোচকও বুঝাইবে, সংগ্রহকারও বুঝাইবে,—আমিও বুঝাইবে, তেমনি 'শল্য' শব্দের অর্থ যদি 'আয়ুধ' বা 'শস্ত্র' হইল তবে 'বজ্র' না বুঝাইবে কেন, 'বজ্র' কি 'আয়ুধ' বা 'শস্ত্র' নয়? তবে একটা আপত্তি হইতে পারে—'শল্য' শব্দে ত আয়ুধ মাত্রই বুঝায়, এখানে 'বজ্র'ই বলিব কেন? তদুত্তরে আমরা অগ্রে একটী কালিদাসের সন্দর্ভ তুলিয়া দেখাইয়া দিতেছি যে শস্ত্রবাচক সাধারণ শব্দ বিশেষ কারণ বশতঃ বজ্রাদিরূপ বিশেষ শস্ত্রবোধকও হয়। এটী সমা-

লোচনাকালে সমালোচক মহাশয়ের মনে পড়ে নাই, কিন্তু 'সুরভি ও পতাকা'র একজন পাঠক, বারীট স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিভূষণ মহাশয়, এই সমালোচনাটুকু পাঠ করিয়াই নিম্নলিখিত শ্লোকটী তুলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান—"সুরভিসম্পাদক মহাশয় তাঁহার উদ্ধৃত হলায়ুধ ও হেমচন্দ্রের অর্থ বুঝেন না, না কি? ইহাতে তাঁহার যে নিজের, সুরভির সম্পাদকতারই বলুন, আর তার পালকতারই বলুন, আর বালকতারই বলুন, বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।"

"স—স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমস্ত্রমাদদে॥" ৬০॥ ৩ সং। রঘু। এ স্থলে ইন্দ্র অস্ত্র ধারণ করিলেন লেখা আছে। ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্রই প্রসিদ্ধ বলিয়া মল্লিনাথ অর্থ করিয়াছেন "অস্ত্রম্ বজ্রায়ুধম্"। আমরা যে এখানে 'শল্য' শব্দ সাধারণ অস্ত্রবাচক হইলেও 'বজ্র'রূপ [illegible] অর্থ করিয়াছি, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। এস্থলের [illegible]—

"কৌসল্যয়েবং নৃপতির্[illegible]॥ ১ ॥

[illegible]

অথ পার্শ্ব[illegible]॥ ২ ॥

[illegible]

অসহ্য[illegible]"

অর্থাৎ, রাজা [illegible] কৌ[illegible] বাক্যরূপ শল্য দ্বারা আহত হইয়া... [illegible] কৌ[illegible] দেখিয়া বলিলেন... অবিমৃষ্যকারিণি [illegible] বাক্‌রূপ বজ্র বর্ষণ করিতেছ?

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, যখন শেষ পংক্তিতে বাক্যরূপ বজ্র স্পষ্ট লেখা আছে তখন প্রথম পংক্তিস্থিত সাধারণ অস্ত্রবাচক 'শল্য' শব্দের অর্থ 'বজ্র' ভিন্ন কি আর কিছু হইতে পারে? এটুকু ভাবিয়া লওয়াও একটু গভীর চিন্তার কর্ম্ম। সমালোচক মহাশয় দোষ ধরিতে বসিয়াছেন, তাঁহার এত ভাবিবার সময় ছিল না, সুতরাং তিনি এরূপ চিন্তা করেন নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে এজন্য দোষ দিতে প্রস্তুত নহি। যাহা হউক, এক্ষণে সমালোচক মহাশয় আপনার "হরি, হরি" মন্ত্রটী এইরূপে সংশোধন করিয়া, পাঠ করিতে লজ্জা হয়, অন্তরে স্মরণ করুন,—"হরি, হরি, হরি! সাক্ষী হোয়ে মারে, রক্ষা কর মোরে।"

"ভুল নং ৪। তমঃ মোহঃ, পক্ষে রাহুঃ। ৫৫ পৃ. (১) টীকা। এস্থলে 'পক্ষে রাহুঃ' এই অংশটুকু অপব্যাখ্যা। যদি এখানে তমস্ শব্দের এক পক্ষে রাহু অর্থই ধরা যায়, তবে ব্যাখ্যাটী কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাউক। শ্লোকটী এই;—

'রামলক্ষ্মণজানকীবনং বিবাসাদ্ব্যথিতান্তরং।
অগ্রাহরাগমযতো মোহঃ সূর্য্যং তম ইবাম্বরে॥'

ইহার বাঙ্গালা এই;—'আকাশে রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে অন্ধকার যেরূপ আচ্ছন্ন করে, রামলক্ষ্মণের বনবাসবশতঃ ব্যথিতান্তর দশরথকেও মোহ সেইরূপ আচ্ছন্ন করিল।' টীকাকারগণের অর্থ ধরিলে ব্যাখ্যাটী এরূপ দাঁড়ায়;—

'আকাশে রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে যেমন রাহুগ্রাস করে, রাম লক্ষ্মণের বনবাসবশতঃ দশরথকেও মোহ সেইরূপ অধিকার করিল'।"

সমালোচক মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা দেখিয়া আমাদের একটী

গল্প মনে পড়িল। ব্যাকরণে একটী সূত্র আছে,—"উরী-উররী-বিস্তারাঙ্গীকারয়োঃ।" কোন ছাত্র ঐ সূত্রস্থ 'উ'কে 'ড' এবং 'র'কে 'ব' মনে করিয়া 'ডবী-ডববী-বিস্তাবাঙ্গী' পর্য্যন্ত ঠিক্ আছে স্থির করেন, তাঁহার সন্দেহ 'কারিয়োঃ' কি 'কাবয়োঃ' হয়। তাহাই অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করেন। অধ্যাপক তাহাতে উপহাস করিয়া বলেন,—"বাপু, তোমার ডবী-ডববী-বিস্তা-বাঙ্গী'তে কোন সন্দেহ হইল না, কেবল 'কার' শব্দের রকারে সন্দেহ হইল 'কাবয়োঃ' কি 'কারয়োঃ', বাবাজীর আমার 'উ'র চিহ্ন '৺' এইরূপ মাথা উড়ান ও 'র'র চিহ্ন '.' এইরূপ বিন্দু থাকাতেও ডবী-ডববী-বিস্তাবাঙ্গী' স্থির করিতে কোন সন্দেহ হইল না, যত সন্দেহ 'কার'র বেলা!" আমরাও তাই বলি, 'উপপ্লব'শব্দের অর্থ Eclipse দেওয়া থাকিলেও আমাদের মতে উহার অর্থ 'রাহু' ধরিয়া লইতে সমালোচক মহাশয়ের কোন সন্দেহ বা সঙ্কোচ হইল না, কেবল 'তমঃ' শব্দের অর্থ 'রাহু' হইবে কি না তাহারই অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কোথায় কি আছে তাহা না দেখিয়া শুনিয়া এত উপরচোকো হ'য়ে কার্য্য করিলে সকলেরই এইরূপ হয়, তাহাতে আমরা ব্যক্তিবিশেষের দোষ দিই না।

ফল কথা, আমাদের মতের বলিয়া যে অর্থ দেখাইয়াছেন সে অর্থ আমাদের মতসিদ্ধ নহে। আমরা গ্রহণের এইরূপ অর্থ মনে করি—উপপ্লবগতে, গ্রহণাবস্থ অর্থাৎ গ্রহণরূপ প্রসিদ্ধ

'উপপ্লবগতং' শব্দটাতে শ্লেষ আছে। ভয় বা বিপদ্ অর্থ লইয়া উহা রাজারও বিশেষণ। যেহেতুক উভয় পক্ষেই অর্থ বিপদ্ না হইলেও বিশেষ দোষ হয় না এটা যেন মনে থাকে।

ঘটনার সময়) সূর্য্যকে যেরূপ রাহু গ্রহণ (গ্রাস) করেন সেইরূপ ……। সচরাচর লোকে বলিয়াই থাকে যে গ্রহণের সময় সূর্য্যকে রাহু গ্রহণ বা গ্রাস করেন, শাস্ত্রেও তাহাই আছে,—

১। "গ্রহণে কমলাসনানুভাবাৎ ……

যদতঃ স্মৃতিবেদসংহিতাসু গ্রহণং রাহুকৃতং গতং প্রসিদ্ধম্॥"

লল্লঃ।

২। "রবেঃ কাপি গ্রহণমস্তি কাপি নাস্তি, কাপি দর্শান্তাদগ্রতঃ কাপি পৃষ্ঠতঃ। অতো রাহুকৃতং ন গ্রহণং।……অতোঽবিরুদ্ধমুচ্যতে রাহুরনিয়তগতিস্তমোময়ো ব্রহ্মবরপ্রদানাদ্ভূভাং প্রবিশ্য চন্দ্রং চ্ছাদয়তি, চন্দ্রং প্রবিশ্য রবিং চ্ছাদয়তীতি।"

সিদ্ধান্তশিরোমণি।

৩। "ততস্তমোময়ে সূর্য্যে রাহুণা গ্রস্যতে রবিঃ।"

স্মৃতিতত্ত্বধৃত বচন।

'প্রসিদ্ধার্থপদসান্নিধ্য' (অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ নিশ্চিত আছে, সেই শব্দের নিকটে থাকা) একটী শব্দের অর্থনির্ণায়ক অন্যতম নিয়ম; এই নিয়মেই [illegible] 'ইহ সহকারতরৌ মধুরং রৌতি পিকঃ' এই সন্দর্ভে 'পিক' শব্দের অর্থ নির্ণীত হয়, এবং পর[illegible] মুগ্ধপ্রকরণেও 'রামলক্ষ্মণৌ' সন্দর্ভে [illegible] রামশব্দে দাশরথিরামরূপ বিশেষার্থ [illegible] থাকে, সেইরূপ 'তমঃ সূর্য্যং জগ্রাহ' এই সন্দর্ভে 'সূর্য্য' ও 'জগ্রাহ' শব্দের সহিত 'তমঃ' শব্দের সম্পর্ক থাকায়, 'তমঃ' শব্দের অর্থ 'রাহু' ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। রাহু সূর্য্যকে গ্রহণ করেন, এ ভাব শত সহস্র স্থানে আছে; কিন্তু সূর্য্যকে অন্ধকার গ্রহণ করে,

এরূপ ভাব এ পর্য্যন্ত আমরা ত কোথাও দেখিই নাই, সমালোচক মহাশয় নিজেও কোথাও দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং এটী তাঁহার "তাঁতকাটা" নূতন ভাব ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

আমার একটু আধটু ন্যায়শাস্ত্র পড়া আছে, সেই জন্যই একটু ন্যায়ের বিদ্যা ফলান মন্দ নয় মনে করিয়াই আর এক কথা বলি। সূর্য্য তেজঃপদার্থ, অন্ধকার তেজের অভাব শাস্ত্রকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন; অতএব সূর্য্যকে অন্ধকার গ্রহণ করে বলাও যা, আর তেজকে তেজের অভাব গ্রহণ করে বলাও তাই; একই কথা। এরূপ বিশুদ্ধ ভাব বাহির করা আমাদের প্রতি সমালোচক মহাশয়ের বিরুদ্ধ ভাব নিবন্ধন হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাতেই বলি, ব্যাখ্যা করিয়া এরূপ বিরুদ্ধ ভাব শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা পুনরুক্তি (প্রতিপন্ন হইলে) রক্ষা করাও সহস্রগুণে ভাল, ইহা কি পাঠকগণ স্বীকার করিবেন না?

"ভুল নং ৫। সারসাং হংসাঃ ১০ পৃ. (৩) টীকা। সারস একজাতীয় পক্ষী সকলেই জানেন। ইহার টীকা না লিখিলে বাহাদুরীর একটুও হানি হইত না। সারস অর্থ 'হংস' লিখিয়া ভুলটা করিবার কি যে আবশ্যক ছিল তা কর্ত্তারাই জানেন।"

কর্ত্তারা বৈ আর কে জানিবে? কথাই আছে, যাঁর কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যেরে লাঠী বাজে।" যখন "কখন কখনও সারস কথাটা হংস অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে," লিখিয়া সমালোচক মহাশয় কবুল জবাব দিয়াছেন, তখন সারস শব্দে হংস বুঝায় এ সম্বন্ধে আর প্রমাণ তুলা অনাবশ্যক। তবে একটা

কথা জিজ্ঞাসা করি, এই "কথন কথন"র মধ্যে এখানটাও ধরিয়া লইতে সমালোচক মহাশয়ের এত আপত্তি কেন? 'কথন কথন' শব্দে যদি রাম স্তায়ের লেখা মনে করিয়া থাকেন, তবে অনুরোধ করি বাল্মীকির লেখাটাও ধরা হউক। "যেখানে 'সারস' কথা থাকিবে, সেই খানেই হংস অর্থ লিখিতেই হইবে," এরূপ প্রতিজ্ঞা কাহার নিকট কে করিয়াছে? সমালোচক মহাশয়ের এরূপ ভাবে টানা ভাল হয় না। কর্ত্তারা বিলক্ষণ জানিতেন বৈ কি যে এস্থানে বর্ষাবর্ণনা চলিতেছে, সেই জন্যই তাঁহারা 'সারস' শব্দের 'হংস' অর্থ দেওয়াই বেশী সঙ্গত মনে করেন। বর্ষার প্রারম্ভে যে হংসগণ পৃথিবীতে থাকে ও মেঘের শব্দ শুনিয়া ময়ূরের ন্যায় আনন্দিত হয়—কবিরা বর্ণনা করেন, তাহা ভুমকা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত সুধীবর শ্রীযুক্ত রাজকুমার তর্করত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত সন্দর্ভ দুইটী তুলিয়া চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

"ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ॥" ২৩॥

পূ.। মেঘদূত।

(শেষ চরণের অর্থ এই—হে মেঘ, তুমি দশার্ণপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী হইলে হংসগণ কিছু দিন তথায় থাকিবে।)

"বাপী চাস্মিন্ * * *
* * * * *।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ॥" ১৩॥

উ.। মেঘদূত।

(অর্থাৎ, হে মেঘ, আমার বাটীতে এক দীর্ঘিকা আছে, যে দীর্ঘিকাজলনিবাসী হংস সকল তোমাকে দেখিয়াই বিগত-ক্লান্তি হইবে, সুতরাং মানস-সরোবর নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহার জন্য চিন্তা করিবে না।)

প্রথম শ্লোকে বর্ষাপ্রারম্ভে হংসের পৃথিবীতে থাকা ও দ্বিতীয় শ্লোকে মেঘদর্শনে হংসের আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে।

'প্রবেশিকা'র যে সন্দর্ভে সারস শব্দটী আছে সে সন্দর্ভটী এই ;—

"অথ প্রাবৃড়নুপ্রাপ্তা মমঃসংহর্ষিণী মম ॥ ১২ ॥

* * * * *

আবৃণ্বানা দিশঃ সর্ব্বাঃ স্নিগ্ধা দদৃশিরে ঘনাঃ।
মুদা বিজহ্রিরে চাপি বকসারসবর্হিণঃ ॥ ১৪ ॥"

(অর্থাৎ, আমার হৃদয়ের আনন্দপ্রদ বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছিল, স্নিগ্ধ মেঘ সকল চতুর্দিক্ আবরণ করিতেছে দৃষ্ট হইয়াছিল, হর্ষে বক সারস ও ময়ূর আনন্দ করিতেছিল।)

এই সন্দর্ভে দেখা যাইতেছে যে বর্ষার প্রারম্ভে সারসের আনন্দের কথা আছে। মেঘদূতের সহিত এ সন্দর্ভের সৌসাদৃশ্য থাকায় আমরা 'সারস' শব্দের অর্থ হংস করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ, সারসকে "একজাতীয় পক্ষী" বলা, আর নারিকেল বৃক্ষকে "দক্ষিণদেশপ্রসিদ্ধ লতাবিশেষ" বলা একই কথা। এক্ষণে আর ওরূপ অর্থ করিলে চলে না। "সারস একজাতীয় পক্ষী"— কি জাতীয় পক্ষী তাহা কি সমালোচক মহাশয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন? আমার বোধ হয়—না। তাহা করিলে আর এস্থানে 'সারস'শব্দের অর্থ "একজাতীয় পক্ষী"

করিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না, এবং আমাদিগকেও "ইহা না লিখিলে 'অর্থনি তাৎপর্য্যং দেখান হইত না কি?'—" বলিয়া ঠাট্টা করিতেন না। পাঠকগণ, অমরকোষ দেখিলে জানিতে পারিবেন যে সামান্যতঃ বকের নামের পরই সারসের কথা আছে;—সংস্কৃত ইংরাজি অভিধান সকলে দেখিতে পাইবেন যে 'সারস' শব্দে Indian crane বলা হইয়াছে। Crane বকেরই নামান্তর বিশেষ। Crane যে একপ্রকার বকজাতীয় পক্ষী তাহা Webster's Dictionary-তে উহার ছবি দেখিলেই বেশ্ টের পাওয়া যায়। অতএব সারস শব্দের অর্থ একজাতীয় বক স্থির হইতেছে। এক্ষণে "বকসারসবর্হিণঃ" এই সন্দর্ভে 'সারস' শব্দের পরিবর্ত্তে প্রতিশব্দ (Indian crane) 'বকবিশেষ' বসাইয়া দেখুন দেখি কিরূপ হয়—বক, বকবিশেষ আর বর্হী আনন্দ করিয়াছিল। সুতরাং কেবল বকবক করা হইল। তাহাতেই বলি যে 'হংস' অর্থই এখানে বেশী সঙ্গত, 'সারস' অর্থ নহে, নহে, নহে।

সমালোচক মহাশয়ের এঁকি এক কুলক্ষণ দেখি, তিনি যাহাকে যত্ন করিয়া তুলেন, সেই তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করে! এই দেখুন এত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া একটী অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রমাণ তুলিলেন—"জলদসময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ" (অর্থাৎ বর্ষাকালে হংসসকল মানস সরোবরে যায়)। কিন্তু এটীও বিপক্ষতাচরণ করিয়া বসিল দেখাইয়া দিতেছি। কাব্যশাস্ত্রে কতকগুলি বিষয় বর্ণিত আছে যাহা বস্তুতঃ ঘটে না, অস্বাভাবিক, কিন্তু সেগুলি কবিদিগের প্রচলিত নিয়মসিদ্ধ। এরূপ বর্ণনা কোন্ কোন্ বিষয়ের আছে, আলঙ্কারিকেরা তাহারই একটী

তালিকা দিয়াছেন; তন্মধ্যে এ কথাটীও আছে "জলধরসময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ"। ইহার তাৎপর্য্য এই, বর্ষাবর্ণনা কালে যদি কোন কবি লেখেন 'হংস মানস-সরোবরে গিয়াছে, বা যাইবে বা যাইতেছে', তাহা হইলে উহা দূষণীয় নহে এইমাত্র। কিন্তু তাহাতে এমন কথা লেখা নাই যে বর্ষাকালে পৃথিবীতে হংসের নাম করিতে নাই। বর্ষাকালে কা'র কটা হংস মানস-সরোবরে গিয়াছে? কে দেখিয়াছে? মানস-সরোবরে পাছে যায় সেই ভয়ে কে কবে বর্ষাকালে হংসকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে?

বর্ষাকালে হংসের মানস-সরোবরে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনার তালিকাভুক্ত হওয়াতেই প্রতিপন্ন হইল বর্ষাকালে হংস পৃথিবীতেই থাকে, উহাই স্বাভাবিক; স্বভাব-বর্ণনা-স্থলে হংসের পৃথিবীতে থাকাই বর্ণনা করিতে হয়, যেমন নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে;—

"তরৌ তীরোদ্ভূতে ক্বচিদপি দলাচ্ছাদিততনুঃ
পতদ্ধারাসারাং গময় বিষমাং প্রাবৃষমিমাম্।
নিবৃত্তায়াং তস্যাং সরসি সরসোৎফুল্লনলিনে
স এব ত্বং হংসঃ পুনরপি বিলাসান্ত ইহ তে॥"

হংসান্যোক্তি। সুভাষিতরত্নভাণ্ডার।

তাই বলিতেছিলাম অলঙ্কারের প্রমাণটী সমালোচক মহাশয়ের বিপক্ষ।

"ভুল নং ৬। অপরাবর্ত্তিনাম্—পুনরাবৃত্তিরহিতানাং পুনর্জন্মরহিতানাং মোক্ষমধিগতানামিতি যাবৎ। ৬৮পৃ. (১)টীকা।

'...অপরাবর্ত্তী (পুনর্জন্মরহিত) ঋষিরা যে তৈজস লোকে বাস করেন, তুমি চিরকাল সেই লোকে বাস কর।' এস্থলে

'অপরাবর্ত্তিনাং' পদের 'মোক্ষম্ অধিগতানাং' অর্থ করা অসঙ্গত। যাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কোনও লোক থাকে না। যতকাল কোন লোকের সহিত সম্পর্ক থাকে, ততকাল মোক্ষ লাভ করিয়াছে বলা যায় না। ইহা হিন্দুশাস্ত্রের একটা প্রসিদ্ধ কথা।"

পাঠকগণ, বোধ হয় আপনারা স্বীকার করিবেন যে ভ্রম-প্রমাদ অপেক্ষা সাধারণকে ভুলাইবার জন্য অপ্রকৃত ঘটনাকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া পরিচয় দেওয়া সহস্রগুণে মন্দ ও দূষণীয়। সমালোচক মহাশয় যে এরূপ করিয়াছেন তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহার লেখার দোষেই হউক আর যে কারণেই হউক ঐরূপ ঘটিয়া পড়িয়াছে। "যতকাল কোন লোকের সহিত সম্পর্ক থাকে, ততকাল মোক্ষ লাভ করিয়াছে বলা যায় না"— ইহা কোন্ হিন্দু শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কথা? হিন্দুর বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও দর্শন প্রভৃতি মোক্ষ-বিষয়ক সকল শাস্ত্রেই মুক্ত ব্যক্তির ত লোকপ্রাপ্তির কথাই প্রসিদ্ধ আছে। উপনিষৎ দেখুন, দেখিতে পাইবেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি", পরমার্থতঃ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির নামই মুক্তি। মুক্তব্যক্তির এলোক ওলোক নয়, ভূলোক, ভব-লোক, জনলোক, গোলোক, সকল লোকেরই সহিত সম্বন্ধ থাকে। "আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্-ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি। ২। ২৫। ৭ প্র.। ছান্দো. উপ.।

অর্থাৎ, আত্মাই এইসকল এইরূপ যিনি দেখেন, যিনি মনে ভাবেন ও যিনি বিশ্বাসের সহিত জানেন, তিনিই আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন (অন্যনিরপেক্ষ), ও আত্মানন্দ এবং তিনিই স্বরাট্ অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত হন, দেহপাত হইলে আপনাতে আপনি বিরাজ করেন, তাঁহার সকল লোকেই স্বেচ্ছাচারিতা জন্মে। আর যাঁহাদের এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান নাই, তাঁহাদিগের অন্য এক জন রাজা থাকে এবং তাঁহাদের জ্ঞানানুরূপ নশ্বরলোক প্রাপ্তি হয় ও তাঁহাদের সকল লোকে স্বেচ্ছাচারিতা থাকে না।

শঙ্করাচার্য্যও এই ভাবই ভাষ্যে বিশদ করিয়া দিয়াছেন।

স্মৃতিকারদিগের সর্ব্বপ্রধান ভগবান্ মনুও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি রূপ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তিরূপ মুক্তি হয় বলিয়াছেন,—

"এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।

স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্" ॥ ১২৫। ১২।

"পরং স্থানং ব্রহ্মাপ্নোতি মুচ্যতে ইত্যর্থঃ"। গোবিন্দানন্দ। কুল্লুকভট্টও এইভাবে টীকা করিয়াছেন।

ভগবান্ মনু আবার প্রথমতঃ কোন্ সময়ে মোক্ষের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয় দেখাইতেছেন,—

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।" ৩৫। ৬।

দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। পরে মোক্ষের নিমিত্ত কোন আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়, তাহাও দেখাইতেছেন,—

"আত্মন্যগ্নীন্সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্গৃহাৎ।" ৩৮। ৬।

আত্মাতে অগ্নি সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিবে অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিবে। সেই প্রব্রজ্যা-শ্রমীর, দেহ হইতে বিমুক্তি হইলে কি হয় তাহা পরে দেখাইতেছেন—

"যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যো প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩৯ ॥
যস্মাদণ্বপি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ম্।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন ॥" ৪০। ৬।

যে ব্যক্তি সকলপ্রাণীকে অভয়দান করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, সেই ব্রহ্মবাদীরই তেজোময় লোক প্রাপ্তি হয়; যেহেতু সেই ব্রাহ্মণ হইতে অণুমাত্র কাহারও ভয় নাই, দেহ হইতে মুক্ত হইলে আর কাহা হইতেই তাঁহার ভয় হয় না।

পাঠকগণ দেখুন দেখি,—

"তস্য তেজোময়া লোকাঃ ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ"।

এই মনু-সন্দর্ভের সহিত, প্রবেশিকার,—

"অপরাবর্ত্তিনাং লোকাঃ তৈজসা যে তপস্বিনাম্ ॥"

এই সন্দর্ভের সৌসাদৃশ্য আছে কি না?

পুরাণ দেখুন, দেখিতে পাইবেন মুক্তি পাঁচপ্রকার,—সকল প্রকার মুক্তিতেই মুক্তব্যক্তির লোকের সহিত সম্বন্ধ আছে।

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥"
১১। ২৯ অ। ৩ স্ক। ভাগবত।

ইহার ফলিতার্থ, ভগবানের সহিত 'সালোক্য'—সমানলোক প্রাপ্তি, একলোকে বাস; 'সার্ষ্টি'—সমান ঐশ্বর্য্য; 'সামীপ্য'—

নিকটে থাকা; 'সারূপ্য'—সমানরূপ হওয়া; 'একত্ব'—সাযুজ্য, ভগবানে বিলীন হওয়া,—এই পাঁচপ্রকার মুক্তি যাঁহাদিগকে দিলেও লইতে ইচ্ছা করেন না; ভগবানে অহৈতুকী ভক্তিই যাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগের ভক্তিকেই আত্যন্তিক ভক্তি বলা যায়।

তান্ত্রিকদিগের মতেও ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মুক্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে মুক্ত ব্যক্তির, লোকের কথা কি, ত্রিলোকে অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লেখা আছে,—

"ধ্যাত্বৈবং পরমং ব্রহ্ম মানসৈরুপচারকৈঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্যহেতবে॥" ৫১। ৩।

"ব্রহ্মসাযুজ্যহেতবে ব্রহ্মত্বনিমিত্তায়"। ইতি ভারতী টীকা।

"মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমবাপ্যং জগত্রয়ে॥" ২৪। ৩।

"কিমবাপ্যং কিং লব্ধব্যম্, অপিতু সর্ব্বং বস্তু লব্ধমেবাস্তীত্যর্থঃ।" ভারতী টীকা।

দর্শন শুনিতে এক কথা, কিন্তু উহা অনেকপ্রকার আছে; তন্মধ্যে হিন্দুদিগের ছয়টী দর্শনই প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক; এই ছয়টী দর্শন কি বলেন দেখুন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, "দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদঃ অপবর্গঃ" ই মুক্তি, মুক্ত ব্যক্তির সকলপ্রকার দুঃখের সর্ব্বতোভাবে উচ্ছেদ হয় এইমাত্র, কিন্তু জীবের অস্তিত্ব লোপ হয় না। প্রস্তরের ন্যায় মুক্ত ব্যক্তি সুখ দুঃখ রহিত হইয়া অবস্থিতি করেন। তাহাতেই শ্রীহর্ষদেব চার্ব্বাকের মুখে ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা গোতমঋষিকে ঠাট্টা করিয়াছেন,—

"মুক্তয়ে যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।

গোতমং তং বিজানীত যথা বিশ্ব তথৈব সঃ॥"৭৫।১৭। নৈষধ। এস্থানের রহস্যটুকু এই—ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা গোতম মুনি দুঃখ রহিত হওয়ার নাম মুক্তি বলেন, মুক্তব্যক্তির দুঃখের ন্যায় সুখও থাকে না। তাহা হইলেই মুক্ত হওয়া আর একখানা পাথর হওয়া সমান হইল। গোতম মুনি এরূপ মুক্তির উপদেশ দিয়া নিজের 'গোতম' (গো—গরু, তম—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, গোতম—আস্তগরু) নামটী সার্থক করিয়াছেন। মুক্ত ব্যক্তির যখন অস্তিত্ব থাকে, তখন যে লোকেই বলুন এক লোকে তাঁহাকে থাকিতেই হইবে; আছেন, অথচ কোন লোকে নাই —একথা উন্মত্তের মুখে বা নিকটেই শোভা পায়। মীমাংসক আবার তিনশ্রেণীভুক্ত, তন্মধ্যে কেবল ভট্টই বলেন যে মুক্তি আছে—"মুক্তির্নিত্যসুখাভিব্যক্তিঃ", অর্থাৎ, মুক্ত ব্যক্তির নিত্য সুখের প্রকাশ পায়।

"দুঃখানামাগমো নাস্তি যত্র সৌখ্যং নিরন্তরং।
বিদ্যতে তৎপরং দৃষ্ট্বা যোহপ্যানন্দসুখী ভবেৎ॥" অগ্নিপুরাণ।

এ মতেও মুক্ত ব্যক্তির লোক থাকা আবশ্যক, নতুবা তাঁহার নিত্যসুখ কোথায় প্রকাশ পাইবে? বেদান্তের মত আর উপনিষদের মত এক—"মুক্তির্ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিঃ," অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক হওয়া। তাহা হইলেই ত ব্রহ্মের যে লোক মুক্ত-ব্যক্তিরও সেই লোক। এই ত ষড়্দর্শনের কথা গেল; রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব দর্শনের কথা বলেন, তাহাতেও ভগবানের নিত্যধাম প্রাপ্তির নামই মুক্তি।

"পুরুষোত্তমঃ অনন্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি তথাচ স্মৃতিঃ—

স্বভক্তং বাসুদেবোঽপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি ॥" রামানুজদর্শন।

ইহাতেও ত মুক্ত ব্যক্তির লোক বৈকুণ্ঠই পাওয়া যাই-তেছে। শৈবদের মত দেখিতে চান দেখুন। তাঁহারা শিবত্ব-প্রাপ্তির নাম মুক্তি বলেন।

"মুক্তাত্মানোঽপি শিবাঃ কিন্ত্বেতে তৎপ্রসাদতো মুক্তাঃ।
সোঽনাদিমুক্ত একো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমন্ত্রতনুরিতি ॥" শৈবদর্শন।

আচ্ছা, "জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ইহলোকেই থাকেন, আমাদের মত হেসে খেলে বেড়ান", এটাও ত একটা হিন্দুশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কথা, এটার প্রতিই বা সমালোচক মহাশয়ের শুভ-দৃষ্টি না পড়িল কেন?

এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিলেন ত, "যতকাল কোন লোকের সহিত সম্পর্ক থাকে ততকাল মোক্ষ লাভ করিয়াছে বলা যায় না," এই "হিন্দু শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কথাটী" উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক মহাশয় কতদূর সত্য রক্ষা করিয়াছেন, এবং আমরা বালকদিগের মাথা খাইতেছিলাম দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া আমাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া বালকদিগের কত উপকার করিয়াছেন।

সমালোচক মহাশয় যে হিন্দুশাস্ত্রে এতই অজ্ঞ তাহা আমা-দের বিশ্বাস হয় না; বোধ করি, তিনি 'বৌদ্ধশাস্ত্র' লিখিতে 'হিন্দুশাস্ত্র' লিখিয়া ফেলিয়াছেন। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণকে মুক্তি বলেন; তাঁহাদের মতে নির্ব্বাণশব্দের অর্থ শূন্যতাপ্রাপ্তি, কিছুই না থাকা। সুতরাং বৌদ্ধমতে মুক্ত ব্যক্তির লোক থাকা সম্ভব নয়।

"তদেবং ভাবনাচতুষ্টয়বশান্নিখিলবাসনানিবৃত্তৌ পরনির্ব্বাণং শূন্যরূপং সেৎস্যতীতি বয়ং কৃতার্থাঃ নাস্মাকমুপদেশ্যং কিঞ্চিদস্তীতি।" বৌদ্ধদর্শন।

এক্ষণে পাঠকগণকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, যে মুক্তির অভিযোগ (charge) হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি কি না।

"ভুল নং ৭। ভবান্ পাশক্রীড়ানিপুণ ইতি। ৭৩ পৃ. (১) টীকা।

পাশশব্দের সংস্কৃতে পাশা অর্থ নূতন দেখা গেল। নূতন প্রবেশিকায় পদে পদে নূতনত্ব। সংস্কৃত মহাভারতের টীকা লিখিবার সময় কাশীদাসের মহাভারতের 'পাশক্রীড়া' বুঝি টীকাকারদের মাথার ভিতরে ঘুরিতেছিল?"

মেদিনী, বিশ্ব, হেমচন্দ্রই যাঁহাদের সম্বল—তাই বা কেন—বড়ুয়ার নানার্থসংগ্রহই যাঁহাদের একমাত্র সংগ্রহ, তাঁহাদিগের পক্ষে 'পাশ' শব্দের অর্থ 'পাশা' নূতন হইবে বৈ কি।

পাঠকগণ, সমালোচক মহাশয় যাহাই বলুন, আমরা কাশীদাসীও দেখি নাই, নিজেও টীকা করি নাই; মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ নীলকণ্ঠের টীকার অবিকল নকল করিয়াছি। তিনি যুধিষ্ঠিরের 'অক্ষাতিবাপ' নামকরণের প্রারম্ভে—

১। "ততো বিরাটং প্রথমং যুধিষ্ঠিরো
রাজা সভায়ামুপবিষ্টমাব্রজৎ।
বৈদূর্য্যরূপান্ প্রতিমুচ্য কাঞ্চনান্
অক্ষান্ স্বকক্ষে পরিগৃহ্য বাসসা॥" ১।৭। বিরা, মহা।

এই শ্লোকের শেষচরণের অর্থ দেখাইতেছেন, "অক্ষান্ পাশাংশ্চ বাসসা প্রতিমুচ্য বদ্ধা কক্ষে পরিগৃহ্য আব্রজৎ ইতি সম্বন্ধঃ।"

২। "কৃষ্ণাক্ষান্ লোহিতাক্ষাংশ্চ নির্বৎস্যামি মনোরমান্॥"

২৫। ১ অং। বিরা।

এই শ্লোকের টীকা করিতে তিনি আবার লেখেন, "কৃষ্ণাঃ অক্ষাঃ পাশা যেষাং চালনার্থমিতি কৃষ্ণাখ্যাস্তান্"।

নীলকণ্ঠ কেবল বিরাট পর্ব্বেই অক্ষ শব্দের অর্থ পাশ লিখিয়াছেন মনে করিবেন না, অন্যান্য পর্ব্বেও ঐরূপ লিখিয়াছেন;—

৩। "কলিশ্চৈব বৃষো ভূত্বা গবাং পুষ্করমভ্যগাৎ।" ৬।৫৯। বন০।

"অত্র গোশব্দঃ লক্ষিতলক্ষণয়া অক্ষশব্দবাচ্যেষু পাশেষু বর্ত্ততে। বৃষঃ শ্রেষ্ঠঃ পাশশ্রেষ্ঠো ভূত্বা ইত্যর্থঃ।" এবং "অক্ষঃ পাশঃ যস্য বেদনে বুদ্ধৌ"। ১০। ৫৮ অং। সভাপর্ব্ব।

৪। "উদীরয়ামাস সলীলমক্ষান্।" ১৮। ৬ রঘু।

মল্লিনাথ টীকা করেন—"অক্ষান্ পাশান্।"

৫। "নারদঃ,—'অক্ষবধ্রশলাকাদ্যৈর্দেবনং জিহ্মকারিতম্'"। "অক্ষাঃ পাশাঃ"—বীরমিত্রোদয়।

৬। অমরের "বেদনা পাশকাশ্চ তে" এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যাস্থলে মহেশ্বর ও রঘুনাথ শাস্ত্রী টীকাকারেরা লেখেন "অক্ষঃ বেদনঃ পাশকঃ—ত্রয়ং শারিপরিণয়নে হেতুভূতস্য পাশস্য" অর্থাৎ পাশের এই তিনটী নাম। 'পাশক' শব্দের ব্যুৎপত্তির স্থলে অপর টীকাকার লেখেন "পশ বন্ধনে ঘঞ্। কঃ স্বার্থে।"

আমরা স্বার্থে (ক) প্রত্যয় করিয়া 'পাশ'র পরিবর্ত্তে

'পাশক' লিখি নাই, লিখি নাই বা কেন, যে পৃষ্ঠায় যে নম্বরের টীকাতে আমরা 'পাশ' লিখিয়াছি, সেই পৃষ্ঠায় সেই নম্বরের টীকাতেই প্রথমেই আমরা "অক্ষান্ পাশকান্" লিখিয়াছি, তবে "প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ" হইয়া কেবল স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 'ক' প্রত্যয় করিয়া সর্ব্বত্রই 'পাশক' লিখি নাই এই অপরাধ।

ইহাতেই সমালোচক মহাশয়, বোধ হয়, স্বার্থের হানি হইতেছে ভাবিয়া ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন, এমন কি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে পর্য্যন্ত পঞ্চদশ সহস্র লোকের—লোক বলিয়া লোক বালকলোকের—হন্তা (!) স্থির করিয়াছেন; কেবল তাহাই নয়, পনর শত টাকা দিয়া নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর তিনটা পামর দ্বারা এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ৭২ পৃ. টীকাতে আমরা 'দক্ষিণ'র পরিবর্ত্তে স্বার্থ প্রত্যয় করিয়া 'দাক্ষিণ' লিখিয়াছিলাম বলিয়া ভুল ধরা হইয়াছে। এই জন্যই মনে হয় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী "কর্ত্তা এক জাতই স্বতন্ত্র" বলিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন* তাহা ঠিক, খুব ঠিক। কর্ত্তাদের মন যোগান সহজ ব্যাপার নহে।

---

* পল্লীগ্রামে পূজোপলক্ষে ময়রার নিকট সন্দেশ না লইয়া বাটীতেই নারিকেল সন্দেশ প্রস্তুত করার প্রথা প্রচলিত ছিল, কোন কোন স্থানে অদ্যাপি আছে। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের বাটীর কালীপূজাতে নারিকেল সন্দেশ প্রস্তুত করিবার প্রারম্ভেই ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের হুকুম হইল যে 'সন্দেশ যেন বড় বড় না হয়'। পরিবারবর্গ তদনুসারেই সন্দেশ পাকাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সন্দেশ দেখিয়া জ্বলিয়া

সে যাহাহউক, মেদিনী, বিশ্ব, হেমচন্দ্র ও ত্রিকাণ্ডশেষ তুলিয়া সমালোচক মহাশয় এক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে "সাত কাণ্ড রামায়ণ, সীতে কার ভাযে৷"র ন্যায় সমালোচক মহাশয়ের বিলক্ষণ অনবধানতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে 'দাক্ষিণ' শব্দের প্রতিবাদে (পৃ. ১২) দেখাইয়া দিয়াছি যে স্বার্থ প্রত্যয় করিলেও শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না, পূর্ব্ববৎই থাকে। এ নিয়ম সকলেই জানেন এবং একারণেই যদৃচ্ছাক্রমে কখন 'বাল' কখন 'বালক', কখন 'মন' কখন 'মানস', ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ নিয়মটী 'পাশ' শব্দের বেলাও অক্ষুণ্ণ আছে এইটী বিদ্যার্থী-দিগকে বুঝাইয়া দিবার কারণ ৭৩ পৃ. (২) টীকাতে 'পাশক' ও 'পাশ' দুইটী শব্দই ব্যবহার করিয়াছি। ইহাই প্রকৃত কথা।

গিয়া বলিলেন, 'কি কচ্চিস্! এত ছোট সন্দেশ কি ভদ্রলোককে দেওয়া যায়? একটু বড় কর্।' পরিবারবর্গ তাহাই করিতে লাগিল। ক্ষণেককাল বাদে কর্ত্তা আসিয়া সন্দেশ দেখিয়া আবার চটিয়া গেলেন; বলিলেন, 'বৃহৎকর্ম্মে কি এত বড় সন্দেশ করিলে চলে? মাঝারি গোচ্ কর্।' পরিবারবর্গ কি করে, তাহাই করিতে লাগিল কর্ত্তা পূর্ব্ববৎ ক্ষণকাল বাদে আসিয়া সন্দেশ দেখিয়া আরও ভয়ানক রকম চটিয়া বলিলেন, 'এ কি করি-তেছিস্ বল্ দেখি!—দুয়ের বার, না ছোট না বড়।' তখন তাঁহার ব্রাহ্মণী উঠিয়া বলিলেন, "ছোটয় হল না, বড়য় হল না, মাঝারিতেও হল না,—তবে আমরা নাচার। এবার আপনি আসিয়া নিজের মনের মত করুন, আমরা চলিলাম। কর্ত্তার কিছুতেই মন উঠে না, 'কর্ত্তা এক জাতই স্বতন্ত্র'—"।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সমালোচক মহাশয় এত তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনা করিয়াছেন তত্রাচ 'পাশক' ও 'পাশ' দুইটাই এক স্থানে আছে তিনি প্রণিধান করেন নাই। তিনি যদি ইহা প্রণিধান করিতেন তাহা হইলে তাঁহার তুল্য সত্যবাদী, অবঞ্চক, বিদ্বেষশূন্য, বিজ্ঞ ও বিবেচক লোকে কি কখন আমাদের 'পাশক' লেখাটী গোপন করিয়া রাখিয়া আমাদিগকে 'বালঘ্ন' অপরাধে অপরাধী করিতে চেষ্টা করিতেন? ইহা কি কখন সম্ভব?

আমরা 'পাশক'ও লিখিয়াছি তাঁহার জানা থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ সমালোচনা করিতেন,—টীকাকারগণ কি অসাবধান, এক টীকার ভিতর একবার পাশক লিখিলেন, দ্বিতীয়বারে পাশকের যে 'ক' নাই তাহা আর চক্ষে পড়িল না, পড়িয়া গেল।

সে যাহাহউক পাঠকগণ, এক্ষণে বুঝিলেন কি না যে সমালোচক মহাশয় এস্থলে শূন্যগর্ভ আস্ফালন করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ শূন্যগর্ভ আস্ফালন আজকাল আর থাকা ভাল দেখায় না। ইহাকে দ্বীপান্তর করিবার জন্য প্রথমতঃ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট বোম্বাইপ্রদেশে, পরে ইংলণ্ডদ্বীপে Professor Monier Williamsএর নিকট পাঠান যাউক। তাঁহাদের অভিধান উহাকে দুরস্ত করিয়া দিবে।

সমালোচক মহাশয় হিন্দু, তাঁহাকে আর দ্বীপান্তর করাটা ভাল দেখায় না, তাঁহাকে উপদেশ দিই তিনি কল্পদ্রুমের আশ্রয় লউন, তাহার 'পাশক' শব্দরূপ শাখায় 'পাশা' অর্থটী লুকাইয়া আছে, তথায় শব্দচন্দ্রিকাও আছে—আলোকের অপ্রতুল হইবে

না—অহঙ্কারাচ্ছাদিত চক্ষু উন্মীলন করিলেই সকলই দেখিতে পাইবেন। অত দূর যাইতে সাহস না হয়, 'দ্যূত'শব্দকে দূত করিয়া বাচস্পত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন, দেখিতে পাইবেন তথায় 'পাশা'বাচক 'পাশ'শব্দ লুকাইয়া আছে।

তাহাতেই সমালোচক মহাশয়কে বলি, "এ পাশ সমস্ত পুস্তকে পাশ" কাটায় নাই, আপনার চক্ষু হইতেই পাশ কাটাইয়াছে, তাই এ পাশ "কাহারও কাছে নাই, ইহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একচেটিয়া" সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পাশ একচেটিয়া বটে কিন্তু সে এ পাশ নহে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, কাহারই "গলে সংযোজিত করিবার জন্য এ পাশ টীকাকারদের হস্তে দেওয়া" হয় নাই। টীকাকারগণও, যিনি যতই বেয়াদবী করুন, কাহারই গলে পাশ দিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা সকলেরই হস্তে পাশা দিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিয়া সদ্ভাবে কাল যাপন করিতে চান; তবে যদি কেহ পরের গলে পাশ দিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতে গিয়া আপনিই পাশ-বদ্ধ হইয়া পড়েন ত নাচার।

এস্থলে সমালোচক মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা এই, যে তাঁহার কৃত "প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দের এই সমীচীন ব্যাখ্যাকে যিনি ভুল বলিবেন, আমাদিগের মতে তিনি ত অর্ব্বাচীন" এই গভীর সিদ্ধান্তের কি ফল ফলিল একবার যেন ভাবিয়া দেখেন।

"ভুল নং ৮। পরিহাসেপ্সয়া,পরিহাসঃ উপহাসঃ ridicule তস্য ঈপ্সয়া প্রাপণেচ্ছয়া। উক্তমিতি শেষঃ। যুধিষ্ঠিরাদীন্

উপহাসাস্পদীকর্ত্তুমুক্তমিতি ফলিতার্থঃ। বচনমব্রবীদিত্যনেন অস্যান্বয়ঃ। ৭৩ পৃ. (৩) টীকা।”

এই সন্দর্ভটী তুলিয়া সমালোচক মহাশয় উপহাস প্রস্তাবে উপহাস দ্বারাই স্বস্তিবাচন করা উচিত মনে করিয়া, বোধ হয়, প্রারম্ভেই উপহাস করিয়াছেন; তৎপরে প্রকৃত ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া লেখেন,—“শ্লোকটী এই;—

‘পরিহাসেপ্সয়া বাক্যং বিরাটস্য নিশম্য তৎ।
স্ময়মানোঽর্জ্জুনস্তেনমিদং বচনমব্রবীৎ॥’

ইহার সোজাসুজি বাঙ্গালা অর্থ এই;—বিরাটের সেই কথাগুলি শুনিয়া, অর্জ্জুন একটু হাসিয়া পরিহাস করিবার জন্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। কিন্তু টীকাকারদের মতে অর্থটা এই;—বিরাট যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিকে উপহাসের পাত্র করিবার জন্য যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া এই কথা বলিলেন।”

সমালোচক মহাশয় ‘সোজাসুজি’ বাঙ্গালা অর্থ করিয়াছেন কিন্তু আমরা দেখিতেছি উহাতে কয়েকটী বাঁক আছে। প্রথমতঃ দূরান্বয়।

‘পরিহাসেপ্সয়া বাক্যং বিরাটস্য নিশম্য তৎ।
স্ময়মানোঽর্জ্জুনস্তেনমিদং বচনমব্রবীৎ॥’

এই শ্লোকে ‘পরিহাসেপ্সয়া’ প্রথমেই আছে, তাহাকে টেনে ‘অব্রবীৎ’এর নিকটই বলুন আর অর্জ্জুনের নিকটই বলুন লইয়া যাইবার চেষ্টা করা কেন? চেষ্টা করিলেই বা সে যাইবে কেন? তার সম্বন্ধের অপ্রতুল কি, বিরাটরাজ ত নিকটেই উপস্থিত—‘পরিহাসেপ্সয়া বাক্যং বিরাটস্য।’ বিরাট

এখন রাজাধিরাজ, অর্জ্জুন ত পথের ভিখারি বলিলেই হয়; ইহা জানিয়াও সমালোচক মহাশয় 'পরিহাসেপ্সয়া'কে বিরাটের নিকট হইতে টানিয়া আনিয়া অর্জ্জুনের সহিত উহার কেন সম্বন্ধ করিতে চান, তাহা ত ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সমালোচক মহাশয়ের এই অন্বয় করাটী দেখিয়া আমার একটী সহাধ্যায়ীর কথা মনে পড়িল। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "ভাই আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মাঠাক্‌রুণ্ গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদাই বিব্রত।" আমরা শুনিয়া বলিলাম, "ছি! ছি! কি বলে ফেল্লে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে তাঁহার মা ঠাক্‌রুণ্ বল্লে!" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আরে এটাও বুঝিতে পারিলে না, 'আমাদের' সহিত 'মাঠাক্‌রুণে'র অন্বয় আর 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের' সহিত 'গৃহকর্ম্মে'র অন্বয়, তা হ'লেই সোজাসুজি বাঙ্গালা এই হইল—আমাদের মাঠাক্‌রুণ্ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদাই বিব্রত।"

সে যাহা হউক, শব্দশাস্ত্রের প্রধান একটী নিয়ম এই—

"যদ্‌যদাকাঙ্ক্ষিতং যোগ্যং সন্নিধানং প্রপদ্যতে।
তেন তেনান্বিতঃ স্বার্থঃ পদৈরেবাধিগম্যতে॥"

আসত্তি (পদদ্বয়ের নিকটে থাকা) একটী অন্বয়বোধের প্রধান নিয়ামক; বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে উহার উচ্ছেদ কোন মতেই করা যাইতে পারে না। 'রাজ্ঞঃ পুত্রোঽস্তি, পুরুষমানয়'—এই সন্দর্ভে 'রাজ্ঞঃ' পদের 'পুত্রঃ' পদের সঙ্গে অন্বয় না করিয়া 'পুরুষম্' পদের সহিত অন্বয় কখনই হইতে পারে না। সমালোচক মহাশয়, দূরান্বয় যে একটা ভয়ানক দোষ সেটা কি আপনার জানা নাই, না সমালোচনায় মন নিবিষ্ট থাকায়

স্মরণ হয় নাই, বা আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার বিরুদ্ধে বলিতেই হইবে এই একটা আপনার প্রতিজ্ঞা আছে?

দ্বিতীয়তঃ, 'পরিহাসেপ্সয়া'র অর্থ 'পরিহাস করিবার জন্য' হইতে পারে না। পরিহাস+আপ্+সন্+আ—ইহাতেই ত 'পরিহাসেপ্সয়া' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, তবে আপ্ ধাতুর ও সনের অর্থ কোথা গেল? কি আশ্চর্য্য! এটা কি একবারও ভাবেন নাই? আবার ছাই একটা গল্প মনে পড়িল। আমার পরমারাধ্য, ইহকাল পরকালের উন্নতির মূলকারণ গুরুদেব ৺তর্কপঞ্চানন মহাশয় সিমলানিবাসী বদান্যবর ৺গদাধর মিত্র বাবুর নিকট বসিয়া আছেন, মিত্রবাবু পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া শীতবস্ত্র প্রদান করিতেছেন, এমত সময়ে আমাদেরই কোন জ্ঞাতি ৺—ন্যায়ভূষণ মহাশয় আসিয়া এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন,—

"প্রকারতা বিশেষ্যতানুযোগিতা বিধেয়তা।
যমাশ্রিতা নিরন্তরং নমামি তং গদাধরম্॥"

পাঠ করিয়া অন্বয় করা হইল "গদাধরঃ স্বর্ণময়ো রৌপ্যময়ো বা"; ইহার আবার অর্থ করা হইল, "গদাধর সোণাও চেনেন রূপাও চেনেন।" এই কথা বলিয়া দীর্ঘচ্ছন্দের হাস্যের সহিত হাত নাড়িয়া আস্ফালন করাতেই সভা মাৎ হইয়া গেল, অপরাপর পণ্ডিতকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিতে হইল। গদাধর বাবু ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে যথোচিত পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

পাঠকগণ, মনে করিবেন না যে আমি এস্থলে এ গল্পটী তুলিয়া সমালোচক মহাশয়ের ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করিতেছি,

কিংবা একটা পরিহাসের কথা মনে হইল তাই আপনাদিগকে বলিয়া দিলাম, একটু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসাইলাম। এ গল্পটী তুলিবার একটু গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা এই—এ গল্পের মধ্যে সমালোচক মহাশয়ের নামগন্ধও নাই, আমিও সমালোচক মহাশয়কে উপহাসাস্পদ করিতেছি বলি নাই, কিন্তু, সত্য কথা বলুন দেখি, এই গল্পটী পাঠ করিয়া আপনারা মনে করিতেছেন কি না যে আমি সমালোচক মহাশয়কে নিজে উপহাস করিতে বা আপনাদিগের নিকট উপহাসাস্পদ করিতেই এই গল্পটী তুলিয়াছি।

যদি এখানে উপহাস বা উপহাসাস্পদ করা বুঝায়, তবে নিম্নলিখিত সন্দর্ভের ৬ষ্ঠ শ্লোকের উক্তির দ্বারা বিরাট যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে সভাস্থ সমস্ত লোকের নিকট উপহাসাস্পদ করিতেছেন, না বুঝাইবে কেন?

"তেষু তত্রোপবিষ্টেষু বিরাটঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩॥
আজগাম সভাং কর্ত্তুং রাজকার্য্যাণি সর্ব্বশঃ।
শ্রীমতঃ পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা জ্বলতঃ পাবকানিব॥ ৪॥
মুহূর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা সরোষঃ পৃথিবীপতিঃ।
স চ মৎস্যোঽব্রবীৎ কঙ্কং দেবরূপমবস্থিতম্॥ ৫॥
স কিলাক্ষাতিবাপস্ত্বং সভাস্তারো ময়া বৃতঃ।
অথ রাজাসনে কস্মাদুপবিষ্টোঽস্যলঙ্কৃতঃ॥ ৬॥"

পঞ্চ পাণ্ডব রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন এমত সময়ে বিরাট-রাজ সর্ব্বতোভাবে রাজকার্য্য করিবার জন্য সভায় উপস্থিত হইলেন। (এবং পাণ্ডবদিগকে রাজাসনে দেখিয়া রুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু) পরক্ষণেই সেই ক্রুদ্ধ পৃথ্বীপতি মৎস্যরাজকেও

অগ্নিতুল্য সমুজ্জ্বল শোভাতিশয়শালী পঞ্চপাণ্ডবকে দেখিয়া ক্ষণেক কাল চিন্তা করিতে হইয়াছিল। তিনি চিন্তা করিয়া দেবগণপরিবেষ্টিত ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় দেবরূপে অবস্থিত কঙ্ককে (যুধিষ্ঠিরকে) বলিলেন—যাহাকে আমি সভ্যরূপে বরণ করিয়াছি, তুমি ত সেই অক্ষাতিবাপ (পাশক্রীড়ানিপুণ); তবে অলঙ্কৃত হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়াছ কেন ?

এই ত বিরাটের বাক্য। বিরাট যদিও রাগ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইহাতে যুধিষ্ঠিরকে উপহাসাস্পদ করিবার বিরাটের অভিপ্রায় ছিল না বা করেন না, এরূপ বুঝা যায় না।

মনে করুন যদি কোন এক সভাতে বিখ্যাতনামা কয়েকজন সংবাদপত্রসম্পাদকের নিমিত্ত আসন করিয়া রাখা হয়, আর কোন একজন অজ্ঞাতবাস বেনামা গুপ্ত সম্পাদক গিয়া উপবেশন করেন, তাহা হইলে কি কেহ রাগ করিয়া এ কথা বলিতে পারেন না, যে 'আপনি ত অমুক জায়গার অমুক, তবে আপনি এ আসনে কেন বসিলেন ?' আর বলিলেও কি গুপ্ত সম্পাদককে সভ্যদিগের নিকট উপহাসাস্পদ করা হয় না ?

বিরাট যুধিষ্ঠিরকে পরিহাসাস্পদ করার পক্ষে সমালোচক মহাশয় যে দুইটী আপত্তি করিয়াছেন তাহা এই—

(১) " 'তুমি (যুধিষ্ঠির) চাকর হইয়া আমার আসনে বসিলে কেন ?' এইরূপ জিজ্ঞাসাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে 'পরিহাস' হইয়া দাঁড়াইল।"

(২) "বিরাট ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথাগুলি বলিয়াছেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং উপহাসের কর্ত্তৃত্বটা অর্জ্জুনের স্কন্ধ হইতে বিরাটের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে।।"

প্রথম আপত্তিটী সমালোচক মহাশয়ের কেবলমাত্র কল্পনা-সম্ভূত। তাঁহার বিরাটপর্ব্বের সপ্তম অধ্যায় বোধ হয় দেখা ছিল না; বিরাট যুধিষ্ঠিরকে চাকর মনে করিতেন না ও চাকররূপেও নিযুক্ত করেন নাই। বিরাটপর্ব্বের সপ্তম অধ্যায়ে লেখা আছে, —

'যুধিষ্ঠির বিরাটের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করেন, এখানে আপনার নিকট স্বেচ্ছাচারী হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করি।

"ইহাহমিচ্ছামি তবানঘান্তিকে
বস্তুং যথা কামচরস্তথা বিভো। ৯।"

বিরাট যুধিষ্ঠিরের পরিচয় লইয়া বলিলেন—তুমি যে বর ইচ্ছা কর আমি তাহাই তোমাকে সন্তোষপূর্ব্বক দিব। তুমি মৎস্যরাজ্য শাসন কর, নিশ্চয়ই আমি তোমার বশবর্ত্তী হইব। দ্যূতকারী ধূর্ত্ত হইলেও আমার নিয়ত প্রিয়পাত্র হয়, তা তুমি ত দেবতুল্য, রাজ্যপর্য্যন্ত পাইবার উপযুক্ত পাত্র। ১২।

যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনানুসারে বিরাট আবার বলিলেন—যদি কেহ তোমার অপ্রিয় কার্য্য করে আমি অবশ্যই তাহার বধ পর্য্যন্ত করিব, ব্রাহ্মণ হইলে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিব। আমার রাজ্যবাসী উপস্থিত সকলেই শুন, আমার ন্যায় কঙ্কও রাজ্যের প্রভু। ১৪।

কঙ্ক, তুমি আমার সখা হইলে, যেরূপ যান (গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি) আমি ব্যবহার করিয়া থাকি তুমিও সেইরূপ যান ব্যবহার করিবে, নানাপ্রকার বস্ত্র এবং পানীয় ও ভক্ষ্য-দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাইবে। তুমি কি বাহ্য কি আভ্যন্তরিক

সমুদয় বিষয়ই পর্য্যবেক্ষণ করিবে, তোমার অবারিত দ্বার করা গেল। ১৫।

যুধিষ্ঠির বিরাট রাজ্যে সমুচিত সৎকৃত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলেন।

"উবাস ধীরঃ পরমার্চ্চিতঃ সুখী।" ১৬।'

এই ত মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে যুধিষ্ঠির বিরাটের সখা হইয়াছিলেন, চাকর হওয়ার ত উল্লেখ নাই। সমালোচক মহাশয়, আপনি "তুমি চাকর হইয়া আমার আসনে বসিলে কেন?" এ সন্দর্ভটী কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কাশীদাসের, না কালীসিংহের, না নিজেরই পুরাণ হইতে? এক্ষণে পাঠকগণ বোধ হয় হুকুম দিবেন যে, যে পর্য্যন্ত এ সন্দর্ভটী কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে জানা না যাইতেছে সে পর্য্যন্ত এ আপত্তি শুনাই যাইতে পারে না, এখন ইহা সেরেস্তা দাখিল হউক।

দ্বিতীয় আপত্তিটীর অর্থই হয় না। 'বিরাট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, সুতরাং উপহাসের কর্ত্তৃত্বটী অর্জ্জুনের স্কন্ধ হইতে বিরাটের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে', এ কি রকম তর্ক? বিরাট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন বলিয়া অর্জ্জুনের কর্ত্তৃত্ব বিরাটকে দেওয়া স্থির হইবে কেন ইহা ত বুঝি না। যে আপত্তির মানেই নাই, কেহই সে আপত্তি মানেই না, তার আর উত্তর দিব কি?

তবে এক কথা আছে, সমালোচক মহাশয় পরিহাসপ্রিয়, তিনি পরিহাস করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন; এ তর্কের অভিপ্রায়ই এই যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধোক্তিতে উপহাস চলে না। ইহা যদি তাঁহার সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে তিনি যে প্রকৃতি-

শাস্ত্রের কোন খবরই রাখেন না তাহারই পরিচয় দেওয়া হয়।

প্রকৃতি বলেন, সর্ব্বত্র সকল ব্যক্তির প্রতি সকল ব্যক্তির সমভাবে ক্রোধ প্রকাশ করা হয় না—হইতেও পারে না। ব্যক্তিভেদে অবস্থাভেদে ক্রোধের পরিমাণভেদে ক্রোধপ্রকাশ বিভিন্ন হয়। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে অভিমান করিয়া ক্রন্দন করেন ;—

"বালা কেবলমেব রোদিতি লুঠল্লোলালকৈরশ্রুভিঃ।"

মধ্যা ধীরা নায়িকা ক্রুদ্ধ হইলে উপহাস করেন ;—

"প্রিয়ং সোৎপ্রাসবক্রোক্ত্যা মধ্যা ধীরা দহেদ্রুষা।"

আবার প্রগল্‌ভা অধীরা ক্রুদ্ধ হইলে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করে ;—"তর্জ্জয়েৎ তাড়য়েদন্যা"।

প্রথমশ্রেণীর ভদ্রলোক কোন গুরু জনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে ক্রোধ প্রকাশ করেন না, সময়ানুসারে গুরুজনের নিকটই মনের ভাব জানান, অভিমান করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভদ্রলোক হইলে তৎক্ষণাৎ গুরুজনকে স্পষ্ট বলেন। আর অভদ্র হইলে গুরুজনকে প্রহার পর্য্যন্ত করে, প্রহার করিবার ক্ষমতা না থাকে প্রকাশ্যরূপে গালাগালি চলে, সমালোচক মহাশয়কে দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে কি ?

বন্ধুবান্ধব স্থলেও ঠিক্ ঐরূপ, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির স্বভাব ও চরিত্রের উপর ক্রোধপ্রকাশ নির্ভর করে। বিশেষ সমকক্ষ বন্ধুকে এরূপ স্থলে উপহাস করাই রীতি আছে ;—

"উপকৃতং বহু তত্র কিমুচ্যতে সুজনতা প্রথিতা ভবতা পরম্।
বিদধদীদৃশমেব সদা সখে সুচিরমাসুস্ব ততঃ শরদাং শতম্॥"

এখন প্রকৃত স্থলে দেখুন, যিনি ক্রোধ করিতেছেন তিনি

যে সে লোক নহেন—শিষ্টচূড়ামণি বিরাটরাজ, যাঁহার উপর ক্রোধ হইতেছে তিনিও হেঁজিপেঁজি লোক নহেন—দেবরূপী, তেজস্বী, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির। বিরাটরাজ কঙ্কের (যুধিষ্ঠিরের) মাহাত্ম্য বিলক্ষণ জানিতে পারিয়া সমস্ত রাজকার্য্য দেখিবার ভার দিয়াছেন, বন্ধুত্বপদে বরণ করিয়াছেন, কি যান কি বাহন কি ভোজন কি বস্ত্র কি পরিচ্ছদ, সকল বিষয়েই সমান করিয়াছেন। অপরাধটা আবার কি, না, রাজার আসনে বসা, তাও আবার যে সে ব্যক্তি বসে নাই, রাজার সমকক্ষ এক বন্ধু। যুধিষ্ঠিরকে রাজাসনে দেখিয়া বিরাট রাজার রাগ হইল বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের তেজস্বিতা ও লোকাতিশয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাগপ্রকাশের পূর্ব্বে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিরাটরাজকে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিতে হইয়াছিল* তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এমত অবস্থায় বিরাটের তুল্য ভদ্রলোকের যুধিষ্ঠিরতুল্য ভদ্রবন্ধুর প্রতি উপহাস দ্বারা রাগপ্রকাশ বৈ কি কাণ ধরিয়া উঠাইয়া দেওয়া বা আর কিছুর ব্যবস্থা সম্ভব হয়? এত কথাই বা কাজ কি, বিরাট কি করিয়াছেন দেখুন না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজাসন হইতে উঠাইয়া দেন নাই, কটু কথা বলেন নাই, কেবলমাত্র বলিলেন, "তুমি ত সেই দ্যূতক্রীড়ানিপুণ লোক,

---

* "সরোষঃ পৃথিবীপতিঃ" এই 'সরোষ' শব্দের স্বরসেও বুঝা যায় যে বিরাটের রাগ প্রবল ছিল না। যেরূপ "পুত্রেণ সহ গচ্ছতি"র স্থলে 'সহ'শব্দযোগে পুত্রের অপ্রাধান্য বুঝায়, সেরূপ (রোষেণ সহ) 'সরোষ' শব্দেও রোষের অপ্রাধান্য বুঝাইতেছে। যুধিষ্ঠিরাদির আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বিরাটকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার রাগের ভাগটা অনেক কমিয়াছিল বুঝা যাইতেছে।

তোমাকেই ত আমি সভ্যরূপে বরণ করিয়াছি, তবে তুমি অলঙ্কৃত হইয়া রাজাসনে বসিলে কেন?" এই কথাটী নিন্দাগর্ভ উপহাসের কথা বৈ আর কি হইতে পারে, পাঠকগণই বিচার করুন।

পূর্ব্বেই দেখাইয়া দিয়াছি 'পরিহাসেপ্সয়া' পদটী পরিহাস+আপ্+সন্+আ দ্বারা নিষ্পন্ন, এখানে আপ্ ধাতু অন্তর্ভাবিণ্যর্থ হইলে আমরা যেরূপ অর্থ করিয়াছি তাহাই হয়। অতএব আমাদের কৃত অর্থের সহিত ব্যাকরণ ও প্রকৃতির বিসংবাদ নাই।

পক্ষান্তরে, সমালোচক-মহাশয়-কৃত অর্থ ব্যাকরণসিদ্ধ নয় পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; এক্ষণে প্রকৃতিসিদ্ধও নয় দেখাইয়া দিতেছি। যে অর্জ্জুন একজন ভদ্র ও কৃতজ্ঞ চূড়ামণি, শিষ্টশিরোমণি, তিনি যে নিজেই দুষ্কর্ম্ম করিয়া তাঁহার অন্নদাতা (যাঁহার অন্ন তখনও তাঁহার পেটে মজুত) বিরাটরাজকে উপহাস করিবেন এটা কি কখন সম্ভব? বিরাটের অপরাধ কি? কঙ্ক যে যুধিষ্ঠির তিনি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন নাই, সুতরাং ঐরূপ বলিলেন। আর ঐরূপ বলাতেই অর্জ্জুন তাঁহাকে উপহাস করিলেন বলিলে কি অর্জ্জুনের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করা হয় না?

প্রকৃত কথা, যুধিষ্ঠির যে রাজাসনের যোগ্য তাহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন যথাযথরূপে যুধিষ্ঠিরের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, উপসংহারে তাহাই স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"কথং নার্হতি রাজার্হমাসনং পৃথিবীপতে?" অর্জ্জুনের বক্তৃতার ভিতর উপহাসের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। 'রাজন্', 'নরেশ্বর'

ও 'পৃথিবীপতে' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মধ্যে মধ্যে সম্বোধন করিয়া বিরাটের প্রতি সমুচিত সম্মান দেখান হইয়াছে, অর্জ্জুনের বক্তৃতা ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ।

বৈশম্পায়ন যে অর্জ্জুনের বিশেষণ 'স্ময়মান' দিয়াছেন তাহার অর্থ 'উপহসন্' (উপহাস করত) নহে, হইতেও পারে না। 'স্ময়মান'র অর্থ 'মৃদুভাবে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে', এই হাসিকেই 'মুখের হাসি মুখেই মিলিয়া গেল' বলে। যাঁহারা সুমিষ্টভাষী বা সহাস্যবদন হন, তাঁহারা সযৌক্তিক, অকাট্য কথা বলিবার সময়—বিশেষতঃ উত্তর দিবার সময়—সহাস্য-বদনেই বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের মুখে প্রসন্নতা ও ঈষদ্ধাস্য প্রকৃতি আনিয়া দেন। ইহার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই; মান্য-বর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে দেখুন। ব্যাসদেব এস্থলে অর্জ্জুনের বিশেষণ 'স্ময়মান' দিয়া, এক কথায় অর্জ্জুনের প্রকৃতির পরিচয়ের সহিত নিজের প্রকৃতি-বর্ণনা-বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

অতএব পরিহাসের কর্ত্তৃত্ব ব্যাস যাহাকে দিয়াছেন আমরা তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। সমালোচক মহাশয় বরং তাঁহার নিকট হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া অর্জ্জুনকে কর্ত্তৃত্ব দিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, সমালোচক মহাশয়ের এ ভ্রমটীর মূল কারণ ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু আর আমরা।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু এস্থলে এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—"অর্জ্জুন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে পরিহাস-বাসনায় কহিলেন।"

আর আমরা "বচনমব্রবীদিত্যনেন অস্যান্বয়ঃ" এই সন্দর্ভটী টীকার শেষে যোগ করিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সন্দর্ভে 'অস্য' পদটীর অর্থ বড়ই অস্ফুট, ঐ 'অস্য' পদের অর্থ হঠাৎ 'পরিহাসেপ্সয়া'ই বুঝায়। সমালোচক মহাশয় কালী সিংহ বাবুর বাঙ্গালা অনুবাদ দেখিলেন, আর আমাদের এই টীকা দেখিলেন, কাজেই অর্জ্জুনকে পরিহাসের কর্ত্তা স্থির করিয়া লইলেন। সুতরাং এজন্য সমালোচক মহাশয়কে দোষ দেওয়া যায় না, যত দোষ আমাদের, যে দণ্ড দিতে হয় পাঠকগণ আমাদিগকে দিতে পারেন।

সে যাহা হউক আমরা 'পরিহাসেপ্সয়া'র অর্থ লিখিয়াছি 'পরিহাসাস্পদীকর্ত্তুম্', উহার বাঙ্গালা সমালোচক মহাশয়ই করিয়াছেন "উপহাসের পাত্র করিবার জন্য"; ইহাতে পরিহাসের কর্ত্তা কে সে সম্বন্ধে কিছুই লেখা নাই, তথাপি সমালোচক মহাশয় কিরূপে স্থির করিয়া লইলেন যে আমরা বিরাটকে পরিহাসের কর্ত্তৃত্ব দিয়াছি, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। 'পরিহাসের পাত্র করা' আর 'পরিহাস করা' কি এক কথা, যে, তিনি 'বিরাট নিজের চাকরকে পরিহাস করিতেছেন' এইরূপ অর্থ বুঝিয়া আমাদিগকে পরিহাস করিলেন? আমাদিগের সংস্কৃত টীকার ও সমালোচক মহাশয়ের নিজের বাঙ্গালার অর্থ এই বুঝায় যে, 'বিরাট যাহা বলিলেন তাহা দ্বারাই যুধিষ্ঠিরকে সাধারণের নিকট পরিহাসের পাত্র করিয়া দেওয়া হইল।' ইহা কি অসম্ভব? সম্পাদক মহাশয় যদি তাঁহার চাকরকে সম্পাদকীয় আসনে বসিতে দেখিয়া ক্রোধভরে বলেন, 'বেটা তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার আসনে—সম্পাদকীয় আসনে—বসিস্?'

তাহা হইলে তিনি পরিহাস করিলেন না বটে, কিন্তু উপ লোকের নিকট চাকরটাকে পরিহাসাস্পদ করা, ob' টী ridicule করা হইল না কি? ভাবিয়া দেখুন দেখি।

অথবা সমালোচক মহাশয়ের সদৃশ সর্ব্বার্থদর্শী লোকের সহিত আমাদের এরূপ বিচারে অগ্রসর হওয়াই ধৃষ্টতার কর্ম্ম। আমরা একটু অন্তরে থাকিয়া পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ মহাভারত-ব্যাখ্যাতা নীলকণ্ঠকে সমরাঙ্গণে উপস্থিত করিয়া "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" করিয়া দিই। নীলকণ্ঠ অর্থ করেন—

"পরিহাসেপ্সয়া সনিন্দোপালম্ভমপেক্ষ্য, যদ্বিরাটস্য বাক্যং তন্নিশম্য।"

আমরা যেরূপ 'পরিহাসেপ্সয়া'র অন্বয় ও অর্থ করিয়াছি, নীলকণ্ঠও ত তাহাই করিলেন। এক্ষণে সমালোচক মহাশয় যাহা করিতে হয় নীলকণ্ঠের সহিত করুন, আমরা অবসর গ্রহণ করিলাম।

এ স্থলে শিক্ষকমহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠনাকালে ৭৩ পৃষ্ঠের (৩) টীকাতে "বচনমব্রবীদিত্যনেন অস্যান্বয়ঃ" এই সন্দর্ভস্থ 'অস্য' পদের "অস্য প্রথমার্দ্ধপ্রতিপাদ্যস্য" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লন, অর্থাৎ 'নিশম্য পরিহাসেপ্সয়া' এরূপ না করেন। অথবা "ইত্যনেন অস্যান্বয়ঃ" এই অংশটী 'ইত্যনেন ন অস্যান্বয়ঃ' এইরূপে সংশোধন করিয়া লন। এরূপ টীকা করার উদ্দেশ্য এই যে সমালোচক মহাশয়ের মত কেহ ভ্রমে না পড়েন।

"ভুল নং ৯।"

"যশ্চাসীদশ্ববন্ধস্তে নকুলোঽয়ং পরন্তপঃ।

গোসঙ্খ্যঃ সহদেবশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ মহারথৌ" ॥ ২৭ ॥

৭৭ পৃ. প্রবেশিকা।

(অর্জ্জুন বিরাটের নিকট পরিচয় দিতেছেন, যিনি আপনার অশ্ববন্ধ ছিলেন ইনিই সেই মাদ্রীপুত্র মহারথ পরন্তপ নকুল,আর যিনি গোসঙ্খ্য ছিলেন ইনিই সেই মাদ্রীপুত্র মহারথ সহদেব।)

এই শ্লোকে যে 'গোসঙ্খ্যঃ' শব্দটী আছে তাহারই অর্থ আমরা দেখাইয়াছি,"গাঃ সঙ্খ্যাতি ইতি গোসঙ্খ্যঃ। সঙ্খ্যানং—সর্ব্বা এব গাঃ (গাবঃ) সন্তি নবেত্যনুসন্ধানার্থং গণনং, রক্ষণমিতি ফলিতার্থঃ।" সমালোচক মহাশয় উহার উপর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কটূক্তিপূর্ণ যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে 'সঙ্খ্যানং' শব্দের 'রক্ষণং' অর্থ হইতে পারে না। লেখা হইয়াছে,—"টীকাকারগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার লোক নন, একেবারে টীকা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন 'সংখ্যানং' কি না 'রক্ষণং' ইতি ফলিতার্থঃ।"

পাঠকগণ, আমি অতি দুঃখের সহিত আবার আপনাদিগকে স্মরণ করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম যে সমালোচক মহাশয় এই 'অপব্যাখ্যা'টী দেখাইতে গিয়া নিজে এ পর্য্যন্ত যে বৈয়াকরণভাব (first stage) অতিক্রম করেন নাই তাহাই দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার সহৃদয়তা বিষয়ে পর্য্যন্ত, বলিতে কি, সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়াছি কোন এক জন ধনীর নিকট একজন যাচক ব্রাহ্মণ গিয়া এইরূপে প্রার্থনা করেন,—

"প্রাসাদবিগলিতান্নেন কা হানিঃ করিণো ভবেৎ।
পিপীলিকায়াস্তেনৈব কুটুম্বপরিপালনং॥"

(অর্থাৎ, হস্তীর গ্রাস হইতে যদি একটী ভাত পড়িয়া যায়, তাহাতে হস্তীর কিছুই হানি হয় না, কিন্তু সেই অন্ন দ্বারা পিপীলিকার কুটুম্ব পর্য্যন্ত প্রতিপালন হয়।) ইহা শুনিয়া ধনী, প্রার্থনা পূরণ করা দূরে থাকুক, মহা চটিয়া গিয়া বলিলেন,—"কি! আমাকে হাতী বল্লেন! আমি যদি হাতী হই ত আমার শুঁড় কোথায়?"

ধনী বোধ হয় শাস্ত্রের সহিত কোন এলাকাই রাখিতেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে এরূপ মন্তব্য ভিন্ন আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে? কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র লইয়া সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করেন, পরের দোষোদ্ভাবন করেন, তাঁহাদেরও যদি উদ্ভাবনী শক্তির অভাব দেখা যায় ত সে কত পরিতাপ বা পরিহাসের বিষয়।

ব্যাকরণ বা অভিধান লইয়া সর্ব্বত্র সকল শব্দের অর্থ করা চলে না। প্রকরণাদি ভেদে শব্দের অর্থবিশেষ করিতে হয়, এই জন্যই লক্ষণার সৃষ্টি, এই জন্যই ব্যঞ্জনা মানা। ইহা কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রের কেন, আমার বোধ হয়, সকল দেশের সকল জাতির সকল শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত।

যে শাস্ত্র প্রকরণবশতঃ "উপকৃতং বহু তত্র কিমুচ্যতে" স্থলে উপকার শব্দের অপকার অর্থ করেন, "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাং" স্থলে কাক শব্দের অর্থ বিড়াল শৃগাল প্রভৃতি দধির অপচারক মাত্রই অর্থ করেন, "গতোঽস্তমর্কঃ" স্থলে দোকান তোল, বাড়ি চল, বেলা গেল, হরি বল, চাঁদামামার উদয় হ'ল প্রভৃতি নানাপ্রকার অর্থ অবস্থাবিশেষে বুঝায় বলেন, সেই শাস্ত্র জানিয়া শুনিয়া, 'গোসখ্যানং'কে

'গোরক্ষণং' বলা যায় না বলা, নিগূঢ় দুরভিসন্ধি ব্যতিরেকে সমালোচক মহাশয় সদৃশ লোকের দ্বারা কি কখন সম্ভব হয়? কিন্তু এরূপ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে গিয়া সুকুমারমতি কুমারদিগের মস্তিষ্কে কুসংস্কারের বীজ বপন করা যে কত দোষ তাহা তাঁহার একবার ভাবা উচিত ছিল।

বিরাটরাজ গোবিজ্ঞানে সহদেবের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পশুশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। বিরাটের নিযুক্তি-পত্র (appointment letter) এই,—

"পশূন্ সপালান্ ভবতে দদাম্যহং
ত্বদাশ্রয়া মে পশবো ভবন্ত্বিহ।" ১৫। ১০ অ. বিরা, মহা।

এই নিয়োগপত্রে যখন স্পষ্টই লেখা আছে যে 'পশুপালকের সহিত পশুসকল তোমার হস্তে দিলাম, তোমার অধীন, এক্ষণে আমার পশুসকল হউক', তখন সহদেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল পশুসকলের রক্ষণাবেক্ষণ, কেবল গণনা নহে। গণনা রক্ষণের একটী অঙ্গ (part) মাত্র; তাই আমরা গণনা শব্দে রক্ষণ অর্থে বক্তার (ব্যাসদেবের) তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া "গণনং রক্ষণমিতি ফলিতার্থঃ" ব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং "সহদেবশ্চ গোসঙ্খ্যঃ ইতি দ্বারা বিশিষ্ট পশুপালক [illegible] লিখিয়াছি। ইহারই নাম "বিশেষণক সামান্যপর"।

এ সিদ্ধান্ত আমাদের নূতন নয়, টীকাকারেরা ভূয়োভূয়ঃ এই সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া গিয়াছেন। ৮০ অলঙ্কার খুলিয়া দেখুন দেখিতে পাইবেন "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্" স্থলে বিশেষবাচক কাক শব্দে দধির উপঘাতকমাত্র সামান্য অর্থ করিয়াছেন। সমালোচক মহাশয় এটী একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি,

"গণনং রক্ষণং"টী ঠিক্ "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্"এর মত হয় কি না?

সে যাহাহউক; আমরা গণন শব্দের রক্ষণ অর্থ করি নাই, 'ফলিতার্থ' বলিয়াছি। একরূপাদি বশতঃ সব শব্দের সকলই ফলিতার্থ হইতে পারে; ইহাতেই এই! ফলিতার্থ না বলিলে সমালোচক মহাশয় না জানি কি বলিতেন!

আচ্ছা, আমরা ত সকলই ভুলি, হইতে পারে 'অপব্যাখ্যা' করিয়াছি, কিন্তু সমালোচক মহাশয় এ স্থানে একটা সুব্যাখ্যা দিলেন না কেন? বালকেরা 'অপব্যাখ্যা' জানিল, কিন্তু সুব্যাখ্যা না জানিলে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় কৈ? আর এক কথা, সমালোচক মহাশয় পদে পদে অভিধান তুলেন, এবার তুলিলেন না কেন? বড়ুয়া মহাশয়ের নানার্থসংগ্রহে গোসখ্য শব্দটী নাই বলিয়া কি আর কোন অভিধানে নাই? কেবল বড়ুয়ার উপর নির্ভর না করিয়া অমরকোষ দেখিলেই ত সব বালাই চুকিয়া যাইত। অমর গোসখ্য শব্দের অর্থ গোপ বলিয়াছেন।

"গোপে গোপাল-গোসখ্য-গোদুহ্-গাভীর-বল্লবাঃ।" বৈশ্যবর্গ।

'গোপ' শব্দ গো+পা+ক দ্বারা নিষ্পন্ন; পাধাতুর অর্থ রক্ষণ, অতএব অর্থ হইল যিনি গোরক্ষা করেন; আর 'গোসখ্য' শব্দ গো+সং+খ্যা+ক দ্বারা নিষ্পন্ন, অর্থ গোরক্ষক। গোপ শব্দের সহিত সমান অর্থ করিবার নিমিত্ত এখানে 'সং' পূর্ব্ব-'খ্যা' ধাতুর রক্ষণ অর্থ করিতেই হইবে, তা "উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে" নিয়মানুসারে 'সম্' উপসর্গ-নিবন্ধনই হউক, আর "ধাতুনামনেকার্থত্বম্" নিয়মানুসারেই হউক, যা বলেন।

প্রসঙ্গাধীন একটা কথা বলিয়া দিই "স্বর্গেষুপশুবাগ্‌বজ্র" এই অমরকোষ অনুসারে এখানে 'গোসংখ্য' শব্দের অন্তর্গত গো-শব্দের অর্থ পশু হইতে পারে, হইলেও ভাল হয়; যেহেতু বিরাটরাজ সহদেবকে কেবল গোরক্ষক করেন নাই, সকল পশুরই রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সহদেব পশুশালাধ্যক্ষ হইলেন কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল কি না সমুদ্রের ঢেউ গণার ন্যায় গরুগুলির গণনা মাত্র। আমাদের তুল্য নির্ব্বোধ লোক এটা অসম্ভব মনে করিতে পারেন, কিন্তু সুধীবর সমালোচক মহাশয় অসম্ভব মনে করেন নাই। তিনি সংখ্যা করা অর্থই যথেষ্ট মনে করিয়া নানাপ্রকার রসিকতাই বলুন আর উপহাসই বলুন আর নিন্দাই বলুন করিয়াছেন। কিন্তু আকাশে থুঁতু ফেলিলে যে নিজের গায়ে পড়ে, আকাশ যে (নির্ম্মল, বিশুদ্ধ) তাই থাকে, এ কথাটা বোধ হয় সমালোচক মহাশয় ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

"ভুল নং ১০। পট্টকর্ম্মাণি—পট্টং কৃমিকোষজং সূত্রম্ ইত্যাদি ১৮ পৃ. (১) টীকা। পট্টশব্দ পুংলিঙ্গ। ইহাকে ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার করা ভুল হইয়াছে।"

না, ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার করাতে ভুল হয় নাই। নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি দেখুন, জানিতে পারিবেন যে 'পট্ট'শব্দ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ দুইই হয়।

১। "গৃহ-মেহ-দেহ-পট্ট-পটহাষ্টাপদার্বুদ-ককুদাশ্চ। ৭। এতে উভলিঙ্গাঃ স্যুঃ। গৃহং গৃহঃ। মেহঃ মেহম্ ইত্যাদি। ইতি পুংনপুংসকলিঙ্গানুশাসনম্।"

পাণিনীয়লিঙ্গানুশাসন।

২। "পট্ট নং পট-ক্ত নেট্ ট বা তস্ত নেত্রম্। ... ...অস্ত পুংস্তমপি।" বাচস্পত্য।

৩। "পট্ট m. n. &c. &c." লক্ষ্মণরামচন্দ্র বৈদ্যর Standard Sanskrit English Dictionary.

৪। "পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে" এই ব্যাসবচনের ব্যাখ্যাস্থলে রঘুনন্দন লেখেন—

"ফলকং কাষ্ঠাদিপট্টং"। ব্যবহারতত্ত্ব।

আচ্ছা, সমালোচক মহাশয় এ স্থলেও কোন অভিধানের নাম গন্ধও করিলেন না কেন? অমরকোষ প্রভৃতি দেখার অসুবিধা থাকিলেও তাঁহার মুরুব্বি বড়ুয়া মহাশয়ের নানার্থ-সংগ্রহ ত নিকটেই ছিল, তাহা হইতে মেদিনিকরের ও হেমচন্দ্রের অভিধান, বিশ্বপ্রকাশ ও অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী তুলিলেন না কেন? পাঠকগণ ইহার কারণ কিছু অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছেন কি? অমরেরই বলুন আর মরেরই বলুন আর যাহারই বলুন কাহারই কোষ ধরিয়া সমালোচক মহাশয় এস্থলে কোন উপকারই পাইতেন না। অমর, মেদিনিকর, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পেষণ-শিলা প্রভৃতি অর্থবিশেষ বুঝাইতেই পট্ট শব্দকে পুংলিঙ্গ বলিয়াছেন; সামান্যতঃ কিংবা কৌষেয়সূত্র বা কৌষেয় অর্থে কি হইবে তাহার কোন খবরই লন না বা দেন না।

কিন্তু এদিকে পাণিনি (লিঙ্গানুশাসনে) পট্ট শব্দের অর্থবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য না করিয়া পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ দুইই দেখাইয়াছেন। এমত অবস্থায় সমালোচক মহাশয়ের পক্ষ টানিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও বড় জোর এই করা যাইতে পারে যে

অমরকোষ প্রভৃতি অনুসারে, এরূপ স্থলে সামান্য বিশেষ ন্যায়ে পাণিনির সঙ্কোচ করিয়া পেষণ-শিলা অর্থে পট্ট শব্দ পুংলিঙ্গ, তদ্ভিন্ন অর্থে ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু ইহাতেও সমালোচক মহাশয়ের ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না, যেহেতু আমরা কৌষেয়সূত্র অর্থে পট্ট শব্দকে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়াছি তাহাই সপ্রমাণ হইয়া যায়। তাই পাঠক-গণ আপনাদের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিবার জন্য কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া এক কথায় হুকুম জারি করিলেন যে "পট্ট শব্দ পুংলিঙ্গ, ইহাকে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার করা ভুল হইয়াছে।"

সে যাহাহউক, শব্দের লিঙ্গভুল যে অপব্যাখ্যা ইহা প্রথম শুনা গেল। কেবল তাই কেন, ১১ ও ১৩ নং ব্যাকরণ 'ভুল'ও অপব্যাখ্যার মধ্যে গণ্য হওয়াও এক নূতন। তাহাতেই বলিতেছিলাম কলিকাতার বসত বাটীর প্রকৃত মূল্য ঠিক করি-বার নিমিত্ত নূতন আইনের ন্যায় অপব্যাখ্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থির করার নিমিত্ত একটা হাল আইন জারি করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অপব্যাখ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিসাপেক্ষ, কেননা 'অপ' অব্যয়ের সহিত ব্যাখ্যার অব্যয়ীভাব করিলে 'অপব্যাখ্য' হয়; কুসৃষ্টি কল্পনা ব্যতিরেকে অন্য সমাস সহজে হয় না, কিন্তু তাহাতে আবার অপব্যাখ্যা না হইয়া পড়ে এই এক ভয় আছে।

এই ত, "কাণ নিয়ে গেল কাকে ও কাণে হাত না দিয়াই কাকের পশ্চাতে দৌড়ানর" ন্যায় সমালোচক মহাশয় ভুল ধরি-লেন আমরাও উত্তর দিলাম। এক্ষণে প্রকৃত কথা বলি। এখানে তাঁতির কথা হইতেছে,—যাহারা রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করে তাহাদেরই কথা হইতেছে, যাহারা রেশম প্রস্তুত করে তাহাদের

কথা হইতেছে না, সুতরাং 'পট্ট'শব্দে সোজাসুজি রেশম অর্থ করিলে চলে না, তাই আমরা "অর্শ-আদিভ্যঃ অচ্" ৫।২।১২৭। করিয়া 'কৃমিকোষজ সূত্র অর্থ করিয়াছি—"পট্টং কৃমিকোষজ-সূত্রম্"। সূত্রশব্দ সর্ব্বদাই ক্লীবলিঙ্গ, অতএব 'পট্ট' ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন আর কি কিছু হইতে পারে? সমালোচক মহাশয় কিছুমাত্র অনুধাবন না করিয়া 'পট্টং' ক্লীবলিঙ্গ দেখিয়াই এককালে চটিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে শিক্ষক মহাশয়দিগকে একটা কথা বলা আবশ্যক। আমরা প্রবেশিকা সংস্করণের সময় পুনার ও কলিকাতার দুই রকম সংস্করণ দেখিয়া 'পট্টকর্ম্মাণি' পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে Professor Kielhorn's editionএ দেখিতেছি 'পট-কর্ম্মাণি' পাঠ আছে। ইহাই অধিক সঙ্গত পাঠ। শিক্ষক মহাশয়রা 'পট্ট' পাঠের পরিবর্ত্তে 'পট' পাঠ ছাত্রদিগকে বলিয়া দিতে পারেন।

"ভুল নং ১১। অধিষ্ঠানে—অধিষ্ঠীয়তে অত্র ইতি অধিষ্ঠানং ভবনং গৃহম্। ১৯ পৃ. (১) টীকা। "প্রথমতঃ 'অধিষ্ঠীয়তে অত্র' এইরূপ পদই ব্যাকরণসঙ্গত নয় সকলেই জানেন, যে, অধি-পূর্ব্বক স্থা ধাতুর অধিকরণের কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়, এই জন্যই 'অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম্ম' এই সূত্রটী। বিশ্ববিদ্যালয় লিখিয়াছেন তাই সবই শোভা পায়, বালকগণ এরূপ লিখিলে কিন্তু অন্য রূপের ব্যবস্থা।"

"বালকগণ এইরূপ লিখিলে কিন্তু অন্য রূপের ব্যবস্থা" এই সন্দর্ভ দ্বারা সমালোচক মহাশয় আমাদিগের প্রতি মনাসিব্ ব্যবস্থা করিবার সূচনা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে প্রথমতঃই

ধন্যবাদ দিই। এবং সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবিত "প্রথমতঃ এরূপ পদই ব্যাকরণসঙ্গত নয়," এই সিদ্ধান্তে আমরা সম্পূর্ণ সম্মতি দিই। "অধিষ্ঠীয়তে অত্র" কি এক পদ, এটী যে দ্বিপদ; সুতরাং সমালোচক মহাশয় ভিন্ন কোন দ্বিপদই ইহাকে পদ বলেন না, যদি পদই নয় তবে আবার ব্যাকরণ-সঙ্গত কিরূপে হইবে। সমালোচক মহাশয়ের এ পদ সহজ নহে, অতএব অগ্রেই উহার টীকা করা যাউক। "অত্র 'পদ'পদং বাক্যপরম্। 'প্রথমতঃ' ইত্যপি ন বক্তব্যম্ দ্বিতীয়তঃ ইত্যাদ্য-ভাবাৎ।" অর্থাৎ, সমালোচক মহাশয়ের 'পদ' শব্দের অর্থ বাক্য বলিতে হইবে, আর 'প্রথমতঃ' লিখিয়াছেন বটে কিন্তু দ্বিতীয়তঃ না লেখায় উহা অসঙ্গত, সুতরাং বাদ দিতে হইবে।

সমালোচক মহাশয়, আপনি হিন্দুসন্তান হইয়া 'অত্র অধিষ্ঠীয়তে' হয় না এ আপত্তি কিরূপে করিলেন বলুন দেখি? নিত্য পার্থিব শিব পূজা করিতে গেলেই যে বলিতে হয় "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু" এটাও কি সমালোচনা-সময়ে আপনার মনে ছিল না?

পাঠকগণ, সমালোচক মহাশয়ের judgmentএর বিরুদ্ধে কেবল এই একটা প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে ভরসা না হয় তবে নিম্নলিখিত সন্দর্ভগুলি দেখুন। প্রথম সন্দর্ভেই দেখিতে পাইবেন যে শঙ্করাচার্য্য ঠিক এইরূপ অধিষ্ঠান শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন।

(১) "জীবরূপেণ প্রবিশ্য সর্বৈবাধিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি বা অধিষ্ঠানং।" ছান্দোগ্য উপ। ৩। ১। ২। শঙ্করভাষ্য।

(২) "গ্রামমভিনিবিশতে গৃহেঽধিষ্ঠানং কল্যাণেঽভিনি-

বেশঃ পাপেঽভিনিবেশঃ। যস্মিন্ যস্মিন্নভিনিবিশত ইত্যাদ্যপি দৃশ্যতে।" সংক্ষিপ্তসার।

(৩) "ক্বচিদপবাদবিষয়েঽপ্যুৎসর্গোঽভিনিবিশত ইতি ন্যায়াৎ,অস্মিন্নেব ভাষ্যকারবাক্যে অভিনিবিশত ইতি প্রয়োগাচ্চ ব্যভিচারঃ ক্বচিদ্ভবতি। তেন গৃহেঽধিষ্ঠানমিত্যাদ্যপি দৃশ্যতে।" গোয়ীচন্দ্রকৃতটীকা।

(৪) "অত্র গৃহে অধিষ্ঠানং……
ইত্যাদিকন্তু আতিদেশিকমনিত্যমিতি ন্যায়াৎ সমাধানীয়ং।" দুর্গাদাস।

(৫) "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু গৃহেঽধিষ্ঠানমিত্যাদৌ তু ক্বচিদপবাদবিষয়েঽপ্যুৎসর্গোঽভিনিবিশতে ইতি ন্যায়াৎ ভ্রমেব।" রাম তর্কবাগীশ।

সংক্ষিপ্তসার-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈয়াকরণেরা ও রাম তর্কবাগীশ বলেন, কোন কোন স্থলে বিশেষ বিধি সত্ত্বেও সামান্য বিধির প্রবৃত্তি হয়, একারণ কর্ম্ম সংজ্ঞা না হইয়া এখানে অধিকরণ সংজ্ঞা হইল। মুগ্ধবোধ-সম্প্রদায়ভুক্ত দুর্গাদাস প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ বলেন, অতিদেশ করিয়া যে কার্য্য করা যায় তাহা অনিত্য, সর্ব্বত্র তাহার প্রবৃত্তি হয় না, এখানে বাস্তবিক অধিকরণের কর্ম্মত্ব অতিদেশ করা হইল, একারণ উহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হইবে না; তাই এখানে অধিকরণের প্রয়োগ আছে। যুক্তি যে যাহা দিউন, ফলে কোন তফাৎ নাই। এক্ষণে পাঠকগণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা এই যে, সমালোচক মহাশয় এরূপ সচরাচর-প্রচলিত প্রয়োগকেও ভুল বলিয়াছেন বলিয়া যেন তাঁহার সম্বন্ধে উল্টে কোন ব্যবস্থা না করেন।

আচ্ছা, সমালোচক মহাশয়, আপনি বালকদিগের মাথা রক্ষা করিবার জন্য 'ভুল' দেখাইলেন, কিন্তু তাহাতে রক্ষা হইল কৈ? আপনি ত শুদ্ধ কি তাহা দেখাইলেন না, কর্ম্মবাচ্যে বলিলে ভাবের অভাব হয় এই ভয়েই বুঝি চুপ করিয়া গেলেন? আপনি ত চুপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, এখন বালকদিগের দশা কি হয়? তাহারা অধিষ্ঠানের কিরূপ ব্যুৎপত্তি দেখাইবে?

পাঠকগণ, মনে করিবেন না যে শঙ্করাচার্য্য "অধিতিষ্ঠতি অত্র" লিখিয়াছিলেন বলিয়াই 'দাদার বোলেই আমার বোলে'র ন্যায় আমরাও তাহাই লিখিয়াছি। লিখিবার সময় একটু চিন্তাও করা হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য "অধিতিষ্ঠতি" লিখিয়াছেন; আমরা "অধিষ্ঠীয়তে" লিখিয়াছি। তিনি কর্ত্তৃবাচ্য পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন। আমরা তত সাহস করি না। আমরা ভাবের ভাবেই গদগদ, আপাততঃ ভাববাচ্যের কথাই কিছু বলিব। "অধিষ্ঠীয়তে অত্র," "অত্রাধিষ্ঠানং" ইত্যাদি ভাববাচ্য স্থলে অধিকরণের কর্ম্মসংজ্ঞা কোন মতেই সম্ভব নয়। যেহেতু 'অধিষ্ঠীয়তে' ও 'অধিষ্ঠানং' এই দুইটী পদ ভাববাচ্য-নিষ্পন্ন, সুতরাং সচরাচর উহাদের কর্ম্মেরই উপাদান থাকিতে পারে না*।

* কর্ম্মোপাদান থাকিলে ক্রিয়াপদে কখনই ভাবের ভাব থাকে না এরূপ নয়, কেননা ব্যাকরণ-শাস্ত্রানুসারে "কাং দিশং ন গন্তব্যম্" ইত্যাদির ন্যায় কর্ম্মোপাদানে ভাব প্রত্যয় হওয়ার বিধান আছে, কিন্তু ওরূপ প্রয়োগ প্রচলিত নয়। সুতরাং অবাধে ঐ নিয়মানুসারে চলা যাইতে পারে না, তাই আমি ১ নং ব্যাকরণ ভুলে 'পাঃ সন্ধানং' ব্যাকরণ অনুসারে শুদ্ধ সপ্রমাণ করিয়াও 'পাবঃ' র 'ব' অক্ষরটী পড়িয়া গিয়াছে স্বীকার করিয়াছি।

অধিকরণের 'কর্ম্মত্ব'র অনুরোধে যদি 'অধিষ্ঠীয়তে'ও 'অধিষ্ঠানং'কে কর্ম্মবাচ্য-নিষ্পন্ন বলা যায়, তাহা হইলে আবার ভয়ানক গোলযোগ ঘটিয়া পড়ে। 'অধিষ্ঠানং' পদটী এক্ষণে ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন আছে, সুতরাং উটী বিশেষ্য, উহার বিশেষণ 'সমীচীন' প্রভৃতি (সমীচীনমধিষ্ঠানং) অনায়াসেই হইতে পারে। এবং "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু" এই বাক্যে এখানে অধিষ্ঠান করুন (থাকুন) অর্থ বুঝাইতে পারে। কিন্তু 'অধিষ্ঠান'-পদটী কর্ম্ম-বাচ্য-নিষ্পন্ন হইলে বিশেষণ হইবে, সুতরাং উহার অর্থ অধিষ্ঠীয়মান বুঝাইবে; আর 'অধিষ্ঠানং কুরু'র অর্থ হইবে অধিষ্ঠীয়মান (কিছু) করুন। অতএব অর্থ বিপরীত হইয়া পড়িবে।

পাঠকগণ মনে করিবেন না যে অর্থের একটু আদটু উন্টা পাণ্টা হইলই বা বিশেষ হানি কি আছে। বিলক্ষণ হানি আছে, কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে। 'অধিষ্ঠানং কুরু' বলিয়া দেবতাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বসিতে অনুরোধ করা হইতেছিল তাহা হইল না, দেবতারাও বসিলেন না, পূজা করাও হইল না। দেবতারা ত সামান্য বা সহজ লোক নন, যে ঠারে-ঠোরে কোন রকমে বসিবার আঁচ্ দিলেই কলির ভূদেবতার ন্যায় 'দোয়েহাটায়' খবর পাইয়াই আসিয়া বসিয়া পড়িবেন, পূজা গ্রহণ করিবেন।

তাহাতেই বলিতেছিলাম যে "অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম্ম" এই সূত্রে ব্যাকরণাচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায় কি তাহা আমরা এতকাল ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। শঙ্করের কৃপায় ঐ সূত্রের অভিপ্রায় এক্ষণে আমার মনে যেরূপ উদয় হইয়াছে তাহা বলি,—'অধিশীঙ্স্থাসাং আধারঃ কর্ম্ম স্যাৎ সতি সম্ভবে'

অর্থাৎ অধি পূর্ব্বক শীঙ্, স্থা ও আসধাতুর অধিকরণও কর্ম্ম হয় যদি সম্ভব হয়, যে স্থলে সম্ভব না হইবে সে স্থলে হইবে না।

'সতি সম্ভবে' সন্দর্ভটী যোগ করিয়া দেওয়ার রীতি সকল শাস্ত্রেই আছে। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপনাশ হয়, ইহা যদি শাস্ত্রের মর্ম্ম হয় তাহা হইলে যে প্রায়শ্চিত্ত পাপভ্রমে অনুষ্ঠিত হইল সে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ত পাপ নাশ হইল না, পাপই নাই তা নাশ হইবে কি, তবে শাস্ত্র অপ্রমাণ হউক, যেহেতু শাস্ত্রে লেখা আছে প্রায়শ্চিত্ত বিধিমত অনুষ্ঠিত হইলে পাপ নাশ হইতেই হইবে। এই আপত্তি নিবারণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ ন্যায়াচার্য্য উদয়ন "প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনঃ"এই বিধি-বাক্যে 'সতি সম্ভবে'র যোগ দিয়াছেন; যদি পাপের বা পাপনাশের সম্ভব হয় তবেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ নাশ হয়, নতুবা নহে—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য।

অধি পূর্ব্বক স্থা ধাতুর (অব্যয় কৃত্তিন্ন) ভাববাচ্যে কর্ম্ম থাকে না, আবার ভাববাচ্যে প্রয়োগ না করিলেও অধিষ্ঠান (থাকা) বুঝায় না। এই দ্ব্যঙ্গ বিকল আছে বলিয়া ভাববাচ্যনিষ্পন্ন অধিপূর্ব্বক স্থাধাতুর কর্ম্ম সম্ভব হয় না, অতএবই ব্যাকরণাচার্য্য পাণিনি ভাববাচ্যে অধিকরণের কর্ম্ম সংজ্ঞার বিধান দেন নাই, ইহাই পাণিনির ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য বলিতে হয়। পাঠকগণ, এই কারণেই আমি "ভাববাচ্যে অধি পূর্ব্বক স্থা ধাতু প্রভৃতির অধিকরণ কর্ম্ম হয় না" এই সিদ্ধান্তের পাণ্ডুলিপি করিয়া আপনাদের হস্তে দিলাম, pass বা reject করা আপনাদিগের একতার।

"মমাদ্য তৎপ্রাপ্তিরসুব্যয়ো বা হস্তে তবাস্তে দ্বয়মেব শেষঃ ॥"

"ভুল নং ১২। উদ্ধারবিধিঃ পরিপূরণম্। ৩৮ পৃ. (১) টীকা। 'উদ্ধারবিধিঃ' শব্দের পরিপূরণ অর্থটা কোন্ অভিধানের মতে হইল বুঝিতে পারা গেল না। নাম করিয়া দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গো'লে এই কথা লিখিত হইয়াছে মনে হইত না।"

'উদ্ধার' শব্দটী এখানে যৌগিক, 'উৎ' উপসর্গ পূর্ব্বক 'হৃ' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। যৌগিক শব্দের যোগ বা ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ (Derivative meaning) ব্যাকরণের সাহায্যে বুঝা যাইতে পারে, তজ্জন্য অভিধানের আবশ্যক হয় না; শব্দের অর্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত একমাত্র অভিধানই অবলম্বন মনে করাই ভুল। যৌগিকার্থ নির্ণয়ে অভিধানের কোন অধিকার নাই, ব্যাকরণই তাহার হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা; অভিধানের প্রভাব রূঢ় শব্দের উপর।

যৌগিক শব্দ সকল অভিধানে সন্নিবিষ্ট করিলে অভিধানের ইয়ত্তা থাকে না। এই কারণেই অভিধানে যৌগিকার্থের উল্লেখ থাকে না, তবে যে কেহ কেহ কোন কোন শব্দের যৌগিকার্থও দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য সেই শব্দের যোগার্থেও বহুল প্রয়োগ আছে জানান মাত্র।

এই 'উদ্ধার' শব্দই ইহার উদাহরণ, অমরসিংহ উদ্ধার শব্দের যৌগিকার্থের এককালে নাম গন্ধও করিলেন না। মেদিনিকর 'উদ্ধৃ'তে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে 'ক্তি' প্রত্যয় যোগ করিয়া উদ্ধার শব্দের 'উদ্ধৃতি' অর্থ বলিলেন, "অথ উদ্ধারস্ত উদ্ধৃতৌ"। যাঁহারা 'উদ্ধৃ' অর্থাৎ 'উৎ' পূর্ব্ব 'হৃ' ধাতুর অর্থ জানেন তাঁহারাই 'উদ্ধৃতি' শব্দের অর্থ বুঝিবেন, আর যাহারা তা না জানেন তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।

আবার 'উদ্ধৃ'র অর্থ জানা থাকিলে 'উদ্ধার' শব্দের অর্থ জানিতে আর বাকি থাকে না। সুতরাং 'উদ্ধার' শব্দের 'উদ্ধৃতি' অর্থ বলা আর না বলা সমানই কথা। তথাপি মেদিনিকরের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে 'উদ্ধার'শব্দ যৌগিকার্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে—এইটী জানান।

এক্ষণে দেখা যাউক 'উদ্ধার' শব্দের যৌগিকার্থ কি হয়। 'হৃ' ধাতুর অর্থ হরণ, হানি, ক্ষতি; 'উৎ' উদ্গত, অপসৃত, অপনীত; উদ্গতঃ হারঃ উদ্ধারঃ তস্য বিধিঃ বিধানং করণম্, কিংবা উদ্গতঃ হারো যেন তাদৃশো বিধিঃ। অর্থাৎ যাহা করিলে হরণের বা ক্ষতির অপনয়ন হয় এরূপ বিধানের নাম 'উদ্ধারবিধি'। পাঠকগণ প্রকৃত বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন, এখানে হরণই বলুন আর ক্ষতিই বলুন কিরূপ হইয়াছে, আর তাহার অপনয়নই বা কি উপায়ে হইয়াছে দেখুন।

এখানকার গল্পটী এই,—উপভুক্তধন নামক একজন দাতা-ভোক্তা লোক, সৌত্তিলক নামক কোন ব্যক্তির আতিথ্য-সংকারে অনেক অর্থ ব্যয় করেন, তাহাও আবার (তৎকালে হস্তে কিছুমাত্র না থাকায়) ধার করিয়া। তাঁহার স্বভাব ছিল যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেন তাহা যথাযথরূপে উপভোগ করিতেন, সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি ছিল না, একারণই তাঁহার নাম 'উপভুক্তধন'। তাঁহার এই আতিথ্যকার্য্যে বহু ব্যয় হইল দেখিয়া 'দৈব' (অদৃষ্ট, ভাগ্য) পুরুষকারকে (পুরুষের উদ্যোগ, চেষ্টা, কার্য্য করা) জিজ্ঞাসা করিলেন "কথমস্য উদ্ধারবিধির্ভবিষ্যতি ?" কিরূপে ইহার (উপভুক্তধনের অর্থব্যয়ের) "উদ্ধারবিধি" হইবে ? পুরুষকার উত্তর দিলেন, দৈব,

সে আমার হাত, আমার কর্ত্তব্য আমি করিব (অর্থাৎ এ ক্ষতি পূরণ করিয়া দিব); তবে তাহার পরিণামে কি হইবে তা আমি জানি না, সে তোমার হাত। পুরুষকার কার্য্য দ্বারা তাহাই দেখাইলেন। প্রাতঃকালে অকস্মাৎ একজন রাজপুরুষ আসিয়া উপভুক্তধনকে রাজপ্রসাদ-দত্ত কিছু ধন দিয়া গেলেন।

এই গল্পের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যার্থ এই হইতেছে যে উপভুক্ত-ধনের আতিথ্যকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া যে ক্ষতি হইয়াছিল, রাজপ্রসাদ-দত্ত ধন দ্বারা তাহার পূরণ হইল। তাহাতেই আমরা "উদ্ধারবিধিঃ পরিপূরণম্" লিখিয়াছি। ইহা যদি অপব্যাখ্যাই হইয়া থাকে তবে সমালোচক মহাশয় একটী সুব্যাখ্যা দেখাইলেন না কেন? 'তমঃ সূর্য্যং জগ্রাহ' স্থলেই বা সুব্যাখ্যা দেখাইলেন কেন, এখানেই বা নীরব হইলেন কেন? যিনি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের গো'লের' খবর পর্য্যন্ত রাখেন, তিনি এই 'উদ্ধারবিধি'র উদ্ধার করিতে পারেন না ইহা কি সম্ভব? তাহাতেই বলিতেছিলাম দূষণ সহজ, ভূষণই কঠিন।

এস্থলের প্রকৃত কথা বলা আবশ্যক। কতকগুলি ধাতুর স্বভাবতঃ বা উপসর্গ যোগে একটী সামান্য অর্থ হয়, কিন্তু স্থল-বিশেষে সেই সামান্য অর্থই আবার বিশেষ বিশেষ অর্থে পরিণত হয়। 'বৃধ', 'শুধ', 'উৎ'পূর্ব্ব এবং 'অব'পূর্ব্ব 'নী' এবং 'প্র' পূর্ব্ব 'কাশ' প্রভৃতি ধাতু ইহার উদাহরণ। একটী ধাতু ধরিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তটী সমর্থন করা যাইতেছে।

"স্তোকেনোন্নতিমায়াতি স্তোকেনায়াত্যধোগতিম্।
অহো সুসদৃশী বৃত্তিস্তুলাকোটেঃ খলস্য চ॥"

এখানে একটী 'উন্নতি' শব্দের তুলাকোটির বেলা একরূপ অর্থ আর খলের বেলা অন্যরূপ অর্থ হইল। আবার,

"উন্নতং পদমবাপ্য যো লঘুঃ
হেলয়ৈব স পতেদিতি ব্রুবন্।"

এখানে লঘু ব্যক্তির পক্ষে পদের 'উন্নতি' স্বতন্ত্র আর ধূলারও পদের 'উন্নতি' স্বতন্ত্র বুঝাইল।

"মেঘোন্নতিবিশেষেণ বৃষ্ট্যনুমানং।"

এখানে মেঘের 'উন্নতি' ত আবার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক্ষণে 'উদ্ধার' রূপ সাধারণ অর্থের কত উন্নতি হইয়াছে দেখান যাউক। 'উৎ'পূর্ব্ব 'হৃ' ধাতুর সোজাসুজি অর্থ উদ্ধার। কিন্তু এই উদ্ধার কত রূপ ধারণ করেন দেখুন,—

উদাহরণ।	উদ্ধার শব্দের অর্থবিশেষ।
১। "হে কৃষ্ণ মামুদ্ধর"।	১। নিস্তার, সংসার-নিবৃত্তি, বা স্বর্গে লওয়া।
২। "পণ্যং সমুদ্ধৃতোদ্ধারম্।"	২। বর্জ্জন, পরিত্যাগ।
৩। "উদ্ধারাদুদ্ধৃতে তেষা-মিয়ং স্যাদংশকল্পনা।"	৩। সাধারণ ধন হইতে পৃথক্ করা।
৪। "মন্ত্রোদ্ধারং মহেশিতুঃ।"	৪। বর্ণবিশেষ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রবিশেষ স্থির করা।
৫। "যৎ পুণ্যমুদ্ধৃতে বিপ্রে ম্রিয়মাণে জলাদিষু।"	৫। টানিয়া তোলা।
৬। "পরদ্রব্যাদুদ্ধৃতসারং যৎ"।	৬। বাহির করিয়া লওয়া।
৭। "স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ"	৭। লওয়া মাত্র।
৮। "প্রসভোদ্ধৃতারিঃ।"	৮। উন্মূলন, দমন।

৯। "আগমস্তু কৃতো যেন সোঽভিযুক্তস্তমুদ্ধরেৎ।"	৯। সাক্ষ্যাদি দ্বারা সপ্রমাণ করা।
১০। "ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং হৃতমভ্যুদ্ধরেত্তু যঃ।"	১০। পুনঃ প্রাপ্তি।
১১। "উদ্যোতকরগবীনামতি-জরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ।"	১১। দূষণ-নিরাকরণ।
১২। মানুষীং তনুমাস্থায় সমুদ্ধর্ত্তুং ত্বমর্হসি।	১২। উৎপাত নিবারণ করা।
১৩। "শল্যোদ্ধারবিধানস্তু।"	১৩। জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত প্র-ক্রিয়ানুসারে কোন্ স্থানে 'শল্য' আছে স্থির করা ও তৎপরে তুলিয়া ফেলা।
১৪। "দীনানুদ্ধরতাং।"	১৪। ভাল অবস্থায় আনা।
১৫। "পতিতানাং সমুদ্ধার-বিধিং।"	১৫। বিশুদ্ধি।
১৬। "মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াৎ জীর্ণকারকঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জীর্ণস্যোদ্ধারমাচরেৎ॥"	১৬। সংস্কার।

এই সংস্কার শব্দটীও আবার সাধারণ, উহা স্থলবিশেষে অর্থ-বিশেষে পরিণত হইবে। পূর্ব্বোক্ত দেবীপুরাণে "জীর্ণস্যোদ্ধার-মাচরেৎ" সামান্যতঃ উল্লেখ আছে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে কোন্ কোন্ জীর্ণের উদ্ধার বা সংস্কার করিলে ফলাতিশয় হয় তাহার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আছে,—

"বাপীকূপতড়াগানাং সুরধাম্নাং তথাঽনঘ।
প্রতিমানাং সমানাঞ্চ সংস্কর্ত্তা যো নরো ভুবি।
পুণ্যং শতগুণং তস্য ভবেন্মূলান্ন সংশয়ঃ॥"

অগ্নিপুরাণে আবার জীর্ণ দেবপ্রতিমার কিরূপে উদ্ধার করিবে, তাহার বিশেষ বিধান আছে,—

"জীর্ণোদ্ধারবিধিং বক্ষ্যে ভূষিতাং স্নপয়েদ্ গুরুঃ।
অচলাং বিন্যসেদ্দোষেঽহেথাতিজীর্ণাং পরিত্যজেৎ॥
ব্যঙ্গাং ভগ্নাঞ্চ শৈলাঢ্যাং ন্যসেদন্যাঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
* * * * *
যৎপ্রমাণা চ যদ্দ্রব্যা তন্মানাং স্থাপয়েৎ পুনঃ॥"৬৭অং।

এই দেখুন এক জীর্ণোদ্ধার শব্দে কতরকম উদ্ধার বুঝাইল, বাপী বা কূপের উদ্ধার মাটী তোলা, দেবমন্দিরের উদ্ধার ভাঙ্গা চোরা সারিয়া দেওয়া, আবার দেবতার উদ্ধার ত অগ্নিপুরাণে অনেক প্রকারই বলিয়াছেন দেখিলেন। এতেই শেষ হইল না, এখনও 'ভারতোদ্ধার' প্রভৃতি বড় বড় উদ্ধার বাকী আছে। থাকুক এখন 'উদ্ধারবিধি'র উদ্ধার করা যাউক।

পাঠকগণ বলুন দেখি, যেমন দেবপ্রতিমা অতিজীর্ণ হইলে তৎসদৃশ কোন নূতন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে ঐ জীর্ণ প্রতিমার উদ্ধার হইল বলা যায়, সেইরূপ ধনব্যয়ের বা ব্যয়িত ধনের তুল্য অপর ধন দিয়া ক্ষতিপূরণ করিলে ঐ ধন-ব্যয়ের বা ব্যয়িত ধনের উদ্ধার হইল বলা না যাইবে কেন? এখানে উদ্ধার ক্ষতিপূরণরূপ বিশেষ অর্থে পরিণত হইয়াছে,— এটী একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। সকল বিষয়েই কি অভিধানের উপর নির্ভর করিলে চলে? শাস্ত্র-

কারেরা ভূয়ো ভূয়ো বলিয়া গিয়াছেন যাহা অনায়াসে অন্য উপায়ে জানা না যায় তজ্জন্যই শাস্ত্র।

আর এক কথা, শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে হইলে শাস্ত্র ও বুদ্ধি উভয়েরই আবশ্যক। তদন্যথায় "জ্যোতির্বিদের গণনার ফল গাড়ীর চাকা"র ন্যায় হইয়া উঠে। জ্যোতির্বিদের গল্পটী এই,—পুরাকালে "গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল" গোচ আপনা-আপনি ন্যায়রত্ন, বিদ্যাবিনোদ বা অন্য একটা উপাধি লইয়া পণ্ডিত হইবার যো ছিল না। রাজসভায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক হইত। কোন সময় একজন ফলিত জ্যোতিঃশাস্ত্রে কৃতবিদ্য লোক পরীক্ষার্থী হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন এ শাস্ত্রের পরীক্ষার নিমিত্ত পণ্ডিতের আবশ্যক কি, আমিই পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া একটী অঙ্গুরীয় হস্তে রাখিয়া মুষ্টি বন্ধন করিলেন এবং জ্যোতির্বিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন ত আমার হস্তে কি আছে? জ্যোতির্বিদ্ গণনা করিয়া পাইলেন যে একটী গোলাকার মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট স্বর্ণ-নির্ম্মিত বস্তু রাজহস্তে আছে; রাজাকে তাহাই বলিলেন। তদুত্তরে রাজা বলিলেন পণ্ডিত মহাশয়, তা ত বুঝিলাম, বস্তুটা কি? নাম করুন। জ্যোতির্বিদের শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল সত্য, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি কিছুমাত্র ছিল না। শাস্ত্রে ত উহার বেশী আর পাওয়া যায় না, সুতরাং জ্যোতির্বিদ্ মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে গাড়ীর চাকা গোলও বটে মধ্যে ছিদ্রও বটে আর রাজার হস্তে স্বর্ণনির্ম্মিত হওয়া সম্ভবও বটে, যখন এই তিনই চাকাতে ঘটে তখন গাড়ীর চাকাই বটে। অমনি প্রফুল্ল হইয়া সহাস্যবদনে রাজাকে বলি-

লেন মহারাজ, আপনার হস্তে গাড়ীর চাকা। রাজা একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন মহাশয়, আপনার বিদ্যা হইয়াছে, বুদ্ধি নাই।

"ভুল নং ১৩। 'ছিন্নঃ নিরস্তঃ অপনীতঃ সংশয়ঃ সন্দেহঃ যেষাং তে'। ৫১ পৃ. (৩) টীকা।

এই সমাসটা কেমন কেমন লাগে। পড়িলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বদহজমি বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমাসটীতে 'অপনীত'; আর 'যেষাং' এই দুইটী কথাতে যত সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছে। যদি 'অপনীত' কর্ম্মবাচ্যে হইয়াছে মনে করা যায়, তবে 'যেষাং' কথাটী ভুল বলিতে হয়। 'যেষাং' ঠিক আছে বলিলে 'অপনীতঃ' কথাটী কর্ত্তৃবাচ্যে বলিতে হয়। কিন্তু তাহাও ভুল, অপনীত কর্ত্তৃবাচ্যে হয় না।"

এই সমালোচনাটী পাঠ করিয়া কোন একজন বৈদ্যের একটী সমালোচনা মনে পড়িল। কোন এক সময়ে একটী রোগীর পথ্যনির্ণয় সম্বন্ধে দুইজন বৈদ্যের তর্ক উপস্থিত হয়। ক নামক বৈদ্য একটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া স্বপক্ষ সংস্থাপন করিলে, খ নামক বৈদ্য ঠাট্টা তামাসা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে বাপু এখনও বালক আছ, অভিজ্ঞতা জন্মে নাই, কিছু দিন বাদে জানিতে পারিবে যে শাস্ত্রে সকল কথা বলে না, অনেক বিষয়ে শাস্ত্রে এক থাকে আর ব্যবস্থা অন্যরূপ করিতে হয়। এই দেখ তৈলমূর্চ্ছনাস্থলে হরিদ্রা জল দিবার বিষয় শাস্ত্রে লেখা আছে, 'ফেনোপরমে দদ্যাৎ' 'ফেনো' কি না ফেনার, 'পরমে' কি না 'উপরে', 'দদ্যাৎ' কিনা 'দিবে'। কিন্তু বল দেখি কি করিয়া থাক, ফেনা মরিয়া গেলে হরিদ্রাজল দাও কি না?" তথায় একজন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তিনি

বলিলেন "কবিরাজ মহাশয়, আপনি যা বলিতেছেন উহাই যে ঐ শাস্ত্রের অর্থ,—'ফেনোপরমে দদ্যাৎ', 'ফেনায়াঃ উপরমে বিনাশে দদ্যাৎ'।"

না বুঝিয়া সুজিয়া দোষ ধরিতে ও আস্ফালন করিতে কবিরাজ মহাশয় ও সমালোচক মহাশয় উভয়েই সমান। তবে বিশেষ এই তথায় ব্যাকরণের অপ্রতুল, এখানে ভাবগ্রাহিতার অপ্রতুল। আমরা যে সন্দর্ভের উপর এই টীকাটী করিয়াছি সে সন্দর্ভটী এই ;—

"সর্ব্বজ্ঞা ধৃতিমন্তোহপি ছিন্নধর্ম্মার্থসংশয়াঃ।
যতয়ো হ্যত্র মুহ্যন্তি শোকোপহতচেতসঃ॥"

কৌসল্যা শোকসন্তপ্ত হইয়া দশরথের প্রতি কটু কথা বলিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন, ও তজ্জন্য অনুতাপ করিতে করিতে এই কথা বলিতেছেন,—"যাঁহারা ধৈর্য্যশালী ও সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অবস্থা সকলই জানেন, একারণই যাঁহাদের ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে আর সংশয় নাই, সকল সন্দেহই অপনীত হইয়া গিয়াছে, এবং যাঁহারা সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও অন্তঃকরণ শোকাভিভূত হয়, তাঁহারাও শোকে মুগ্ধ হন।"

এই সন্দর্ভে 'ছিন্নধর্ম্মার্থসংশয়াঃ' শব্দের যাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে সংশয় বিনষ্ট হইয়াছে এই অর্থই সঙ্গত, তাঁহাদিগেরই শোক না হওয়া সম্ভব, এস্থলে তাঁহাদিগের উল্লেখ করা বাল্মীকি মুনির অভিপ্রেত। যাঁহারা ধর্ম্মার্থ বিষয়ে সংশয় নিবারণ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের শোকে অভিভূত হওয়া

অসম্ভব কি যে বাল্মীকি মুনি এ স্থলে তাঁহাদিগের উল্লেখ করিবেন। কথাই আছে "পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং" অর্থাৎ পরকে উপদেশ দিতে অনেকেই পাণ্ডিত্য ফলাইতে পারেন। কিন্তু নিজে তদনুসারে চলিতে পারেন না। বৈদিক ধর্ম্মে নিজের অবিশ্বাস থাকিলেও পণ্ডিতবর Professor Max Muller বৈদিক ধর্ম্মের সংশয় বিশেষরূপে নিবারণ করিতে পারেন।

অতএব 'ছিন্নঃ ধর্ম্মার্থয়োঃ যেষাং সংশয়ঃ' অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ বিষয়ে যাঁহাদিগের সংশয় গিয়াছে, ইহাই এখানকার প্রকৃত অর্থ। সুতরাং 'যেষাং' এখানে কর্ত্তাই নহে, সংশয়ের সম্বন্ধী। সম্বন্ধীকে কর্ত্তা করাতে সমালোচক মহাশয়ের দোষ কি, উহা কালের দোষ। তবে একটী কথা বলি, সম্বন্ধীকে কর্ত্তা করিয়াছেন করুন, তাহার অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বদহজমী পর্য্যন্ত! দূর হউক, ও কথার উল্লেখ করিতেও ঘৃণা হয়।

এরূপ স্থলে এরূপ ব্যাখ্যা নূতন নহে, মল্লিনাথও এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—

"তরঙ্গবাতেন বিনীতখেদঃ।" রঘু।

"বিনীতঃ অপনীতঃ খেদো যস্ত।" মল্লিনাথের টীকা।

দেখুন মল্লিনাথ এখানে 'অপনীতঃ' প্রতিশব্দ দিয়াছেন, আমরাও 'অপনীতঃ' প্রতিশব্দ দিয়াছি। মল্লিনাথ 'যস্ত'র সহিত 'খেদঃ'র অন্বয় করিয়াছেন আমরাও 'যেষাং'এর সহিত 'সংশয়ঃ'র অন্বয় করিয়াছি। তবে মল্লিনাথের সমাসটী শুদ্ধ, আর আমাদের সমাসটী ভুল কেন? "সে যে ওপার আর এ যে এপার"

এর স্থায় মল্লিনাথ যে মল্লিনাথ, আর আমরা যে আমরা বলিয়া প্রভেদ করিতে হয় করুন, নাচার।

"ভুল নং ১৪।

ততো বিরাটঃ পরমাভিতুষ্টঃ
সমেত্য রাজা সময়ং চকার।
রাজ্যঞ্চ সর্ব্বং বিসসর্জ্জ তস্মৈ
সদণ্ডকোশং সপুরং মহাত্মা॥

এখানে শ্লোকটীর 'সমেত্য' কথাটীর টীকা করা হইয়াছে;—'সমেত্য—পুত্রেণ সহ মিলিত্বা পরামৃশ্যেতি ফলিতার্থঃ।'

৮১ পৃ. (১) টীকা।

এখানে 'সমেত্য'র পুত্রেণ সহ মিলিত্বা অর্থ করিলে তার পরের 'তস্মৈ' কথাটার 'পুত্রায়' অর্থ বুঝায়। অথচ অর্থ যুধিষ্ঠিরকে

---

* হরিদাস বাবাজী নামক একজন পরমবৈষ্ণব বৈরাগীকে দেখিয়া কোন বৈষ্ণবভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবাজী গঙ্গা ত সর্ব্বত্রই সমান, তবে এপারের মাটী কেন বেলে, আর ওপারের মাটীই বা কেন এঁটেল?' হরিদাস বাবাজী প্রশ্ন শুনিয়াই ভাবে গদগদ হইয়া পড়িলেন ও বলিলেন, 'কৃষ্ণদাস তুমি সাধু, তুমিই সাধু, এরূপ প্রশ্ন করা ভগবানের কৃপা ভিন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে উত্তর শুন,—এ যে এপার, আর ও যে ওপার।' কৃষ্ণদাস উত্তর শুনিয়া ক্ষণেক কাল চিত্রপুত্তলিকার স্থায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল, চিন্তায় মন নিবিষ্ট হইল, মুখে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। এরূপ ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা গেল; পরে হরিদাস বাবাজীর স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'বাবাজী আপনি কে? আমি ত এরূপ উত্তর কখন শুনি নাই, আমার চিরসংশয় দূর হইল, আপনি দর্শন দিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন।'

রাজ্য দিলেন। সুতরাং মহাভারত মিলাইতে হইল, মিলাইতে গিয়া দেখিলাম ব্যাসকে বলিদান দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে আছে 'সমেত্য রাজ্য সময়ং চকার' আর কোন গোলই রহিল না। যে বিশ্ববিদ্যালয় ঋষি পর্য্যন্ত হত্যা করিয়াছে, তাহার ভুল দেখানও মহাভুল"।

সমালোচক মহাশয়, এখন ত পালা শেষ হইল, এখন বলি, আমাদিগের আপনার তুল্য বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, সাহস নাই, যে আগমবাগীশের মতই বলুন আর আপনার মতই বলুন, যা মুখে আসিবে তাই বলিব আর তাহাই শাস্ত্র হইয়া পড়িবে এ বিশ্বাস করিব। আমাদিগকে বড়ই পা টিপে চলিতে হয়। আমরা যে "নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিৎ" (বিনা প্রমাণে কোন কথাই লিখিব না)—এর দলভুক্ত লোক, তাহার, বোধ হয়, আর পরিচয় দিতে হইবে না, অনেক পাইয়াছেন।

"পুত্রেণ সহ" এটী আমাদিগের টীকা নহে, মহাভারতের টীকা করিতে যাঁহার অধিকার আছে, যাঁহার কৃত টীকা অবিবাদে সর্ব্বত্র সমাদরণীয় হইয়া আসিতেছে, সেই মহাত্মা পদবাক্য-প্রমাণজ্ঞ নীলকণ্ঠ ঐরূপ টীকা করিয়াছেন, আমরা নকল করিয়াছি মাত্র। নীলকণ্ঠ লেখেন—" 'সমেত্য' পুত্রেণ সহ। 'সময়ং' নিশ্চয়ং চকার। 'বিসসর্জ্জ' দদৌ।" আজ কাল সটীক মহাভারতের ত অপ্রতুল নাই, সমালোচক মহাশয় পাঠ মিলন করিতে গিয়া কেবল 'উপরচকো' না হইয়া নীচে একবার দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাইতেন নীলকণ্ঠ কি লিখিয়াছেন।

লেখা হইয়াছে "মহাভারতে আছে 'সমেত্য রাজ্য সময়ং চকার।' আর কোন গোলই রহিল না।" সত্য কথাই

বলিয়াছেন 'গোলই রহিল না', বিলক্ষণ বাঁকা হইয়া পড়িল। প্রকৃত কথা বলিতে দোষ কি, ব্যাসদেব 'রাজ্য' লিখিয়াছেন স্থির করিয়া দিয়া স্বভাবের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে, ব্যাসদেবকে একটী আস্ত গণ্ডমূর্খ বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা ব্যাসদেবের বলিদান সহস্রগুণে ভাল ছিল, হিন্দুশাস্ত্র যদি সত্য হয় তাহা হইলে ত বলিদান দিলে ব্যাসের স্বর্গ লাভ হইত। আমি এখনই এ স্থলের পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ তুলিয়া দেখাইয়া দিতেছি যে এ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরাটের কোন কথা বার্ত্তাই হয় নাই। পাণ্ডবদিগের প্রসাদন (propitiate) করা কর্ত্তব্য—এ বিষয় লইয়া পিতা পুত্রের (বিরাট ও উত্তরের) কথোপকথন চলিতেছে। বিশেষতঃ উদ্ধৃত শ্লোকে বিরাট যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিবেন কি না পরামর্শ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিলেন লেখা আছে। এ পরামর্শ কি যুধিষ্ঠিরের সহিত হইতে পারে? যাহাকে রাজ্য দিবেন তাহারই সহিত পরামর্শ করা কি কখন সম্ভব? না এরূপ অস্বাভাবিক বর্ণনা ব্যাসদেবের লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে? এ স্থলের পূর্ব্বাপর গ্রন্থ এই,—

"তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৎস্যরাজঃ প্রতাপবান্।
উত্তরং প্রত্যুবাচেদং প্রতিপন্নো যুধিষ্ঠিরে॥ ৪২॥
প্রসাদনং পাণ্ডবস্য প্রাপ্তকালং হি রোচয়ে।
উত্তরাঞ্চ প্রযচ্ছামি পার্থায় যদি মন্যসে॥ ৪৩॥

উত্তর উবাচ।

আর্য্যাঃ পূজ্যাশ্চ মান্যাশ্চ প্রাপ্তকালঞ্চ মে মতম্।
পূজ্যন্তাং পূজনার্হাশ্চ মহাভাগাশ্চ পাণ্ডবাঃ॥ ৪৫॥

বিরাট উবাচ।

অহং খল্বপি সংগ্রামে শত্রূণাং বশমাগতঃ।
মোচিতো ভীমসেনেন গাবশ্চাপি জিতাস্তথা ॥ ৪৫ ॥
এতেষাং বাহুবীর্য্যেণ অস্মাকঞ্চ জয়ো মৃধে।
প্রসাদয়ামঃ সামাত্যাঃ সানুজং পাণ্ডবর্ষভম্ ॥ ৪৬ ॥
যদস্মাভিরজানদ্ভিঃ কিঞ্চিদুক্তো নরাধিপঃ।
ক্ষন্তুমর্হতি তৎ সর্ব্বং ধর্ম্মাত্মা হ্যেষ পাণ্ডবঃ ॥ ৪৭ ॥

তেতা বিরাটঃ পরমাভিতুষ্টঃ
সমেত্য রাজ্ঞা সময়ঞ্চকার।
রাজ্যঞ্চ সর্ব্বং বিসসর্জ্জ তস্মৈ
সদণ্ডকোশং সপুরং মহাত্মা ॥ ৪৮ ॥

পাণ্ডবাংশ্চ ততঃ সর্ব্বান্ মৎস্যরাজঃ প্রতাপবান্।
ধনঞ্জয়ং পুরস্কৃত্য দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥
সমুপাঘ্রায় মূর্দ্ধানং সংশ্লিষ্য চ পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠিরঞ্চ ভীমঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৫০ ॥
নাতৃপ্যদ্দর্শনে তেষাং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
স প্রীয়মাণো রাজানং যুধিষ্ঠিরমথাব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥
দিষ্ট্যা ভবন্তঃ সম্প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে কুশলিনো বনাৎ।
দিষ্ট্যা সম্পালিতং কৃৎস্নমজ্ঞাতং বৈ দুরাত্মভিঃ ॥ ৫২ ॥
ইদঞ্চ রাজ্যং বঃ পার্থাঃ যচ্চান্যদ্বসু কিঞ্চন।
প্রতিগৃহ্নন্তু তৎসর্ব্বং পাণ্ডবা অবিশঙ্কয়া ॥ ৫৩ ॥

এই সন্দর্ভের স্থূল অর্থ এই,—বিরাটরাজ উত্তরের মুখে পাণ্ডবদিগের পরিচয় ও অর্জ্জুনের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন—ঠিক সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি সম্মত হও

ত পাণ্ডবদিগকে প্রসন্ন (propitiate) করি আর উত্তরাকে অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করি (৪২—৪৩)।

উত্তর উত্তর দিলেন যে, আমিও মনে করি আর্য্য পাণ্ডবগণ সম্মাননার উপযুক্ত পাত্র, এবং সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইঁহাদিগের সম্মাননা করুন (৪৪)।

বিরাট বলিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদিগের হস্তগত হইলে আমাকেও ভীমসেন মুক্ত করেন, গোধন রক্ষা করেন। ইঁহাদিগেরই বাহুবলে যুদ্ধে আমাদিগের জয় হইয়াছে। অতএব মন্ত্রিবর্গ সহ আমরা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে প্রসন্ন করি। আমরা অজ্ঞানতঃ যা কিছু বলিয়াছি পাণ্ডবরাজ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহা অবশ্যই ক্ষমা করিবেন (৪৫—৪৭)।

তাহার পর বিরাটরাজ মিলিত হইয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহাকে রাজদণ্ড, ধনাগার ও নগর দিলেন* (৪৮)।

এই সকল ঘটনার পর ("ততঃ") মৎস্যরাজ, অর্জ্জুনকে অগ্রে করিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবদিগের মস্তক আঘ্রাণ ও পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তোমাদের সমাগমে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। (৪৯—৫০)।

বিরাটরাজ পাণ্ডবদিগকে যতই দেখেন ততই দেখিতে

---

* এ স্থলে "কাশীশ্বরবিপ্রায় গাং দদাতি"র ন্যায় গৃহীতার অনুপস্থিতিতেই মানসিক দান করিলেন। এরূপ দান আজ কাল সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তখন দানের সংকল্প করিলেন, পাত্রসাৎ করা হইল না, তাহা পরে করিয়াছেন (৫৩ শ্লোকে)।

ইচ্ছা হয়, তাঁহার আর দেখিয়া তৃপ্তিলাভ হয় না। বিরাটরাজ প্রীতিপুরঃসর যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—তোমরা বন হইতে ভালয় ভালয় ফিরিয়া আসিয়াছ ইহা বড়ই সন্তোষের কথা। আর তোমরা যে কষ্টসাধ্য অজ্ঞাতবাসব্রত দুরাত্মাদিগের অজ্ঞাতসারে প্রতিপালন করিতে পারিয়াছ, ইহাও কম আনন্দের কথা নহে (৫১—৫২)।

পাণ্ডবগণ, এই রাজ্য আর অন্য যে কিছু ধন আছে, তাহা আপনাদিগকে (দেওয়া হইয়াছে)। আপনারা তাহা প্রতিগ্রহ করুন, কোন আশঙ্কা করিবেন না (৫৩)।

এক্ষণে দেখুন রাজ্য দেওয়ার প্রস্তাবের পূর্ব্বে বিরাটের যুধিষ্ঠিরের সহিত কোন কথাই হয় নাই। এবং রাজ্য দেওয়ার পরও প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির স্বাগতসম্ভাষণ করিলেন। তাহার পর স্বদত্তরাজ্যাদি প্রতিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন (৪৯—৫৩ শ্লোকে) স্পষ্ট বলা রহিয়াছে। তথাপি সমালোচক মহাশয়, কিরূপে বিরাট যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দেওয়ার পরামর্শ যুধিষ্ঠিরের সহিতই করিলেন স্থির করিয়া "আর কোন গোলই রহিল না" সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন (!) তাহা ত বুঝি না।

এই সিদ্ধান্তটী ঠিক বিদ্যাসাগরদাদার সিদ্ধান্তের অনুরূপ। আমাদিগের একজন জ্ঞাতি —বিদ্যাসাগরদাদা একসময় কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। ঘটনাক্রমে উদ্যোগের কিছু ত্রুটি হয়, কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের সমাগমের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, বরং বৃদ্ধি। সুতরাং ব্যঞ্জনাদি আশানুরূপ না পাইয়া, সকলেই "দেহি দেহি" করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগরদাদা তখন আর নিশ্চিন্ত

থাকিতে পারিলেন না, স্বয়ং রন্ধনাগারে প্রবেশ করিলেন, এক বাটী অম্বল আনিলেন ও সকলকে দিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার উপস্থিতিতে সকলেই একটু নীরব হইলেন। অমনি বিদ্যাসাগরদাদা আমার, সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন, "কেমন দেখ, তোমাদের অম্বল টম্বল করিয়া একপ্রকার বেশ গুছাইয়া গেল"। বিদ্যাসাগরদাদা ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু এদিকে ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা ক্ষুধায় দগ্ধ হন। তাই বলিতেছিলাম সমালোচক মহাশয় ত বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, "কোন গোলই রহিল না"; কিন্তু এদিকে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে চারিপোয়া গোল উপস্থিত হইল।

" 'পুত্রেণ সহ মিলিত্বা' অর্থ ধরিলে তার পরের 'তস্মৈ' কথাটার 'পুত্রায়' অর্থ বুঝায়। অথচ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিলেন।" এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য এই যে 'তস্মৈ'র তৎপদে যুধিষ্ঠির বুঝাইতে পারে না। কেন বুঝাইতে পারে না? তাহার কারণ যতক্ষণ না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ নীলকণ্ঠের বিপক্ষে সমালোচক মহাশয়ের অমূলক মন্তব্যের উপর নির্ভর করা যায় না। তদাদিশব্দ দ্বারা পূর্ব্বোপস্থিত অর্থ বুঝায়;—

"পূর্ব্বোপস্থিতস্যৈব অর্থস্য পরামর্শকত্বাৎ তদাদিশব্দানাম্"।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

শক্তিবাদে গদাধর ভট্টাচার্য্য লেখেন;—

"তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।

দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব ॥

ইত্যাদৌ বৈবস্বতাদিপদোপস্থাপিতস্য তচ্ছব্দেনাপি পরা-

মর্শাং তদনুরোধেন পূর্ব্বোপস্থিতেঽপি তস্য শক্যান্তরং স্বীকার্য্যম্।"

বৈবস্বত মনু যেমন পূর্ব্ব শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া পূর্ব্বোপস্থিত হইলেন, তেমন পূর্ব্ব শ্লোকে (৪৭) যুধিষ্ঠিরের উল্লেখ আছে সুতরাং যুধিষ্ঠিরও পূর্ব্বোপস্থিত, তবে মনুর ন্যায় না বুঝাইবেন কেন?

সমালোচক মহাশয়ের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে এ স্থলে "ততো বিরাটঃ……রাজ্ঞা সমেত্য" এরূপ সন্দর্ভে "রাজ্ঞা" পদে কোন মতেই "যুধিষ্ঠির" অর্থ বুঝাইতে পারে না এবং ব্যাসদেবও "রাজ্ঞা" পদে এস্থলে যুধিষ্ঠির অর্থ অভিপ্রায় করিয়াছেন বলা যাইতে পারে না।

কোন্ সময় কোন্ স্থানে এই কথা বলা হইতেছে সেটা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। যুধিষ্ঠির তৎকালে রাজ্যচ্যুত, বিরাটের অন্নদাস হইয়া রহিয়াছেন; বিরাট তৎকালে রাজা, নিজ রাজধানীতে বসিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি কিরূপ সদয় ব্যবহার করা উচিত তাহাই স্থির করিতেছেন, এমত অবস্থায় ব্যাসদেব বিরাটকে রাজা বলিলেন না, হরা শঙ্করার ন্যায় বিরাট মাত্র বলিলেন, আর যাহার প্রতি তিনি কৃপা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে নির্ব্বিশেষণ রাজশব্দে (The Rájá) "রাজ্ঞা" উল্লেখ করিলেন! ব্যাসদেবের এতটুকু সহৃদয়তা ছিল না ইহা আমরা বলিতে সাহস করি না।

অথবা ব্যাসদেব এরূপ অভিপ্রায় করিলেও শব্দশাস্ত্র আসিয়া তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে দিবেন কেন। শব্দশাস্ত্রের নিয়মই হইতেছে এই যে, সাধারণ শব্দের প্রকরণাদি দ্বারা বিশেষ অর্থ করিতেই হইবে, কোন মতেই তাহার অন্যথা

হইতে পারে না। রাজসভায় যদি কেহ বলে যে "অত্র দেব এব প্রমাণম্" তাহা হইলে 'দেব' শব্দের অর্থ রাজা ভিন্ন আর কিছুই হয় না; আবার দময়ন্তীর চিন্তাপ্রকরণে ("দেবা হি নান্বদ্বিতরন্তি, কিন্তু প্রসদ্য তে সাধুধিয়ং দদন্তে") সেই 'দেব' শব্দেরই স্বর্গলোকবাসী অমরগণ অর্থ হইল। আরো দেখুন, যদি কোন ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া বলা যায় "দেব দেবপূজায় বড়ই অনুরক্ত" তাহা হইলে একটী দেবশব্দে ব্রাহ্মণ অপরটীতে দেবতা বুঝাইবে, আর কোন অর্থই বুঝাইবে না।

তাহাতেই বলিতেছিলাম, দেশ, কাল, পাত্র ও প্রকরণ, নির্ব্বিশেষণ "রাজ্ঞা" শব্দকে বিরাটভিন্ন যুধিষ্ঠিরকে কখনই বুঝাইতে দিবে না, দিবে না। মনে করুন প্রেসিডেন্সি কলেজে যদি কেহ বলে যে "বড় সাহেব এই রূপ রুটিন করিয়া দিলেন তাহা হইলে "বড় সাহেব" শব্দে "Tawney" ভিন্ন কি অন্যের কথা দূরে থাকুক, বড় লাটসাহেব পর্য্যন্ত বুঝায়?

পাঠকগণ এক্ষণে দেখিলেন ত রাজ্ঞা পাঠে কত গোল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমালোচক মহাশয়ের চক্ষে কোন গোলই ঠ্যাকে নাই, তিনি লিখিয়াছেন, "মহাভারতে আছে 'সমেত্য রাজ্ঞা সময়ং চকার', আর কোন গোলই রহিল না"। সমালোচক মহাশয় "রাজ্ঞা" পাঠে কোন গোলই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার চক্ষে "রাজা" পাঠেই যত গোল ঠেকিল! তাঁহার বিরাটকে রাজা বলিতে আপত্তি আছে না কি? যদি না থাকে তবে কলস না লিখিয়া ঘট লেখার ন্যায় 'রাজ্ঞা' পাঠ রাখাই ত ভাল, রাজা বিরাটের বিশেষণ, রাজা বিরাটঃ সমেত্য সময়ং চকার—এইরূপ সোজাসুজি অন্বয় হইবে।

ইহাতে মহাভারতের পাঠ মিলন করিতে গিয়া সমালোচক মহাশয়ের অন্তরে কি গোল উদয় হইল বুঝাইয়া দিলে বাধিত হওয়া যায়।

সমালোচক মহাশয় পাঠ মিলাইতে গিয়া দেখিয়াছেন "সমেত্য রাজ্ঞা সময়ং চকার"। এরূপ পাঠ আছে কোন্ কোন্ পুস্তকে দেখিয়াছেন? সোসাইটীর সংস্করণ বা তাহারই ছা কোন বাঙ্গালা সংস্করণে বুঝি? কিন্তু ওরূপ একজাতীয় দুই এক খানি সংস্করণ দেখিয়া পাঠ ঠিক করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে ঋষিহত্যার oharge আনা কি উচিত হইয়াছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যে বিভিন্নদেশীয় অনেকেই সাক্ষ্য দিবেন।

বিচারক পাঠক মহাশয়গণ, সাক্ষীর নবিসন্দি দাখিল করিতেছি, সাক্ষী তলব করিয়া জবানবন্দি লউন। ১ নং সাক্ষী—বোম্বে সংস্করণ; ২ নং সাক্ষী—প্রয়াগ হইতে আনীত হস্তলিখিত সংস্কৃত কালেজের পুস্তক; ৩নং সাক্ষী—স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত গ্রন্থ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবাদ আছে এই সাক্ষীকে পূজ্যপাদ ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংশোধন করিয়া তালিম করিয়া গিয়াছেন। ৪ নং সাক্ষী—কাশী হইতে ক্রীত ৫৪৯ নং সংস্কৃত কলেজের হস্তলিখিত পুস্তক; ৫ নং সাক্ষী—আমাদের বাটীস্থিত তালপত্রে লিখিত পুস্তক। এ পুস্তকে আবার একটু টীকা আছে, তাহা এই—'ক্বচিৎ রাজ্ঞঃ ইতি ক্বচিচ্চ রাজ্ঞা ইতি পাঠঃ, তত্রাপি 'রাহোঃ শিরঃ' ইতিবৎ 'গোত্রেণাহং বাৎস্যঃ' ইতিবচ্চ ষষ্ঠী তৃতীয়া চ অভেদেন সমর্থনীয়া। অথবা আর্ষঃ প্রয়োগঃ"। ইহা দ্বারা আর একটু কথা প্রমাণ হইতেছে যে

"রাজ্ঞা"এই তৃতীয়ান্ত পাঠও কোন কোন পুস্তকে আছে, কিন্তু তাহার অর্থও রাজা ও তাহা বিরাটের বিশেষণ, এবিষয়ে সাক্ষিদিগের দ্বিমত নাই।

উপসংহারে বিচারক পাঠক মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঋষিহত্যা অপরাধের charge হইতে বেকসুর (অন্ততঃ benefit of the doubt দিয়া) খালাস দেওয়া হয় এবং মহারাণী ফরিয়াদী হইয়া সমালোচক মহাশয়ের বিপক্ষে defamation charge না আনেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বলিতেছি যে বিশ্ববিদ্যালয় স্বীয় স্বাভাবিক সদাশয়তাগুণে সমালোচক মহাশয়ের কটূক্তি ও মিথ্যাপবাদ দেওয়ার জন্য দণ্ড দিতে ইচ্ছুক নহেন।

তৃতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।

অশুদ্ধি-শোধন।

পাঠকগণ, আমাদের দোষে প্রবেশিকায় কি কি ভুল হইয়াছে, ঐ ঐ ভুলগুলিই বা কিরূপ প্রকৃতির, এবং সেই ভুলের দরুণ শিক্ষার্থীদিগের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি না, বিবেচনা করিবার জন্য সেই সকল ভুলগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। এই তালিকায় সমালোচক মহাশয় যে সকল ভুল ধরেন নাই তাহাও আছে। ছাপাখানার দোষে যে সব ভুল হইয়াছে তাহা সকল পুস্তকে নাই, উহা প্রথম কাণ্ডেই দেখান হইয়াছে, একারণ তাহার উল্লেখ এস্থলে করা গেল না।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
স্তবেবং	স্তবেব	১৪	১৩
Compensetion	Compensation	৩৮	১০
নায্য	ন্যায্য	৪৭	১৭
হৃতমত্ত্ব	হৃতসত্ত্ব	৪৯	৪
অতিক্রমঃ	অতিক্রমং	৫০	১৭
লোকাঃ	লোকঃ	৫৩	১৪
রাত্রে	রাত্রে	৫৫	১৩
দৃশে	দৃশ্যে	৫৮	২
অক্রবং	অব্রবং	৬৩	১৩
দুখিতঃ	দুঃখিতঃ	৭০	১৩
দাক্ষিণা	দক্ষিণা	৭২	১৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
গাঃ	গাবঃ	৭৭	১৩
মূধ্র্ানং	মূর্দ্ধানং	৮২	৪
প্রিয়মাণৌ	প্রীয়মাণৌ	৮৫	১
বীরা	বীরাঃ	৮৫	৪
শিবে	শিনে	৮৫	১৬
চৈতা	চৈত্ত	৯০	১৯
লাষানা	লাষাণা	৯১	৩
বেদিনঃ	দেবিনঃ	৯২	১৬
ম্যমানা	ম্যমাণা	৯৫	২,১৪
নিঃস্নেহা	নিঃস্নেহাঃ	৯৯	৮
মৃশ্যতাম্	মৃষ্যতাম্	১০০	১৮

এক্ষণে যে যে স্থানে যে যে উৎকৃষ্ট পাঠ পাইয়াছি বা বুঝিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যে পাঠ আছে	যে পাঠ উৎকৃষ্ট	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
পট্টকর্ম্মাণি	পটকর্ম্মাণি	১৮	৩
জ্ঞানস্ত্যপি	জ্ঞানত্যপি	৫৩	৩
পুত্রসম্বন্ধাভিঃ	পুত্রসমদ্ধাভিঃ	৬৩	১৫
অস্যান্বয়ঃ	ন অস্যান্বয়ঃ	D	১৬
উপজীবন্তি	উপাজীবন্ত্র		৭
সংখ্যাতি	সংচষ্টে		১৩

ত্রিকাণ্ডশেষ।

প্রথম প্রকরণ।

আত্মদোষ-পরিহার।

পাঠকগণ, আপনাদিগের মধ্যে হয় ত অনেকেই আমার প্রকৃত কথা পাঠ করিয়া অন্যান্য দোষের মধ্যে দুইটী প্রধান দোষ ধরিবেন। প্রথম, রহস্যজনক কথাবার্ত্তার অবতারণ ও শ্লেষোক্তি। দ্বিতীয়, ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। আমার বয়স ও পদমর্য্যাদা ধরিয়া বিচার করিতে গেলে সমালোচক মহাশয়ের কটূক্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যের সহিত কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় কয়েকটী কথার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইত। আমি ইংরেজি ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আমার ইংরেজি কথা ব্যবহার করাই বিড়ম্বনা।

এ সকলই আমি জানি, ও সাবধান হইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি না; তথাপি মধ্যে মধ্যে যে রহস্য, শ্লেষোক্তি ও ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহার কয়েকটী কারণ আছে।

প্রথম কারণ, বর্ণাশুদ্ধি-প্রকরণের কিয়দংশ লিখিয়া আমার কোন বন্ধুকে দেখিতে দিই; তিনি দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন,—"ভাল হইতেছে বটে কিন্তু একে সংস্কৃত বিষয়, তাহাতে আবার কেবলমাত্র নীরস শাস্ত্র তুলিয়া বিচার করিলে কেহই ইহা পাঠ করিবেন না। এরূপ নীরস বিষয় পাঠ করিতে স্কুলের পণ্ডিত ভিন্ন কাহারই ধৈর্য্য থাকিতে পারে না। অধিক কি, আমি ত বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আমিও শেষে ধৈর্য্য রাখিতে পারি নাই; অতএব

সাধারণের পাঠোপযোগী যাহাতে হয় তাহার কোন উপায় করুন।”

দ্বিতীয় কারণ, দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে প্রকৃত বিষয় যেমন বিশদরূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যায়, সেরূপ তত্ত্ব কথা মাত্র বলিলে হয় না।

তৃতীয় কারণ, শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, নীরস বিষয়ে পাঠকদিগের মন আকর্ষণ করার আবশ্যক হইলে রসের যোগ করিয়া দিতে হয়; ইহারই নাম “গুড়জিহ্বিকা,” অর্থাৎ বালকদিগকে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইবার পুর্ব্বে যেরূপ তাহাদের জিহ্বাতে গুড় দিতে হয়, সেইরূপ নীরস বিষয়ে উপদেশ দিতে হইলে তাহার সহিত রসের যোগ দেওয়া আবশ্যক, এই জন্যই কাব্যশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

তাই আমি মধ্যে মধ্যে গল্প ও শ্লেষোক্তির যোগ করিয়া দিয়া পাঠকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের আর কোন কারণই নাই,—কেবল কালের গতি অনুসরণ করা মাত্র। সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে অনায়াসেই অভিলষিত সীমায় উপস্থিত হওয়া যায় ইহা আমি অধ্যাপনা করিবার সময় পদে পদে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সংস্কৃত দূরে থাকুক, প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষাতে বারংবার বুঝাইয়া দিলেও যে বিষয় ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না, দুই একটা ইংরেজি কথা বলিলেই সে বিষয় ছাত্রদিগের আর বুঝিতে বাকী থাকে না। অমনি তাঁহারা সহাস্যবদনে বলিয়া বসেন, হাঁ মহাশয়, এতক্ষণে বুঝিলাম, বেশ বুঝিলাম।

বিশেষতঃ যখন ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালাভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, মুখে বলিবার সময় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করিতেছি, তখন লিখিবার সময় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করিব কেন? 'ব্লটিং' 'ষ্টীমার' 'রেলওয়ে' ও 'টেলিগ্রাফ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'চুসি-কাগজ,' 'ধূমযান,' 'লৌহবর্ত্ম' ও 'তাড়িতবার্ত্তাবহ' শব্দ ব্যবহার করা কি ভাল? লেখক ভিন্ন বিনা উপদেশে সাধারণে কি চুসিকাগজ প্রভৃতি শব্দের অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে পারে। 'ইল্‌বর্ট বিল' বলিলে যেমন এককথায় বিস্তৃত অর্থ বলিয়া দেওয়া হয়, তেমন কি বাঙ্গালা কোন শব্দে হইতে পারে? 'আইডিয়া' শব্দের প্রতিশব্দ সংস্কৃত কি বাঙ্গালায় নাই আমার বিশ্বাস, নবদ্বীপের অধ্যাপক মহাশয়রাও আজ কাল 'আইডিয়া' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এমন অবস্থায় পুস্তকে 'আইডিয়া' শব্দ ব্যবহার করিতে দোষ কি? ভাষার উদ্দেশ্য অভিপ্রায় প্রকাশ করা, যাহাতে ঐ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় তাহা করাই ত উচিত। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন—'যে শব্দের প্রতিশব্দ সংস্কৃত ভাষাতে নাই সে শব্দ ম্লেচ্ছের হইলেও ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে'। তাই আমি মধ্যে মধ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

যাহা হউক, পাঠকগণের নিকট সাদর প্রার্থনা যে, এজন্য আমার ত্রুটি হইয়া থাকে ত ক্ষমা করেন। আরও একটী বিশেষ প্রার্থনা এই যে, আমার লেখায়ত অনেক দোষই আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যদি কিছুমাত্র সার পান ত তাহাই যেন গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস।

অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং বলিয়া থাকেন যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্নের প্রবেশিকা-টীকা-রচনায় আমার বিলক্ষণ দোষ আছে, উহাতে আমার কোনরূপ স্বার্থ-সংস্রব না থাকিলেও পক্ষপাতিতা সম্পূর্ণ আছে। এটী আমার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ, সুতরাং এটীকে আমি বড় গুরুতর মনে করি, অতএব এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা বলি।

আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্যামাচরণ কবিরত্ন কয়েক বৎসর হইতে আমার নিজ কার্য্য সম্পাদনের সহকারী ছিলেন, * এবং এজন্য মাসে মাসে যৎসামান্য কিছু কিছু আমার নিকট হইতে পাইয়াও থাকিতেন।

প্রবেশিকার সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত কি **Board of Sanskrit Studies** কি **Syndicate**, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষই প্রবেশিকার সংস্করণ গোপনভাবে করিতে আদেশ বা অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, আমিও কখনই গোপন রাখিতাম না। প্রুফ আসিলে দোষ গুণ দেখাইয়া দিবার কারণ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক যখন যাঁহাকে পাইতাম তখন তাঁহাকে দেখাইতাম। শ্যামাচরণ সকল প্রুফই দেখিতেন। আমার বিশ্বাস—এরূপ বিষয় গোপন করিবার কোন

* আমার চিঠি পত্র লেখা, প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতেন। তাহাদ্বারা আমার বিশেষ উপকার হইত।

কারণ নাই, বরং দেখাইলে অধিকতর সংশোধনের সম্ভব, তাই তদনুসারে কার্য্য করিতাম।

গতবারের প্রবেশিকার টীকা করিবার জন্য শ্রীমান্ তারাকুমার কবিরত্ন বাবাজী প্রুফশিট্ প্রার্থনা করায় তাঁহার প্রার্থনা সফল করিয়াছিলাম। তাহাতে কেহ কোন উচ্চ বাচ্চাই করেন নাই।

এবারেও সেই নিয়মে কার্য্যারম্ভ করা হয়, শ্যামাচরণ সকল প্রুফই দেখেন। আমার সহযোগী মহাশয়দিগের অভিপ্রায়ানুসারে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্তকে নির্ব্বাচিত মহাভারতের প্রতিলিপি করিতে ভার দেওয়া হয়, সুতরাং এবার সংস্কৃত প্রবেশিকা গোপনে মুদ্রিত করিতে হইবে এরূপ ভাব আমার মনে উদয়ই হয় নাই।

একদিন তারাকুমার আসিয়া পূর্ব্ববৎ প্রুফশিট্ পাইবার প্রার্থনা করিলেন। আমি ভাবিয়া দেখিলাম এবার আমি একা সংস্কারক নহি, এ বিষয়ে আমার সহযোগী মহাশয়দিগের সম্মতি লওয়া আবশ্যক। তাই তারাকুমার বাবাজীকে তৎকালে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, সহযোগী মহাশয়দিগের সম্মতির অপেক্ষা করিলাম। পরে সহযোগী মহাশয়দিগের পরামর্শে স্থির হইল যে টীকা করিতে ব্যক্তিবিশেষকে না দেওয়াই ভাল। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও তারাকুমারের অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

প্রবেশিকা-সংগ্রহ-সমাজে যখন স্থির হইল যে কাহাকেও টীকা করিতে দেওয়া উচিত নয়, তখন টীকাকার সম্প্রদায়ভুক্ত শ্যামাচরণকে বলিতে হইল যে কদাচ তুমি পুস্তক বাহির

হইবার পূর্ব্বে টীকা করিও না, প্রবেশিকায় যাহা দেখিয়াছ তাহা ভুলিয়া যাও। শ্যামাচরণের চরিত্র সম্বন্ধে আমি কখনও কোন দোষ পাই নাই, সুতরাং তাঁহাকে যাহা বলিলাম তাহাই যথেষ্ট মনে করিলাম, তখন না করিয়াই বা করি কি ?

এইরূপে কিছু কাল যায়, পরে গত ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীমান্ বিধুভূষণ গোস্বামী একদিন আসিয়া শ্যামাচরণের প্রচারিত বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করিয়া শ্যামাচরণের কৃত টীকা একখানি প্রার্থনা করিলেন। আমি উহা শুনিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ শ্যামাচরণকে এই সম্বন্ধে লিখিলাম। যদিও তিনি তৎকালে টীকা করা অস্বীকার করিলেন, কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রচার করাই তাঁহার অন্যায় হইয়াছে মনে করিয়া আমি তাঁহাকে আমার বাটীতে আসিতে নিষেধ করিলাম। তিনিও তদবধি আমার বাটী আসা দূরে থাক্, আমার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করেন না। ইহাতে আমি তাঁহাকে dismiss করিলাম কিংবা তিনিই resign দিলেন, যাহা মনে করিতে হয় করুন। এই ত প্রকৃত কথা। ইহাতে শ্যামাচরণের টীকা করা সম্বন্ধে আমার কি অপরাধ হইয়াছে পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

তৃতীয় প্রকরণ।

সমালোচক মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা।

১। সমালোচক মহাশয়, আমি আপনার সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিতে বা আপনাকে অপদস্থ করিতে এ পুস্তকখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদের এখন বয়স হইয়াছে, রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছে, পরকালের ভয় হইয়াছে, ব্যক্তিবিশেষের অপমান করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। একজনকে অপদস্থ করিয়া নিজের মানবৃদ্ধি করারও প্রয়োজন নাই, ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। আমার লেখনী ধারণের কারণ কেবল আত্মরক্ষা (self-defence)।

আপনারা কয়েক বৎসর হইতে আমাকে মূর্খ বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাই একবার লেখনী ধারণ করিলাম, ইহাই আমার প্রথম ও ইহাই আমার শেষ। আমার মনের ভাব অবিকল প্রকাশ করিলাম, এটী যেন বিকৃতভাবে গ্রহণ না করেন, ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা।

২। আমার প্রতিবাদে দুই একটা শ্লেষোক্তি আছে, দুই একটী গল্প আছে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য প্রকৃত পক্ষে আপনাকে উপহাস করা নয়। লিখিবার সৌষ্ঠব ও পাঠকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্যই ওরূপ করিয়াছি। আপনি পত্রিকাবিশেষের সম্পাদকতা করিতেছেন, কোন্ স্থলে কিরূপ লিখিতে হয়, কিরূপ লিখিলে পাঠকগণের মন আকর্ষণ করা যায় তাহা আপনি আমা অপেক্ষা বেশী বুঝেন, সুতরাং আপনাকে এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব। যাহাহউক, তজ্জন্য

আমার ত্রুটি হইয়া থাকে মার্জ্জনা করিবেন, এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা।

৩। আপনি লিখিয়াছেন, "কি জানি কোন অজ্ঞাত কারণে বিশ্ববিদ্যালয় নিজে পুস্তক ছাপাইতে কৃতসংকল্প হয়েন। দুই চারি জন গরীব পণ্ডিত কিছু কিছু পাইতেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের অন্নে ধূলা দিলেন, প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তকের আদর হইবার সম্ভাবনা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরুব্বিগণ সে পথ বন্ধ করিলেন।" (২৪শে শ্রাবণ, সুরভি)।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা বাহির করিবার অনেক কারণ আছে. তাহা এখানে বর্ণন করা কেবল অনাবশ্যক নয়, আপদ্জনকও বটে। সকল কারণ আপনার অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু দুই একটাও কি জ্ঞাত নাই? মনে করুন দেখি, সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক উপলক্ষে কোন সময়ে কেহ কাহারও বিপক্ষে আদালতের শরণ পর্য্যন্ত লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কি না?

আপনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "দুই চারি জন গরীব পণ্ডিত কিছু কিছু পাইতেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের অন্নে ধূলা দিলেন।" বিশ্ববিদ্যালয় কি Charitable Society, যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে গরীব প্রতিপালন করা? শিক্ষাসম্বন্ধে গরীব আর ধনী কি? বিদ্যাদানের সহিত গুণানুসারে পারিতোষিক বা উৎসাহ দেওয়াই শিক্ষাসংক্রান্ত সমাজের প্রধান কর্ম্ম। যদি গরীবদিগকেই প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা হইলে কি আপনি বলেন পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক সকল একেবারে reject করা হউক?

আপনি স্থানান্তরে লিখিয়াছেন "বিশ্ববিদ্যালয় স্বার্থপর"। ইহার মর্ম্ম, বলিতে কি, ভাল বুঝিতে পারি নাই। মনে করুন দেবদত্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋজুপাঠের নকল করিতে চেষ্টা করিয়া হিতোপদেশ ও মহাভারত হইতে একখানি সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করিলেন, আর পুস্তক-নির্ব্বাচন-সভার সভ্য মহাশয়দিগের আনুগত্যপ্রিয়তা ও সদাশয়তার বলে সেই সংগ্রহখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইলেন। তাহাতে চারি পাঁচ হাজার টাকা তাঁহার লাভ হইল, ঐ টাকায় নিজের একটী বাটী প্রস্তুত করিলেন বা সহধর্ম্মিণীকে কিছু অলঙ্কার পুরস্কার দিলেন। এটী দেশহিতজনক নিঃস্বার্থপর কার্য্য, কি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একখানি সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক বাহির করিয়া তাহার লভ্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীর অভাব পূরণ করা বা সংস্কৃত-সংসৃষ্ট কোন বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা দেশহিতজনক নিঃস্বার্থপর কার্য্য? পরীক্ষার পূর্ব্বে উপযুক্ত গৃহের অভাবে যে বিশ্ববিদ্যালয়কে 'পরঘরী' হইতে হয়, ত্রৈলোক্যের বাটী অনুসন্ধান করিতে প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হয়, তাহা কাহার অজ্ঞাত আছে?

এই অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে একটী নূতন পরীক্ষা গৃহ (Examination Hall) প্রস্তুত করিবার জন্য যে ভূমি ক্রয়ের প্রস্তাব হইয়াছে, অর্থের অভাবে যে প্রস্তাব এপর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই, সেই প্রস্তাবটীর উল্লেখ করিয়া ভূতপূর্ব্ব Registrar শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় প্রবেশিকার লভ্যের টাকা আপাততঃ ঐ ভূমি ক্রয়ে ব্যয়িত

হউক বলায় সিণ্ডিকেট নিম্নলিখিত মন্তব্য (Resolution) করেন ;—

319. Read a letter from Mahámahopádhyáya Mahesáchandra Nyáyaratna C. I. E. suggesting that the sale proceeds of the Sanskrit Selections may be converted into a Prize Fund of the University.

Resolved :—

That in view of the future expenditure for acquisition of land the Syndicate regret that they cannot comply with the request.

Cal ; Univ ; Minutes for 1887-8, p.373.

আপনি লিখিয়াছেন "প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তকের আদর হইবার সম্ভাবনা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরুব্বিগণ সে পথ বন্ধ করিলেন।" বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবেন কেন? বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ কোন নিয়মই করেন নাই যাহাতে প্রতিযোগিতা বন্ধ হইতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যও তাহা নয়। কোন মহাত্মা কখন উৎকৃষ্ট সংগ্রহ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন, বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই সমাদরের সহিত সেই সংগ্রহ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবেন। আপনার কি স্মরণ নাই, বাবু ভোলানাথ পাল মহাশয়ের ইংরাজি সংগ্রহ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া ১৮৮৯ সালের পাঠ্যপুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়? আর এবার সেরূপ পুস্তক না পাওয়ায় মাষ্টবর টনি সাহেবকে সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করা হয়।

এই সকল প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া শুনিয়া প্রকাশ্য পত্রিকাতে যা খুসি লেখা যে কত দোষ তাহা যেন একবার ভাবিয়া দেখেন, এই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।

৪। আপনারা সংবাদপত্র প্রচার করেন, আপনাদের মতামতের উপর সাধারণের ভাল মন্দ সংস্কার অনেকটা নির্ভর করে, এ অবস্থায় আপনাদের একটু সাবধান হইয়া মতামত প্রকাশ করা উচিত কি না আপনিই ভাবিয়া দেখুন। আপনারা যখন সম্পাদকের আসনে অধিরূঢ় হইবেন, তখন আপনাদিগকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ বা বিদ্বেষ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইবে, নিরপেক্ষরূপে আপনাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা যাহা বলিয়া দিবে তাহাই ভূয়োদর্শন বা যুক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করিবেন, এই ত আশা করা যায়। ইহার অন্যথা করিলে যে কেবল দেশের অমঙ্গল করা হয় তাহা নয়, নিজেরও গৌরবের বিলক্ষণ হানি হয়, এটা একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, এই আমার শেষ প্রার্থনা।

চতুর্থ প্রকরণ।

আমার হিতাকাঙ্ক্ষী মহাশয়গণের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বীকার।

আমার হিতাকাঙ্ক্ষী মহাশয়গণ,

শুনিয়াছি সংবাদপত্রে প্রবেশিকার সমালোচনা উপলক্ষে আমার নিন্দাবাদ লইয়া কথাবার্ত্তা উপস্থিত হইলেই আপনারা আমার অনুকূলে তর্ক করেন; আমি ভুল করিয়াছি এটা

আপনাদের শুনিতে অসহ্য হয়, এজন্য কি ভুল করিলাম না করিলাম তাহা না দেখিয়া শুনিয়া আমার বিদ্যা বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বলিয়া থাকেন—আমি কার্য্যান্তরে সর্ব্বদাই বিব্রত থাকি, নিজে দেখিতে সময় পাই না, রামা শ্যামার উপর ভার দিয়া কোনও রকমে কার্য্য চালাইয়া লই; তাহাতেই ভুল হয়। আমি মনোযোগ দিয়া দেখিলে কি ভুল হইবার যো ছিল?

আপনারা যে আমার বিদ্যা বুদ্ধির গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টা করেন তজ্জন্য আপনাদিগের নিকট আমি চিরবাধিত রহিলাম। কিন্তু আপনাদিগকে মনের কথা না বলিয়াই বা থাকি কি করে; আপনারা আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া, বলিতে কি, বধ করিয়া বসিয়াছেন; তাহাতেই বলে "O God! Save me from my friends"। আমি গণ্ডমূর্খ ও নির্ব্বোধ গাধা হইতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়া ইহার যথাযথ সম্পাদনে মনোযোগী না হওয়ারূপ দোষে দূষিত হইতে কোনও মতেই সম্মত নহি। বিদ্যা বুদ্ধি অনেকটা ঈশ্বরায়ত্ত, উহাতে মনুষ্যের তত হাত নাই। কিন্তু যাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তাহাতে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তবে তাহাই আমাদের মহাপাপ ও চরিত্রের প্রধান দোষ। আমি চরিত্রদোষকে ভয়ানক ভয় করি।

আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি প্রবেশিকায় যদি কিছু ভুল থাকে সে আমার বিদ্যা ও বিবেচনার ভুল; উহা অমনোযোগের দরুণ ঘটে নাই। আমার সহযোগী মহাশয়দিগের কথা আমি বলিতে পারি না; নিজের কথা বলি, আমি

প্রবেশিকার উন্নতি-কল্পে যত্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবেশিকার জন্মদাতাই আমি ; কিসে আমার প্রবেশিকার অঙ্গসৌষ্ঠব হয়, কিসে আমার প্রবেশিকা বালক বালিকার উপকারে আসে, কিসে আমার প্রবেশিকা সর্ব্বজনপ্রিয় হয়, তজ্জন্য আমার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা ও যত্ন ছিল ও আছে। এজন্যই আমার প্রবেশিকাকে কোন অন্যায্য অসঙ্গত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করি নাই, তাহা যাঁহারা আমার "প্রকৃত কথা" পাঠ করিবেন তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতে পারিবেন, এস্থানে পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক।

আমি প্রবেশিকার জন্য কত খাটিয়াছি তাহার একটা প্রমাণ দিলেই বুঝিতে পারিবেন। শম্বুকের ও শ্বেতরাজের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত পুরাণে লিখিত নাই, অনুসন্ধান করিতে আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, আমি নিজে পুরাণ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নহি, আমাকে বহুতর প্রসিদ্ধ পৌরাণিককে জিজ্ঞাসা করিতে হয় ; তাহাতেও কৃতকার্য্য না হওয়ায় রামায়ণ ও অধিকাংশ পুরাণ ঘাঁটিতে হয় ; ইহাতেই আমার গত গ্রীষ্মাবকাশের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় ; তাহাতেও বোধ হয়, পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতাম না, যদি আমার শিষ্যকল্প পণ্ডিতবর শান্তিপুর-নিবাসী রামনাথ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য লিঙ্গপুরাণে শ্বেতরাজের গল্প আছে বলিয়া না দিতেন। এখন উহা বাহির হইয়াছে, এখন সকলেই বলিবেন ইহাতে আর পরিশ্রম কি ? ভারবি লিখিয়াছেন ;—

"বিষমো হি বিগাহ্যতে নয়ঃ কৃততীর্থঃ পয়সামিবাশয়ঃ।
স তু তত্র বিশেষদুর্লভঃ সদুপন্যস্যতি কৃত্যবর্ত্ম যঃ"॥

ঐ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পাইয়াও মহাভারতের "তথা শ্বেতস্য রাজর্ষেঃ কালো দিষ্টান্তমাগতঃ"(প্রবেশিকা ৯৭পৃষ্ঠা) এই সন্দর্ভে 'বালঃ' কি 'কালঃ' পাঠ ঠিক করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। আমার সহযোগা মহাশয়দিগের সহিত পরামর্শ করিতে ও ব্যক্তিবিশেষের এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় কি জানিতে অভাবতঃ ১৫ দিন কাল আমার অতিবাহিত হয়। ফল কথা, প্রবেশিকা সংস্করণে আমি কিছুমাত্র অযত্ন বা অবহেলা করি নাই। তথাপি ভুল থাকে সে আমার বিদ্যার দোষ।

সে যাহাহউক, আপনারা যে আমার মান মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এতই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, এতই যত্ন করেন, এজন্য আবার বলি, আপনাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম।

পঞ্চম প্রকরণ।

গুরুদক্ষিণা-ভিক্ষা।

এপর্য্যন্ত যতদূর ঘটিয়াছে তাহাতে বলিতে পারা যায় ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বতোভাবে সকল বিষয়েই সৌভাগ্যশালী করিয়াছেন, আমি যাহা কখন মনেও করি নাই তাহাও ঈশ্বর আমাকে দিয়াছেন। কিন্তু আমার একটী বিষয়ে আন্তরিক কষ্ট আছে, এস্থলে তাহা ব্যক্ত করিয়া কতকটা নিবারণ করি।

আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজনই আমার এই অন্তর্বেদনার মূল কারণ হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহাদিগকে আমি পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া আসিয়াছি, সাধ্যানুসারে যাঁহাদিগের উপকার করিতে আমি কখনও ত্রুটি করি নাই,

যাঁহারা আমার প্রতি সমুচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতেন, আমার প্রশংসা যাঁহাদের মুখে ধরিত না, তাঁহারাই আবার নীড় হইতে পক্ষিশাবকের ন্যায় কলেজ হইতে বাহির হইয়া গিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন।

আমার প্রতি কেবল যে ঔদাসীন্য ভাব দেখান এমন নহে, শত্রুতাচরণ করিতেও কসুর করেন না। তাঁহাদিগের এ ভাবের কারণ কি, তাহা ত আমি ভাবিয়া পাই না। এরূপ এক আধ জন নয়, কয়েক জন হইয়াছেন দেখিতেছি। তাহাতেই মনে হয় যে আমার কোন একটা অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞাত দোষ আছে যাহার দরুণ আমার কোন কোন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ আমার উপর চটিয়া উঠেন; তথাপি আমার পরিতাপের কারণ এই যে, আমিই যেন সময়ে সময়ে এক একটা ভুল করিয়া বসি (আমি ত মনুষ্য, মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে), আমার ছাত্রগণ কেন তৎক্ষণাৎ আমার সেই ভুলটীকে সংশোধন করিয়া না দেন, আমার নিকট ত সকলেরই বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের অবারিত দ্বার, যাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা বলেন আমিও শুনিয়া থাকি, ইহা ত তাঁহাদের জানা আছে।

অতএব ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান ছাত্রগণ, তোমাদিগের নিকট আমার (প্রার্থনা বলিলে ভাল না দেখায় কিন্তু অর্থই তাই) জানান এই যে, তোমরা আমার প্রতি কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হইলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবে, আমি সাধ্যানুসারে সংশোধন করিয়া লইবার যোগ্য হয়, করিয়া লইব। তোমরা নিশ্চয় জানিও তোমাদের উন্নতি, তোমাদের সহাস্য বদন, দেখিতে আমি বড়ই ভাল বাসি, তোমাদের মলিন বদন দেখিলে আমার

মনে বড়ই কষ্ট হয়। ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ তোমাদের সহিত গুরুশিষ্যভাবের পরিবর্ত্তে বন্ধুভাব সংস্থাপনে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। মন্মথ, মনোরমা, মুনীন্দ্র ও মহিমার উপকার করা যেমন আমার কর্ত্তব্য মনে করি ও সাধ্যানুসারে তাহা করিয়া থাকি, তোমাদেরও সেইরূপ কল্যাণ কামনা করি ও কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তবে ফলে পরিণত হওয়া আর না হওয়া অদৃষ্টাধীন। তোমাদের অধ্যক্ষ, সাহেব নাই বলিয়া পদে পদে তোমাদের স্বার্থসিদ্ধি পক্ষে হতাশ হইতে না হয়, এজন্য আমি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকি।

আমার দোষেই হউক আর যে কারণেই হউক, আমার ছাত্র আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া আমার মুখ দর্শন করেন না ইহা যখন মনে হয়, তখনই আমার অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অতএবই আমার প্রতি বিরক্ত ছাত্রগণকে অনুরোধ করি, আবদার করিয়া বলি, এস আমার হারাধন ফিরিয়া এস, কোল দিই, আলিঙ্গন করি, তপ্ত হৃদয় ঠাণ্ডা করি, পূর্ব্বভাব পুনঃ সংস্থাপন করি, সংস্কৃত-শাস্ত্রোক্ত গুরুশিষ্যভাব পুনরায় এ সংসারে আনয়ন করি, ইংরাজি সভ্য সমাজে সংস্কৃতের অকারণ কলঙ্ক অপনোদন করি; আমার ত শেষ হইয়া আসিয়াছে, যে কয়েক দিন থাকি, তোমাদিগকে লইয়া আহ্লাদ আমোদে কাটাইয়া দিই এই ইচ্ছা পূরণ কর, এই আমার গুরুদক্ষিণা-ভিক্ষা।